ত্রয়োদশ অধ্যায়

ব্রহ্মা কর্তৃক গোপবালক এবং গোবৎস হরণ

এই অধ্যায়ে ব্রহ্মার গোবৎস এবং গোপবালক হরণের চেষ্টা, ব্রহ্মাবিমোহন এবং অবশেষে তাঁর মোহনাশ বর্ণিত হয়েছে।

যদিও অঘাসুর সম্বন্ধীয় ঘটনাটি ঘটেছিল এক বছর পূর্বে, যখন গোপবালকদের বয়স ছিল পাঁচ বছর, কিন্তু তাঁদের বয়স যখন ছয় বছর তখন তাঁরা বলেছিলেন, "আজ এই ঘটনাটি ঘটেছিল"। তার কারণ, অঘাসুর বধ করার পর শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সহচর গোপবালকদের সঙ্গে বনে বনভোজন করতে গিয়েছিলেন। গোবৎসরা তখন সবুজ ঘাসের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে ধীরে ধীরে দূরে চলে যায়, এবং তার ফলে শ্রীকৃষ্ণের সহচরেরা একটু বিচলিত হয়ে পড়েন এবং গোবৎসদের ফিরিয়ে আনতে চান। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, "তোমরা বিচলিত না হয়ে ভোজন কর। আমি বৎসদের খুঁজতে যাচ্ছি।" এই বলে ভগবান গোবৎসদের খুঁজতে গিয়েছিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণের শক্তি পরীক্ষা করার জন্য ব্রহ্মা গোবৎসদের এবং গোপবালকদের হরণ করে এক নির্জন স্থানে তাঁদের লুকিয়ে রাখেন।

শ্রীকৃষ্ণ গোবৎস এবং গোপবালকদের খুঁজে না পেয়ে বুঝতে পারেন যে, সেটি ব্রহ্মারই কীর্তি। সর্বকারণের পরম কারণ ভগবান তখন ব্রহ্মার সন্তোষ বিধানের জন্য, এবং তাঁর সহচরবৃন্দ ও তাঁদের মাতৃবর্গের সন্তোষ বিধানের জন্য নিজেকে গোবৎস এবং গোপবালক রূপে বিস্তার করেছিলেন। এইভাবে তিনি আর একটি লীলাবিলাস করেছিলেন। এই লীলার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল, গোপবালকদের মায়েরা তাঁদের পুত্রদের প্রতি আরও অধিক স্নেহশীলা হয়েছিলেন, এবং গাভীরা তাঁদের বৎসদের প্রতি আরও অধিক আসক্ত হয়েছিল। তার প্রায় এক বছর পর বলরাম বুঝতে পেরেছিলেন যে, সমস্ত গোপবালকেরা এবং গোবৎসরা শ্রীকৃষ্ণের বিস্তার। তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণের কাছে সেই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন এবং কৃষ্ণ তাঁকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলেন।

এক বছর পূর্ণ হলে ব্রহ্মা ফিরে এসে দেখেন যে, শ্রীকৃষ্ণ পূর্বের মতোই তাঁর সখা, গোবৎস এবং গাভীদের সঙ্গে খেলা করছেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত গোবৎস

এবং গোপবালকদের চতুর্ভুজ নারায়ণরূপে প্রদর্শন করান। ব্রহ্মা তখন শ্রীকৃষ্ণের শক্তি এবং লীলা দর্শন করে আশ্চর্যান্বিত হন এবং বুঝতে পারেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন তাঁর আরাধ্য ভগবান। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু ব্রহ্মার প্রতি তাঁর অহৈতুকী কৃপা বর্ষণ করেন এবং তাঁকে মায়ামুক্ত করেন। ব্রহ্মা তখন ভগবানের মহিমা কীর্তন করে তাঁর স্তব করতে শুরু করেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

সাধু পৃষ্টং মহাভাগ ত্বয়া ভাগবতোত্তম।
যন্নূতনয়সীশস্য শৃণ্বন্নপি কথাং মুহুঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **সাধু পৃষ্টম্**—আপনার প্রশ্নে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি; **মহা-ভাগ**—আপনি একজন মহাভাগ্যবান ব্যক্তি; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **ভাগবত-উত্তম**—হে ভক্তশ্রেষ্ঠ; **যৎ**—যেহেতু; **নূতনয়সি**—আপনি নতুন নতুন প্রশ্ন করছেন; **ঈশস্য**—ভগবানের; **শৃণ্বন্ অপি**—নিরন্তর শ্রবণ করা সত্ত্বেও; **কথাম্**—লীলা; **মুহুঃ**—বার বার।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে ভক্তশ্রেষ্ঠ, পরম ভাগ্যবান পরীক্ষিৎ, আপনি অতি উত্তম প্রশ্ন করেছেন। যেহেতু নিরন্তর ভগবানের লীলা শ্রবণ করা সত্ত্বেও আপনি তা নিত্য নতুন বলে অনুভব করছেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনায় অত্যন্ত উন্নত না হলে নিরন্তর ভগবানের লীলা শ্রবণে মনোনিবেশ করা যায় না। *নিত্যং নবনবায়মানম্*—উত্তম ভক্তরা যদিও দীর্ঘকাল ধরে নিরন্তর ভগবানের কথা শ্রবণ করেন তবুও তাঁদের কাছে তা নিত্য নতুন বলে মনে হয়। তাই তাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাশ্রবণ কখনও ত্যাগ করতে পারেন না। *প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি।* এখানে সন্তঃ শব্দটি সেই ব্যক্তিকে ইঙ্গিত করে, যিনি কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেছেন। *যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি*

(*ব্রহ্মসংহিতা* ৫/৩৮)। অত্যন্ত উন্নত স্তরের ভক্ত না হলে, ভগবানের লীলাকথা শ্রবণ করে আনন্দ উপভোগ করা যায় না এবং তা নিত্য নতুন বলে মনে হয় না। তাই মহারাজ পরীক্ষিৎকে *ভাগবতোত্তম* বা শ্রেষ্ঠ ভক্ত বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

শ্লোক ২

সতাময়ং সারভৃতাং নিসর্গো
যদর্থবাণীশ্রুতিচেতসামপি ।
প্রতিক্ষণং নব্যবদচ্যুতস্য যৎ
স্ত্রিয়া বিটানামিব সাধুবার্তা ॥ ২ ॥

সতাম্—ভক্তদের; **অয়ম্**—এই; **সার-ভৃতাম্**—পরমহংসদের, যাঁরা জীবনের সার গ্রহণ করেছেন; **নিসর্গঃ**—লক্ষণ বা স্বভাব; **যৎ**—যা; **অর্থ-বাণী**—জীবনের লক্ষ্য, লাভের উদ্দেশ্য; **শ্রুতি**—বোঝার উদ্দেশ্য; **চেতসাম্ অপি**—যারা চিন্ময় বিষয়ের আনন্দকে জীবনের চরম লক্ষ্য বলে বিবেচনা করেছেন; **প্রতি-ক্ষণম্**—প্রতিক্ষণ; **নব্য-বৎ**—যেন নিত্য নতুন; **অচ্যুতস্য**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; **যৎ**—যেহেতু; **স্ত্রিয়াঃ**—স্ত্রী অথবা যৌন বিষয়; **বিটানাম্**—স্ত্রীলোকেদের প্রতি আসক্ত লম্পটদের; **ইব**—সদৃশ; **সাধু বার্তা**—বাস্তবিক বার্তালাপ।

অনুবাদ

জীবনের সার গ্রহণকারী পরমহংস ভক্তদের হৃদয় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্ত, এবং তিনিই তাঁদের জীবনের লক্ষ্য। সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের কথা আলোচনা করাই তাঁদের স্বভাব, যেন সেই বিষয়গুলি নিত্য নতুন। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা যেমন নারী এবং যৌন বিষয়ের প্রতি আসক্ত, তাঁরাও তেমনই কৃষ্ণকথার প্রতি আসক্ত।

তাৎপর্য

সারভৃতাম্ শব্দটির অর্থ 'পরমহংস'। হংস দুধ এবং জলের মিশ্রণ থেকে জল বাদ দিয়ে কেবল দুধটি গ্রহণ করে। তেমনই, কৃষ্ণভক্তের স্বভাব হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকে সব কিছুর প্রাণ এবং আত্মা বলে জেনে, তাঁরা এক মুহূর্তও কৃষ্ণকথা পরিত্যাগ করতে পারেন না। এই প্রকার পরমহংসরা সর্বদা তাঁদের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন (*সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি*)। জড় জগতে কাম, ক্রোধ এবং ভয় সর্বদা বর্তমান, কিন্তু চিৎ-জগতে কৃষ্ণসম্বন্ধে তা ব্যবহার করা যায়। কাম

কৃষ্ণকর্মার্পণে। তাই, পরমহংসদের বাসনা সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের জন্য কর্ম করা। *ক্রোধ ভক্তদ্বেষি জনে*। তাঁরা অভক্তদের বিরুদ্ধে ক্রোধ ব্যবহার করেন এবং ভয়কে কৃষ্ণভক্তি থেকে বিচ্যুত হওয়ার ক্ষেত্রে রূপান্তরিত করেন। এইভাবে পরমহংস ভক্তের জীবন পূর্ণরূপে কৃষ্ণকেন্দ্রিক, ঠিক যেমন বিষয়াসক্ত ব্যক্তির জীবন কামিনী-কাঞ্চন কেন্দ্রিক। বিষয়াসক্ত ব্যক্তির কাছে যা দিন অধ্যাত্মবাদীর কাছে তা রাত্রি। বিষয়াসক্ত ব্যক্তির কাছে যা অত্যন্ত মধুর—যথা কামিনী এবং কাঞ্চন—অধ্যাত্মবাদীরা তাকে বিষবৎ বলে মনে করেন।

সন্দর্শনাং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু ॥

এটিই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উপদেশ। পরমহংসদের কাছে শ্রীকৃষ্ণই সব কিছু, কিন্তু বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের কাছে কামিনী এবং কাঞ্চন সব কিছু।

শ্লোক ৩

শৃণুষ্বাবহিতো রাজন্নপি গুহ্যং বদামি তে ।
ব্রূয়ুঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরবো গুহ্যমপ্যুত ॥ ৩ ॥

শৃণুষ্ব—দয়া করে শ্রবণ করুন; **অবহিতঃ**—গভীর মনোযোগ সহকারে; **রাজন্**—হে রাজন্ (মহারাজ পরীক্ষিৎ); **অপি**—যদিও; **গুহ্যম্**—অত্যন্ত গোপনীয় (কারণ সাধারণ মানুষেরা শ্রীকৃষ্ণের কার্যকলাপ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না); **বদামি**—আমি বলব; **তে**—আপনাকে; **ব্রূয়ুঃ**—বলুন; **স্নিগ্ধস্য**—বিনীত; **শিষ্যস্য**—শিষ্যের; **গুরবঃ**—গুরুগণ; **গুহ্যম্**—অত্যন্ত গোপনীয়; **অপি উত**—তা হলেও।

অনুবাদ

হে রাজন্, গভীর মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন। ভগবানের লীলা যদিও অত্যন্ত গোপনীয় এবং সাধারণ মানুষেরা তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, তবুও আমি আপনার কাছে সেই বিষয়ে বলব, কারণ গুরুগণ অনুগত প্রিয় শিষ্যের কাছে অত্যন্ত গুহ্যতত্ত্বও বলে থাকেন।

শ্লোক ৪

তথাঘবদনান্মৃত্যো রক্ষিত্বা বৎসপালকান্ ।
সরিৎপুলিনমানীয় ভগবানিদমব্রবীৎ ॥ ৪ ॥

তথা—তারপর; **অঘ-বদনাৎ**—অঘাসুরের মুখ থেকে; **মৃত্যোঃ**—মৃত্যুস্বরূপ; **রক্ষিত্বা**—রক্ষা করে; **বৎস-পালকান্**—সমস্ত গোপবালক এবং গোবৎসদের; **সরিৎ-পুলিনম্**—নদীর তটে; **আনীয়**—নিয়ে এসে; **ভগবান্**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **ইদম্**—এই কথাগুলি; **অব্রবীৎ**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

মৃত্যুস্বরূপ অঘাসুরের মুখ থেকে গোপবালক এবং গোবৎসদের রক্ষা করে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের নদীর তীরে নিয়ে এসে, এই কথাগুলি বলেছিলেন।

শ্লোক ৫

অহোঽতিরম্যং পুলিনং বয়স্যাঃ
স্বকেলিসম্পন্মৃদুলাচ্ছবালুকম্ ।
স্ফুটৎসরোগন্ধহৃতালিপত্রিক-
ধ্বনিপ্রতিধ্বানলসদ্দ্রুমাকুলম্ ॥ ৫ ॥

অহো—হে; **অতি-রম্যম্**—অত্যন্ত সুন্দর; **পুলিনম্**—নদীর তীর; **বয়স্যাঃ**—হে বন্ধুগণ; **স্ব-কেলি-সম্পৎ**—খেলার সমগ্র সামগ্রীতে পূর্ণ; **মৃদুল-অচ্ছ-বালুকম্**—অত্যন্ত কোমল এবং নির্মল বালুকাময় তট; **স্ফুটৎ**—পূর্ণ বিকশিত; **সরঃ-গন্ধ**—পদ্মফুলের সৌরভের দ্বারা; **হৃত**—আকৃষ্ট; **অলি**—ভ্রমরদের; **পত্রিক**—এবং পাখিদের; **ধ্বনি-প্রতিধ্বান**—তাদের কলরব এবং তার প্রতিধ্বনি; **লসৎ**—দোলায়িত; **দ্রুম-আকুলম্**—সুন্দর বৃক্ষসমূহে পূর্ণ।

অনুবাদ

হে বন্ধুগণ, দেখ এই নদীর তীর মনোরম পরিবেশের প্রভাবে কি অপূর্ব সুন্দর রূপ ধারণ করেছে। আর দেখ বিকশিত পদ্মফুলগুলি কিভাবে তাদের সৌরভের দ্বারা ভ্রমর এবং পাখিদের আকর্ষণ করছে। ভ্রমরের গুঞ্জন এবং পাখিদের কলরব বনরাজিতে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। এখানকার বালুকা অত্যন্ত নির্মল এবং কোমল। তাই এটিই আমাদের খেলার সর্বোত্তম স্থান।

তাৎপর্য

পাঁচ হাজার বছর আগে শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে বৃন্দাবনের বর্ণনা করেছেন, এবং তিন-চারশ বছর পূর্বে বৈষ্ণব আচার্যদের সময়েও বৃন্দাবনের স্থিতি সেই রকমই ছিল।

কূজৎকোকিলহংসসারসগণাকীর্ণে ময়ূরাকুলে। বৃন্দাবন সর্বদাই কোকিল, হংস এবং সারসের কলরবে মুখর এবং ময়ূরকুলে পূর্ণ। আমাদের কৃষ্ণ-বলরাম মন্দির যেখানে অবস্থিত, সেইখানে সেই ধ্বনি এবং পরিবেশ এখনও বর্তমান। যাঁরাই সেই মন্দির দর্শন করতে আসেন, তাঁরাই পাখিদের কলরব শুনে প্রসন্ন হন, যা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে (*কূজৎকোকিলহংসসারস*)।

শ্লোক ৬

অত্র ভোক্তব্যমস্মাভির্দিবারূঢ়ং ক্ষুধার্দিতাঃ ।
বৎসাঃ সমীপেঽপঃ পীত্বা চরন্তু শনকৈস্তৃণম্ ॥ ৬ ॥

অত্র—এখানে; **ভোক্তব্যম্**—আমাদের ভোজন করা উচিত; **অস্মাভিঃ**—আমাদের দ্বারা; **দিব-আরূঢ়ম্**—অনেক বেলা হয়ে গেছে; **ক্ষুধা অর্দিতাঃ**—আমরা ক্ষুধায় পীড়িত হয়েছি; **বৎসাঃ**—গোবৎসগণ; **সমীপে**—নিকটে; **অপঃ**—জল; **পীত্বা**—পান করে; **চরন্তু**—ভক্ষণ করুক; **শনকৈঃ**—ধীরে ধীরে; **তৃণম্**—ঘাস।

অনুবাদ

আমরা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত এবং অনেক বেলাও হয়ে গেছে। তাই আমার মনে হয়, এখানেই আমাদের ভোজন করা উচিত। গোবৎসরা এখানে জলপান করে কাছেই ধীরে ধীরে তৃণ ভক্ষণ করুক।

শ্লোক ৭

তথেতি পায়য়িত্বার্ভা বৎসানারুধ্য শাদ্বলে ।
মুক্ত্বা শিক্যানি বুভুজুঃ সমং ভগবতা মুদা ॥ ৭ ॥

তথা ইতি—গোপবালকেরা কৃষ্ণের এই প্রস্তাবে সম্মত হয়েছিলেন; **পায়য়িত্বা-অর্ভাঃ**—তারা জলপান করতে গিয়েছিলেন; **বৎসান্**—গোবৎসদের; **আরুধ্য**—তাদের গাছে বেঁধে ভোজন করতে গিয়েছিলেন; **শাদ্বলে**—সবুজ কোমল তৃণময় ক্ষেত্রে; **মুক্ত্বা**—খুলে; **শিক্যানি**—তাদের খাবার এবং অন্যান্য বস্তুর ঝোলা; **বুভুজুঃ**—উপভোগ করেছিলেন; **সমম্**—সমানভাবে; **ভগবতা**—ভগবানের সঙ্গে; **মুদা**—দিব্য আনন্দে।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণের প্রস্তাব মেনে নিয়ে, গোপবালকেরা গোবৎসদের নদী থেকে জলপান করাতে গিয়েছিলেন এবং তারপর সবুজ কোমল তৃণময় ক্ষেত্রে তাদের গাছে বেঁধে রেখেছিলেন। তারপর বালকেরা তাঁদের খাবার ঝোলা খুলে মহা আনন্দে কৃষ্ণের সঙ্গে ভোজন করতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ৮

কৃষ্ণস্য বিষ্বক্ পুরুরাজিমণ্ডলৈ-
রভ্যাননাঃ ফুল্লদৃশো ব্রজার্ভকাঃ ।
সহোপবিষ্টা বিপিনে বিরেজু-
শ্ছদা যথাম্ভোরুহকর্ণিকায়াঃ ॥ ৮ ॥

কৃষ্ণস্য বিষ্বক্—কৃষ্ণকে বেষ্টন করে; **পুরু-রাজি-মণ্ডলৈঃ**—সহচরদের বিভিন্ন পঙ্ক্তির দ্বারা; **অভ্যাননাঃ**—মাঝখানে যেখানে শ্রীকৃষ্ণ বসেছিলেন, সকলেই সেইদিকে দেখছিলেন; **ফুল্ল-দৃশঃ**—চিন্ময় আনন্দে তাঁদের মুখ অত্যন্ত উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল; **ব্রজ-অর্ভকাঃ**—ব্রজভূমির সমস্ত গোপবালকেরা; **সহ-উপবিষ্টাঃ**—শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বসে; **বিপিনে**—বনে; **বিরেজুঃ**—অত্যন্ত সুন্দরভাবে তৈরি; **ছদাঃ**—পাপড়ি এবং পাতা; **যথা**—ঠিক যেমন; **অম্ভোরুহ**—পদ্মফুলের; **কর্ণিকায়াঃ**—কর্ণিকার।

অনুবাদ

পদ্মফুলের কর্ণিকার চারদিকে যেমন পাপড়ি এবং পাতা শোভা পায়, তেমনই বনের মধ্যে ব্রজবালকেরা শ্রীকৃষ্ণের চারদিকে বহু পঙ্ক্তিতে উপবিষ্ট হয়ে শোভা পাচ্ছিলেন। তাঁরা সকলেই কৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে ছিলেন এবং মনে করছিলেন কৃষ্ণ হয়ত তাঁর দিকে তাকাবেন। এইভাবে তাঁরা বনভোজনের আনন্দ উপভোগ করছিলেন।

তাৎপর্য

শুদ্ধভক্ত সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন, যে কথা *ব্রহ্মসংহিতায়* বলা হয়েছে (*সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি*) এবং যা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং *ভগবদ্গীতায়* বলেছেন (*সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্*)। যদি পুঞ্জীভূত পুণ্যকর্মের দ্বারা

(কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ) কেউ শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির স্তরে উন্নীত হন, তা হলে শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই তাঁর হৃদয়ে প্রকাশিত হন। যিনি এই প্রকার সিদ্ধি লাভ করেছেন, তিনি দিব্য আনন্দে সর্ব সৌন্দর্য্যমণ্ডিত হন। বর্তমান কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন কৃষ্ণকে কেন্দ্রে রাখার একটি প্রয়াস, কারণ যদি তা করা হয়, তা হলে সমস্ত কার্য আপনা থেকেই সৌন্দর্য্যময় এবং আনন্দময় হয়ে উঠবে।

শ্লোক ৯

কেচিৎ পুষ্পৈর্দলৈঃ কেচিৎ পল্লবৈরঙ্কুরৈঃ ফলৈঃ ।
শিগ্‌ভিস্ত্বগ্‌ভির্দৃষদ্ভিশ্চ বুভুজুঃ কৃতভাজনাঃ ॥ ৯ ॥

কেচিৎ—কেউ; **পুষ্পৈঃ**—ফুলের দ্বারা; **দলৈঃ**—ফুলের সুন্দর পত্রের দ্বারা; **কেচিৎ**—কেউ; **পল্লবৈঃ**—পল্লবের উপর; **অঙ্কুরৈঃ**—অঙ্কুরের উপর; **ফলৈঃ**—এবং ফলের উপর; **শিগ্‌ভিঃ**—ঝোলা বা পোটলার মধ্যে; **ত্বগ্‌ভিঃ**—গাছের বাকলের দ্বারা; **দৃষদ্ভিঃ**—পাথরে; **চ**—এবং; **বুভুজুঃ**—উপভোগ করেছিলেন; **কৃত-ভাজনাঃ**—তারা যেমন তাদের ভোজন পাত্র তৈরি করেছিলেন।

অনুবাদ

গোপবালকদের মধ্যে কেউ ফুল, কেউ পাতা, কেউ পল্লব, কেউ অঙ্কুর, কেউ ফল, কেউ শিকা, কেউ গাছের বাকল এবং কেউ বা পাথরকে তাঁদের ভোজন পাত্র বলে কল্পনা করে তার উপর তাঁদের খাবার রেখেছিলেন।

শ্লোক ১০

সর্বে মিথো দর্শয়ন্তঃ স্বস্বভোজ্যরুচিং পৃথক্ ।
হসন্তো হাসয়ন্তশ্চাভ্যবজহ্রুঃ সহেশ্বরাঃ ॥ ১০ ॥

সর্বে—সমস্ত গোপবালকেরা; **মিথঃ**—পরস্পর; **দর্শয়ন্তঃ**—দেখিয়ে; **স্ব-স্ব-ভোজ্য-রুচিম্ পৃথক্**—ঘর থেকে নিয়ে আসা পৃথক পৃথক রুচির বিবিধ খাদ্যদ্রব্য; **হসন্তঃ**—আস্বাদন করার পর তাঁরা সকলে হেসেছিলেন; **হাসয়ন্তঃ চ**—এবং অন্যদের হাসিয়েছিলেন; **অভ্যবজহ্রুঃ**—মধ্যাহ্নভোজন উপভোগ করেছিলেন; **সহ-ঈশ্বরাঃ**—শ্রীকৃষ্ণ সহ।

অনুবাদ

কৃষ্ণসহ গোপবালকেরা নিজ নিজ গৃহ থেকে নিয়ে আসা বিভিন্ন প্রকার অন্ন-ব্যঞ্জনের স্বাদ পৃথক পৃথক দর্শন করিয়ে এবং পরস্পরকে তা আস্বাদন করিয়ে, তাঁরা হাসতে হাসতে এবং অন্যদের হাসাতে হাসাতে ভোজন করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণের কোন এক সখা কখনও বলতেন, "কৃষ্ণ, দেখ আমার এই ব্যঞ্জনের স্বাদ কত মধুর," এবং কৃষ্ণ তা আস্বাদন করে হাসতেন। তেমনই, বলরাম, সুদামা, এবং অন্যান্য সখারা পরস্পরের অন্ন-ব্যঞ্জন আস্বাদন করতেন এবং হাসতেন। এইভাবে সমস্ত সখারা মহা আনন্দে গৃহ থেকে আনিত সমস্ত খাবার ভোজন করতেন।

শ্লোক ১১

বিভ্রদ্ বেণুং জঠরপটয়োঃ শৃঙ্গবেত্রে চ কক্ষে
বামে পাণৌ মসৃণকবলং তৎফলান্যঙ্গুলীষু ।
তিষ্ঠন্ মধ্যে স্বপরিসুহৃদো হাসয়ন্ নর্মভিঃ স্বৈঃ
স্বর্গে লোকে মিষতি বুভুজে যজ্ঞভুগ্ বালকেলিঃ ॥ ১১ ॥

বিভ্রৎ বেণুম্—বাঁশি রেখে; **জঠর-পটয়োঃ**—কষে বাঁধা বস্ত্র এবং উদরের মধ্যে; **শৃঙ্গ-বেত্রে**—শৃঙ্গ এবং গো-তারণের যষ্টি; **চ**—ও; **কক্ষে**—কোমরে; **বামে**—বামদিকে; **পাণৌ**—হাতে নিয়ে; **মসৃণ-কবলম্**—অন্ন এবং উত্তম দধি দিয়ে তৈরি অত্যন্ত উপাদেয় আহার্য; **তৎ-ফলানি**—বেল আদি উপযুক্ত ফলের টুকরো; **অঙ্গুলীষু**—আঙ্গুলের মধ্যে; **তিষ্ঠন্**—এইভাবে রেখে; **মধ্যে**—মধ্যে; **স্ব-পরি-সুহৃদঃ**—তাঁর নিজের সঙ্গীগণ; **হাসয়ন্**—তাঁদের হাসিয়ে; **নর্মভিঃ**—পরিহাস বাক্যের দ্বারা; **স্বৈঃ**—তাঁর নিজের; **স্বর্গে লোকে মিষতি**—যখন স্বর্গলোকের অধিবাসীরা সেই অপূর্ব দৃশ্য দর্শন করছিলেন; **বুভুজে**—শ্রীকৃষ্ণ উপভোগ করেছিলেন; **যজ্ঞ-ভুক্ বাল-কেলিঃ**—যদিও তিনি যজ্ঞের আহুতি গ্রহণ করেন, তবুও তিনি বাল্যলীলা বিলাসের জন্য তাঁর গোপসখাদের সঙ্গে অত্যন্ত আনন্দ সহকারে বনভোজন করছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞভুক—অর্থাৎ, তিনি কেবল যজ্ঞের নৈবেদ্যই ভোজন করেন—কিন্তু তাঁর বাল্যলীলা প্রদর্শন করার জন্য তিনি তাঁর উদর ও বস্ত্রের মধ্যে ডানদিকে

বংশী এবং বামকক্ষে শৃঙ্গ ও বেত্র, হাতে দধি মিশ্রিত অন্নগ্রাস এবং আঙ্গুলের মধ্যে উপযুক্ত ফলের টুকরা ধারণ করে পদ্মের কর্ণিকার মতো অবস্থিত হয়ে তাঁর সখাদের দিকে তাকিয়ে, তাঁদের সঙ্গে পরিহাসপূর্বক তাঁদের আনন্দ উৎপাদন করে ভোজন করছিলেন। তখন স্বর্গের অধিবাসীরা যজ্ঞভুক ভগবানকে তাঁর সখাদের সঙ্গে এইভাবে বনভোজন করতে দেখে, আশ্চর্যান্বিত হয়ে সেই অপূর্ব লীলা দর্শন করছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর গোপসখাদের সঙ্গে ভোজন করছিলেন, তখন একটি ভ্রমর সেই ভোজনে অংশগ্রহণ করার জন্য সেখানে উড়ে এসেছিল। তাই কৃষ্ণ পরিহাস করে বলেছিলেন, "তুমি এখানে আমার ব্রাহ্মণ-সখা মধুমঙ্গলকে বিরক্ত করার জন্য কেন এসেছ? তুমি একজন ব্রাহ্মণকে হত্যা করতে চাও। সেটি ভাল কাজ নয়।" সমস্ত বালকেরা তখন সেই পরিহাস উপভোগ করে আনন্দে হাসতে হাসতে ভোজন করতেন। তখন স্বর্গলোকবাসীরা বিস্ময়ান্বিত হয়ে ভাবতেন, যজ্ঞভুক ভগবান কিভাবে এখন একজন সাধারণ নরশিশুর মতো তাঁর সখাদের সঙ্গে বনভোজন করছেন।

শ্লোক ১২

ভারতৈবং বৎসপেষু ভুঞ্জানেষ্বচ্যুতাত্মসু।
বৎসাস্ত্বন্তর্বনে দূরং বিবিশুস্তৃণলোভিতাঃ ॥ ১২ ॥

ভারত—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **এবম্**—এইভাবে (তাঁরা যখন ভোজন করছিলেন); **বৎস-পেষু**—গোবৎসপালক বালকদের সঙ্গে; **ভুঞ্জনেষু**—ভোজনরত; **অচ্যুত-আত্মসু**—তাঁরা সকলেই অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত আপনজন; **বৎসাঃ**—গোবৎসগণ; **তু**—কিন্তু; **অন্তঃ-বনে**—বনের মধ্যে; **দূরম্**—দূরে; **বিবিশুঃ**—প্রবেশ করেছিল; **তৃণ-লোভিতাঃ**—সবুজ ঘাসের দ্বারা লুব্ধ হয়ে।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, কৃষ্ণগতপ্রাণ গোপবালকেরা যখন এইভাবে বনভোজন করছিলেন, তখন গোবৎসগণ সবুজ ঘাসের লোভে দূরে বনের মধ্যে প্রবেশ করেছিল।

শ্লোক ১৩

তান্ দৃষ্ট্বা ভয়সন্ত্রস্তানূচে কৃষ্ণোঽস্য ভীভয়ম্ ।
মিত্রাণ্যাশান্মা বিরমতেহানেষ্যে বৎসকানহম্ ॥ ১৩ ॥

তান্—(গোবৎসেরা যে দূরে চলে গেছে) তা; **দৃষ্ট্বা**—দেখে; **ভয়-সন্ত্রস্তান্**—গভীর বনে গোবৎসরা কোন হিংস্র পশুর দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে, সেই ভয়ে ভীত গোপবালকদের); **ঊচে**—শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন; **কৃষ্ণঃ-অস্য ভী-ভয়ম্**—কৃষ্ণ, যিনি সমস্ত ভয়েরও ভয়স্বরূপ (শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত থাকলে আর কোন ভয় থাকে না); **মিত্রাণি**—হে সখাগণ; **আশাৎ**—ভোজনের আনন্দ থেকে; **মা বিরমত**—নিবৃত্ত হয়ো না; **ইহ**—এখানে; **আনেষ্যে**—আমি ফিরিয়ে আনব; **বৎসকান্**—বৎসদের; **অহম্**—আমি।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখলেন যে, তাঁর সখা গোপবালকেরা ভীত হয়েছেন, তখন স্বয়ং ভয়েরও ভয়ঙ্কর নিয়ন্তা তাঁদের ভয় দূর করার জন্য বলেছিলেন—"হে সখাগণ! তোমরা তোমাদের ভোজনের আনন্দ থেকে নিবৃত্ত হয়ো না। আমি গিয়ে তোমাদের গোবৎসদের এখানে ফিরিয়ে নিয়ে আসব।"

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বন্ধুত্ব হলে ভক্তের আর কোন ভয় থাকে না। কৃষ্ণ হচ্ছেন পরম নিয়ন্তা, তিনি এই জড় জগতে চরম ভয়স্বরূপ মৃত্যুরও নিয়ন্তা। *ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১১/২/৩৭)। কৃষ্ণচেতনার অভাবেই এই ভয়ের উৎপত্তি হয়; তা না হলে কোন ভয় থাকতে পারে না। যিনি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করেছেন, তাঁর কাছে এই জড় জগৎ একটুও ভয়াবহ নয়।

ভবাম্বুধির্বৎসপদং পরং পদং
পদং পদং যদ্ বিপদাং ন তেষাম্ ॥

ভবাম্বুধিঃ, অর্থাৎ ভয়ের সমুদ্র এই জড় জগৎ, তিনি পরমেশ্বরের কৃপায় অনায়াসে উত্তীর্ণ হতে পারেন। এই জড় জগতের প্রতি পদে ভয় এবং বিপদ (*পদং পদং যদ্ বিপদাম্*), কিন্তু, যাঁরা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করেছেন, তাঁদের কাছে তা মোটেই ভয়াবহ নয়। তাঁরা এই ভয়াবহ জড় জগতের সমস্ত ভয় থেকে মুক্ত।

সমাশ্রিতা যে পদপল্লবপ্লবং
মহৎপদং পুণ্যযশো মুরারেঃ ।
ভবাম্বুধির্বৎসপদং পরং পদং
পদং পদং যদ্ বিপদাং ন তেষাম্ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১০/১৪/৫৮)

তাই সকলেরই কর্তব্য, নির্ভীকতার উৎস ভগবানের শরণ গ্রহণ করে নিরাপদ হওয়া।

শ্লোক ১৪

ইত্যুক্ত্বাদ্রিদরীকুঞ্জগহ্বরেষ্বাত্মবৎসকান্ ।
বিচিন্বন্ ভগবান্ কৃষ্ণঃ সপাণিকবলো যযৌ ॥ ১৪ ॥

ইতি উক্ত্বা—এই বলে ("আমি তোমাদের গোবৎসদের ফিরিয়ে নিয়ে আসব"); **অদ্রি-দরী-কুঞ্জ-গহ্বরেষু**—পর্বতে, পর্বতের গুহায়, কুঞ্জে এবং সংকীর্ণ স্থানে, সর্বত্র; **আত্ম-বৎসকান্**—তাঁর সখাদের গোবৎসদের; **বিচিন্বন্**—অন্বেষণ করে; **ভগবান্**—ভগবান; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **স-পাণি-কবলঃ**—দধি মিশ্রিত অন্ন হাতে নিয়ে; **যযৌ**—গিয়েছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, "তোমরা তোমাদের ভোজনের আনন্দ থেকে বিরত হয়ো না। আমি গিয়ে গোবৎসদের খুঁজে নিয়ে আসব।" তারপর, দধিমিশ্রিত অন্ন হাতে নিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সখাদের প্রসন্নতা বিধানের জন্য পর্বতে, পর্বত-কন্দরে, কুঞ্জে এবং সংকীর্ণ স্থানে, সর্বত্র তাঁর সখাদের গোবৎসদের অন্বেষণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

বেদে (*শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্* ৬/৮) বলা হয়েছে যে, ভগবানের কিছুই করণীয় নেই। (*ন তস্য কার্যং করণং চ বিদ্যতে*), কারণ তিনি তাঁর শক্তির দ্বারা সব কিছু সম্পাদন করছেন (*পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে*)। কিন্তু তা সত্ত্বেও, এখানে আমরা দেখতে পাই যে তিনি তাঁর সখাদের গোবৎসদের অন্বেষণে বিশেষ যত্নশীল হয়েছিলেন। এটিই কৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপা। *ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্*—সমগ্র পৃথিবীর এবং সমগ্র জগতের সমস্ত কার্য তাঁরই পরিচালনায়, তাঁর বিভিন্ন শক্তির

মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও, যখন তাঁর সখাদের রক্ষণাবেক্ষণের আবশ্যকতা হয়, তখন তিনি স্বয়ং তা করেন। শ্রীকৃষ্ণও তাঁর বন্ধুদের আশ্বাস দিয়েছিলেন, "ভয় পেয়ো না। আমি স্বয়ং তোমাদের গোবৎসদের অন্বেষণে যাচ্ছি।" এটি ছিল শ্রীকৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপা।

শ্লোক ১৫

অম্ভোজন্মজনিস্তদন্তরগতো মায়ার্ভকস্যেশিতু-
র্দ্রষ্টুং মঞ্জু মহিত্বমন্যদপি তদ্বৎসানিতো বৎসপান্ ।
নীত্বান্যত্র কুরূদ্বহান্তরদধাৎ খেঽবস্থিতো যঃ পুরা
দৃষ্ট্বাঘাসুরমোক্ষণং প্রভবতঃ প্রাপ্তঃ পরং বিস্ময়ম্ ॥ ১৫ ॥

অম্ভোজন্ম-জনিঃ—ব্রহ্মা, পদ্মফুলে যাঁর জন্ম হয়েছিল; **তৎ-অন্তর-গতঃ**—গোপবালকদের সঙ্গে ভোজনরত শ্রীকৃষ্ণের কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়েছিলেন; **মায়া-অর্ভকস্য**—শ্রীকৃষ্ণের মায়াসৃষ্ট বালকদের; **ঈশিতুঃ**—পরমেশ্বরের; **দ্রষ্টুম্**—দর্শন করার জন্য; **মঞ্জু**—অত্যন্ত মনোহর; **মহিত্বম্ অন্যৎ অপি**—ভগবানের অন্যান্য মহিমাও; **তৎ-বৎসান্**—তাঁদের গোবৎসগণ; **ইতঃ**—যেখানে ছিল সেখান থেকে; **বৎস-পান্**—গোবৎসদের রক্ষণাবেক্ষণকারী গোপবালকদের; **নীত্বা**—নিয়ে এসে; **অন্যত্র**—অন্য এক স্থানে; **কুরূদ্বহ**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **অন্তর-দধাৎ**—কিছুকালের জন্য লুকিয়ে রেখেছিলেন; **খে অবস্থিতঃ যঃ**—এই ব্রহ্মা, যিনি আকাশে উচ্চলোকে অবস্থিত; **পুরা**—পূর্বে; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করেছিলেন; **অঘাসুর-মোক্ষণম্**—অঘাসুর বধ এবং জড় জগতের বন্ধন থেকে তাঁর উদ্ধারকার্য; **প্রভবতঃ**—সর্বশক্তিমান পরম পুরুষের; **প্রাপ্তঃ পরম্ বিস্ময়ম্**—অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, ব্রহ্মা, যিনি পূর্বে আকাশে অবস্থানপূর্বক পরম শক্তিমান শ্রীকৃষ্ণের অঘাসুর বধ এবং তার উদ্ধারকার্য দর্শন করে অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন, এখন তিনি তাঁর নিজের ঐশ্বর্য প্রকট করে, একজন সাধারণ গোপবালকের মতো লীলাবিলাসকারী বাল্যলীলাপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণের মহিমা দর্শন করতে চেয়েছিলেন। তাই, শ্রীকৃষ্ণের অনুপস্থিতিতে ব্রহ্মা সমস্ত গোপবালকদের এবং গোবৎসদের সেখান থেকে অন্যত্র নিয়ে যান। এইভাবে তিনি শ্রীকৃষ্ণের লীলায় জড়িয়ে পড়েছিলেন, কারণ অচিরেই তিনি দেখতে পাবেন শ্রীকৃষ্ণ কত শক্তিশালী।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর সহচরগণ পরিবৃত হয়ে অঘাসুরকে বধ করেছিলেন, তখন ব্রহ্মা আশ্চর্য হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি যখন দেখলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ বনভোজন লীলা উপভোগ করছেন, তখন তিনি আরও আশ্চর্যান্বিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন। এইভাবে তিনি কৃষ্ণের মায়ায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মারও জন্ম হয়েছে জড় জগতে। সেই সম্বন্ধে এখানে বলা হয়েছে, *অম্ভোজন্মজনিঃ*—একটি পদ্মফুলে তাঁর জন্ম হয়েছিল। মানুষ, পশু আদি জড় পিতার থেকে জন্ম না হয়ে, পদ্মফুলে জন্ম হলেও কিছু যায় আসে না। পদ্মফুলও জড়, এবং জড়া প্রকৃতির মাধ্যমে যারই জন্ম হয়েছে, সে অবশ্যই *ভ্রম* (ভুল করার প্রবণতা), *প্রমাদ* (মোহাচ্ছন্ন হওয়ার প্রবণতা), *বিপ্রলিপ্সা* (প্রতারণা করার প্রবণতা) এবং *করণাপাটব* (অপূর্ণ ইন্দ্রিয়)—এই চারটি জড়-জাগতিক ত্রুটিযুক্ত। তার ফলে ব্রহ্মাও জড়িয়ে পড়েছিলেন।

ব্রহ্মা তাঁর মায়ার দ্বারা পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ সত্য সত্যই উপস্থিত ছিলেন কি না। এই সমস্ত গোপবালকেরা ছিল শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় অংশ (*আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিঃ*)। পরে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে দেখাবেন, কিভাবে তিনি তাঁর *আনন্দচিন্ময়রস* বা আনন্দস্বরূপে সব কিছুর মধ্যে নিজেকে বিস্তার করেন। *হ্লাদিনী শক্তিরস্মাৎ*—কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি নামক এক চিন্ময় শক্তি রয়েছে। জড় শক্তি থেকে উৎপন্ন কোন কিছু তিনি উপভোগ করেন না। ব্রহ্মা তাই দেখবেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে তাঁর শক্তির বিস্তার করেন।

ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের সহচরদের হরণ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তার পরিবর্তে তিনি অন্য বালক এবং গোবৎসদের নিয়ে গিয়েছিলেন। রাবণ সীতাকে হরণ করতে চেয়েছিল, কিন্তু তা কখনই সম্ভব নয়। তাই সে মায়া সীতাকে হরণ করেছিল। তেমনই ব্রহ্মা *মায়ার্ভকা* বা কৃষ্ণের মায়াসৃষ্ট বালকদের হরণ করেছিলেন। ব্রহ্মা মায়ার্ভকাদের কিছু অলৌকিক ঐশ্বর্য প্রদর্শন করিয়েছিলেন; কিন্তু তিনি শ্রীকৃষ্ণের সহচরদের অসাধারণ কিছু দেখাতে পারেননি। তা তিনি অচিরেই দর্শন করবেন। *মায়ার্ভকস্য ঈশিতুঃ*। এই মোহ বা মায়া পরম নিয়ন্তা বা *প্রভবতঃ*—সর্বশক্তিমান পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের সৃষ্টি, এবং তার পরিণাম আমরা দর্শন করব। জড় জগতে যারই জন্ম হয়েছে, সে মোহাচ্ছন্ন হতে পারে। তাই এই লীলাটিকে বলা হয় 'ব্রহ্মবিমোহন লীলা'। *মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্* (*ভগবদ্গীতা* ৭/১৩)। জড় জগতে যাদের জন্ম হয়েছে, তারা পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। এমন কি দেবতারা পর্যন্ত তাঁকে জানতে পারেন না (*মুহ্যন্তি*

যৎ সূরয়ঃ)। *তেনে ব্রহ্মা হৃদা য আদিকবয়ে* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/১/১)। ব্রহ্মা থেকে শুরু করে একটি ক্ষুদ্র পতঙ্গ পর্যন্ত সকলেরই অবশ্য কর্তব্য শ্রীকৃষ্ণ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা।

শ্লোক ১৬

ততো বৎসানদৃষ্ট্বৈত্য পুলিনেঽপি চ বৎসপান্ ।
উভাবপি বনে কৃষ্ণো বিচিকায় সমন্ততঃ ॥ ১৬ ॥

ততঃ—তারপর; **বৎসান্**—গোবৎসদের; **অদৃষ্ট্বা**—সেই বনে না দেখতে পেয়ে; **এত্য**—পরে; **পুলিনে অপি**—যমুনার তীরে; **চ**—ও; **বৎসপান্**—গোপবালকদের দেখতে পেলেন না; **উভৌ অপি**—(গোবৎস এবং গোপবালক) উভয়ই; **বনে**—বনে; **কৃষ্ণঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **বিচিকায়**—সর্বত্র অন্বেষণ করেছিলেন; **সমন্ততঃ**—সর্বত্র।

অনুবাদ

তারপর, শ্রীকৃষ্ণ গোবৎসদের দেখতে না পেয়ে নদীর তীরে ফিরে এসেছিলেন, কিন্তু সেখানেও তিনি গোপবালকদের দেখতে পেলেন না। তখন তিনি সর্বত্র গোবৎস এবং গোপবালকদের অন্বেষণ করতে লাগলেন, যেন তিনি বুঝতে পারেননি কি হয়েছে।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ বুঝতে পেরেছিলেন যে, ব্রহ্মা গোবৎস এবং গোপবালক উভয়ই হরণ করেছেন, কিন্তু একজন অবোধ বালকের মতো তিনি সর্বত্র তাঁদের অন্বেষণ করতে লাগলেন, যাতে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের মায়া বুঝতে না পারেন। এই সবই নাটকীয় লীলাবিলাস। নট সব কিছুই জানে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে মঞ্চে এমনভাবে অভিনয় করে যে, অন্যরা তাকে বুঝতে পারে না।

শ্লোক ১৭

ক্বাপ্যদৃষ্ট্বান্তর্বিপিনে বৎসান্ পালাংশ্চ বিশ্ববিৎ ।
সর্বং বিধিকৃতং কৃষ্ণঃ সহসাবজগাম হ ॥ ১৭ ॥

ক্ক অপি—কোথাও; **অদৃষ্ট্বা**—দেখতে না পেয়ে; **অন্তঃ-বিপিনে**—বনের মধ্যে; **বৎসান্**—গোবৎসদের; **পালান্ চ**—এবং তাদের পালক গোপবালকদের; **বিশ্ববিৎ**—শ্রীকৃষ্ণ, যিনি এই জগতের সব কিছু সম্বন্ধে অবগত; **সর্বম্**—সব কিছু; **বিধি-কৃতম্**—ব্রহ্মাকৃত; **কৃষ্ণঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **সহসা**—তৎক্ষণাৎ; **অবজগাম হ**—বুঝতে পেরেছিলেন।

অনুবাদ

কৃষ্ণ যখন গোবৎস এবং তাদের রক্ষক গোপবালকদের বনে কোথাও খুঁজে পেলেন না, তখন তিনি সহসা বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেটি ছিল ব্রহ্মার কার্য।

তাৎপর্য

যদিও শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন *বিশ্ববিৎ*—সমগ্র জগতের সমস্ত ঘটনা সম্বন্ধে অবগত, তবুও একটি অবোধ বালকের মতো তিনি ব্রহ্মার এই কার্যকলাপ সম্বন্ধে তাঁর অজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়েছিলেন, যদিও তিনি তৎক্ষণাৎ বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেটি ছিল ব্রহ্মার কার্য। এই লীলাটিকে বলা হয় 'ব্রহ্মবিমোহন লীলা'। একটি অবোধ বালকের মতো শ্রীকৃষ্ণের লীলার দ্বারা ব্রহ্মা ইতিমধ্যেই মোহিত হয়েছিলেন, এবং এখন তিনি আরও মোহাচ্ছন্ন হবেন।

শ্লোক ১৮

ততঃ কৃষ্ণো মুদং কর্তুং তন্মাতৃণাং চ কস্য চ ।
উভয়ায়িতমাত্মানং চক্রে বিশ্বকৃদীশ্বরঃ ॥ ১৮ ॥

ততঃ—তারপর; **কৃষ্ণঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **মুদম্**—আনন্দ; **কর্তুম্**—সৃষ্টি করার জন্য; **তৎ-মাতৃণাম্ চ**—গোপবালক এবং গোবৎসদের মাতাদের; **কস্য চ**—এবং ব্রহ্মার (আনন্দ বিধানের জন্য); **উভয়ায়িতম্**—গোবৎস এবং গোপবালক—উভয়রূপে বিস্তার করেছিলেন; **আত্মানম্**—নিজেকে; **চক্রে**—করেছিলেন; **বিশ্ব-কৃৎ ঈশ্বরঃ**—সমগ্র জগতের স্রষ্টা হওয়ার ফলে তাঁর পক্ষে তা মোটেই কঠিন ছিল না।

অনুবাদ

তারপর ব্রহ্মা এবং গোবৎস ও গোপবালকদের মাতাদের সন্তোষ উৎপাদনের জন্য সমগ্র জগতের স্রষ্টা শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে গোবৎস এবং গোপবালক রূপে বিস্তার করেছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা যদিও ইতিমধ্যেই মোহাচ্ছন্ন হয়েছিলেন, তবুও তিনি গোপবালকদের কাছে তাঁর ঐশ্বর্য প্রদর্শন করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু গোপবালক এবং তাঁদের গোবৎসদের হরণ করার পর তিনি যখন তাঁর ধামে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে আরও আশ্চর্যান্বিত করার জন্য এবং গোপবালকদের মাতাদের জন্য এক অদ্ভুত লীলাবিলাস করেছিলেন—তিনি গোপবালক এবং গোবৎস সৃষ্টি করে পূর্বের মতো বনভোজন করতে শুরু করেছিলেন। *বেদের* সিদ্ধান্ত অনুসারে *একং বহু স্যাম্*—ভগবান নিজেকে অসংখ্য গোবৎস এবং গোপবালকে পরিণত করতে পারেন, ব্রহ্মাকে মোহাচ্ছন্ন করার জন্য তিনি যা করেছিলেন।

শ্লোক ১৯

যাবদ্ বৎসপবৎসকাল্পকবপুর্যাবৎ করাঙ্ঘ্র্যাদিকং
যাবদ্ যষ্টিবিষাণবেণুদলশিগ্ যাবদ্ বিভূষাম্বরম্ ।
যাবচ্ছীলগুণাভিধাকৃতিবয়ো যাবদ্ বিহারাদিকং
সর্বং বিষ্ণুময়ং গিরোহঙ্গবদজঃ সর্বস্বরূপো বভৌ ॥ ১৯ ॥

যাবৎ বৎসপ—ঠিক গোপবালকদের মতো; **বৎসক-অল্পক-বপুঃ**—এবং গোবৎসদের কোমল শরীরের মতো; **যাবৎ কর-অঙ্ঘ্রি-আদিকম্**—তাদের হাত এবং পায়ের মাপ অনুসারে; **যাবৎ যষ্টি-বিষাণ-বেণু-দল-শিক্**—কেবল তাঁদের শরীরই নয়, তাঁদের বিষাণ, বেণু, যষ্টি, শিক্য ইত্যাদিরও অনুরূপ; **যাবৎ বিভূষা-অম্বরম্**—তাঁদের ভূষণ এবং অলঙ্কার অনুসারেও; **যাবৎ শীল-গুণ-অভিধা-আকৃতি-বয়ঃ**—তাদের গুণ, স্বভাব, আকৃতি, বয়স অনুসারে; **যাবৎ বিহার-আদিকম্**—তাদের রুচি অথবা ভাব অনুসারে; **সর্বম্**—সব কিছু, **বিষ্ণু-ময়ম্**—বাসুদেবের বিস্তার; **গিরঃ অঙ্গ-বৎ**—ঠিক তাঁদেরই মতো কণ্ঠস্বর; **অজঃ**—কৃষ্ণ; **সর্ব-স্বরূপঃ বভৌ**—কোন পরিবর্তন ব্যতীত, তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে স্বয়ং সব কিছু সৃষ্টি করেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বাসুদেব রূপের দ্বারা নিজেকে অপহৃত গোপবালক এবং গোবৎসের সংখ্যা অনুযায়ী সুকোমল অঙ্গ, হস্ত-পদ আদি উপাঙ্গ, যষ্টি, বিষাণ, বেণু, শিক্য, তাঁদের ভূষণ এবং অলঙ্কার, নাম, বয়স এবং রূপ, এবং তাঁদের কার্যকলাপ এবং স্বভাব অনুসারে নিজেকে যুগপৎ বিস্তার করেছিলেন। এইভাবে নিজেকে বিস্তার

করে পরম সুন্দর শ্রীকৃষ্ণ "সমগ্র জগৎ বিষ্ণুময়" এই উক্তির সত্যতা প্রমাণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৩৩) উল্লেখ করা হয়েছে—

অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপ-
মাদ্যং পুরাণপুরুষং নবযৌবনঞ্চ ।

পরমব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন *আদ্যম্*—সব কিছুর আদি; তিনি *আদিপুরুষম্*, অর্থাৎ নিত্য নবযৌবন সম্পন্ন আদি পুরুষ। তিনি নিজেকে কল্পনাতীত রূপে বিস্তার করতে পারেন, তবুও তিনি তাঁর আদি কৃষ্ণস্বরূপ থেকে চ্যুত হন না; তাই তাঁর নাম অচ্যুত। তিনি পরমেশ্বর ভগবান। *সর্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ*। *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*। শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে প্রমাণ করেছেন যে, তিনি সব কিছু, অর্থাৎ তিনি সব কিছু হতে পারেন, কিন্তু তবুও তিনি স্বয়ং সব কিছু থেকে ভিন্ন (*মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ*)। ইনিই কৃষ্ণ, যাকে *অচিন্ত্য-ভেদাভেদ* দর্শনের দ্বারা জানা যায়। *পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে*—শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই পূর্ণ, এবং যদিও তিনি সর্ব ঐশ্বর্যপূর্ণ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করতে পারেন, তবুও তিনি অপরিবর্তিত রূপে পূর্ববৎ ঐশ্বর্য সমন্বিতই থাকেন (*অদ্বৈতম্*)। বিভিন্ন বৈষ্ণব আচার্যরা বিশুদ্ধাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত এবং দ্বৈতাদ্বৈত দর্শনের মাধ্যমে তা বিশ্লেষণ করেছেন। তাই আচার্যদের কাছ থেকে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে শিক্ষা গ্রহণ করা কর্তব্য। *আচার্যবান্ পুরুষো বেদ*—যিনি আচার্যদের প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করেন, তিনিই যথাযথ তত্ত্ব অবগত হন। তিনি যথাযথভাবে শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারেন, অন্তত কিছু পরিমাণে, এবং শ্রীকৃষ্ণকে জানা মাত্রই (*জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ*), জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ হয় (*ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন*)।

শ্লোক ২০

স্বয়মাত্মাত্মগোবৎসান্ প্রতিবার্যাত্মবৎসপৈঃ ।
ক্রীড়ন্নাত্মবিহারৈশ্চ সর্বাত্মা প্রাবিশদ্ ব্রজম্ ॥ ২০ ॥

স্বয়ম্ আত্মা—শ্রীকৃষ্ণ, যিনি স্বয়ং পরমাত্মা; **আত্ম-গো-বৎসান্**—তিনি গোবৎসরূপে এখন নিজেকে বিস্তার করেছেন; **প্রতিবার্য আত্ম-বৎসপৈঃ**—তিনি গোবৎস-পালক গোপবালকরূপে পরিণত হয়েছেন; **ক্রীড়ন্**—এইভাবে তিনি স্বয়ং সেই লীলার সমস্ত

বস্ত্র হয়েছিলেন; **আত্ম-বিহারৈঃ চ**—বিভিন্নভাবে নিজেই নিজের দ্বারা আনন্দ উপভোগ করেছিলেন; **সর্ব-আত্মা**—পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ; **প্রাবিশৎ**—প্রবেশ করেছিলেন; **ব্রজম্**—নন্দ মহারাজ এবং যশোদা মায়ের স্থান ব্রজভূমিতে।

অনুবাদ

এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ সেই সমস্ত গোবৎস এবং গোপবালক রূপে অবিকলভাবে নিজেকে বিস্তার করেছিলেন, এবং স্বয়ং তাঁদের নেতারূপে প্রতীয়মান হয়ে, অন্যান্য দিনের মতো তাঁদের সঙ্গসুখ উপভোগ করতে করতে তাঁর পিতা নন্দ মহারাজের স্থান ব্রজভূমিতে প্রবেশ করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ সাধারণত তাঁর সাথী গোপবালকদের সঙ্গে গাভী এবং গোবৎসদের রক্ষণাবেক্ষণ করে বনে এবং গোচারণে অবস্থান করেন। সেই সমস্ত গোপবালক এবং গোবৎসদের ব্রহ্মা হরণ করার ফলে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সকলের অজ্ঞাতসারে, এমন কি বলরামেরও অজ্ঞাতসারে তাঁদের রূপ ধারণ করে পূর্ববৎ লীলাবিলাস করতে থাকেন। তিনি তাঁর সখাদের বিভিন্ন কর্ম করার নির্দেশ দিচ্ছিলেন, এবং গোবৎসরা যখন নবীন ঘাসের দ্বারা লুব্ধ হয়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছিল তখন বনে তাদের খুঁজে আনছিলেন এবং নিয়ন্ত্রণ করছিলেন, কিন্তু তিনি নিজেই ছিলেন এই সমস্ত গোবৎস এবং গোপবালক। এটিই শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি। শ্রীল জীব গোস্বামী তা বিশ্লেষণ করে বলেছেন, *রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মাৎ*। রাধা এবং কৃষ্ণ এক। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর হ্লাদিনী শক্তির বিস্তারের দ্বারা শ্রীমতী রাধারাণী হন। শ্রীকৃষ্ণ যখন গোবৎস এবং গোপবালক রূপে নিজেকে বিস্তার করে ব্রজভূমিতে চিন্ময় আনন্দ (*আনন্দচিন্ময়রস*) উপভোগ করেছিলেন, সেটিও সেই হ্লাদিনী শক্তি। এই সব যোগমায়ার দ্বারা সম্পাদিত হয়েছিল। যারা মহামায়ার অধীন তাদের কাছে তা অচিন্ত্য।

শ্লোক ২১

তত্তদ্বৎসান্ পৃথঙ্ নীত্বা তত্তদ্গোষ্ঠে নিবেশ্য সঃ।
তত্তদাত্মাভবদ্ রাজংস্তত্তৎসদ্ম প্রবিষ্টবান্ ॥ ২১ ॥

তৎ-তৎ-বৎসান্—বিভিন্ন গাভীর বৎসদের; **পৃথক্**—পৃথকভাবে; **নীত্বা**—নিয়ে এসে; **তৎ-তৎ-গোষ্ঠে**—তাদের নিজ নিজ গোশালায়; **নিবেশ্য**—প্রবেশ করিয়ে; **সঃ**—

শ্রীকৃষ্ণ; **তৎ-তৎ-আত্মা**—পূর্বের মতো বিভিন্ন ব্যক্তিরূপে; **অভবৎ**—তিনি নিজেকে বিস্তার করেছিলেন; **রাজন্**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **তৎ-তৎ-সদ্ম**—তাঁদের নিজ নিজ গৃহে; **প্রবিষ্টবান্**—প্রবেশ করেছিলেন (এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ সর্বত্র প্রবেশ করেছিলেন)।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, তখন শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে বিভিন্ন গোবৎস এবং গোপবালক রূপে বিভক্ত করে যথানির্দিষ্ট গোশালায় গোবৎসরূপে এবং বিভিন্ন গৃহে বিভিন্ন বালকরূপে প্রবেশ করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীদামা, সুদামা, সুবল প্রমুখ বহু সখা ছিল। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীদামা, সুদামা, সুবল প্রভৃতি রূপ পরিগ্রহ করে তাঁদের নিজ নিজ বৎসগণ সহ নিজ নিজ গৃহে প্রবেশ করেছিলেন।

শ্লোক ২২

তন্মাতরো বেণুরবত্বরোত্থিতা
উত্থাপ্য দোর্ভিঃ পরিরভ্য নির্ভরম্ ।
স্নেহস্নুতস্তন্যপয়ঃসুধাসবং
মত্বা পরং ব্রহ্ম সুতানপায়য়ন্ ॥ ২২ ॥

তৎ-মাতরঃ—সেই সেই গোপবালকদের মাতাগণ; **বেণু-রব**—গোপবালকদের বংশী এবং বিষাণের ধ্বনি; **ত্বর**—তৎক্ষণাৎ; **উত্থিতাঃ**—তাঁদের গৃহকর্ম থেকে উঠে এসে; **উত্থাপ্য**—তাঁদের নিজ নিজ পুত্রদের কোলে তুলে নিয়েছিলেন; **দোর্ভিঃ**—তাঁদের বাহুর দ্বারা; **পরিরভ্য**—আলিঙ্গন করে; **নির্ভরম্**—কোন ভার অনুভব না করে; **স্নেহ-স্নুত**—গভীর প্রেমের ফলে প্রবাহিত; **স্তন্য-পয়ঃ**—স্তনদুগ্ধ; **সুধা-আসবম্**—অমৃতের মতো মধুর; **মত্বা**—মনে করে; **পরম্**—পরম; **ব্রহ্ম**—শ্রীকৃষ্ণ; **সুতান্ অপায়য়ন্**—তাঁদের নিজ নিজ পুত্রদের পান করিয়েছিলেন।

অনুবাদ

গোপবালকদের জননীগণ তাঁদের পুত্রদের বংশী এবং বিষাণের ধ্বনি শ্রবণ করে, তৎক্ষণাৎ তাঁদের গৃহস্থালির কার্য থেকে উত্থিত হয়ে তাঁদের পুত্রদের কোলে তুলে

নিয়েছিলেন এবং দুহাত দিয়ে আলিঙ্গন করে, কৃষ্ণের প্রতি গভীর প্রেমে ক্ষরিত স্তনদুগ্ধ পান করিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণই সব কিছু, কিন্তু তখন গভীর প্রেম এবং স্নেহ ব্যক্ত করে তাঁরা পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে দুধ পান করাবার বিশেষ আনন্দ অনুভব করেছিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মাতাদের স্তনদুগ্ধ পান করেছিলেন যেন তা ছিল অমৃত।

তাৎপর্য

যদিও সমস্ত বয়স্কা গোপীরা জানতেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন মা যশোদার পুত্র তবুও তাঁরা মনে মনে অভিলাষ করতেন, "কৃষ্ণ যদি আমার পুত্র হত, তা হলে আমিও মা যশোদার মতো তাকে পালন করতাম।" সেটি ছিল তাঁদের অন্তর্নিহিত উচ্চাভিলাষ। এখন, তাঁদের আনন্দ বিধানের জন্য শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁদের পুত্রের ভূমিকা অবলম্বন করে তাঁদের বাসনা পূর্ণ করেছিলেন। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে দুধ পান করিয়ে এবং আলিঙ্গন করে, কৃষ্ণের প্রতি তাঁদের বিশেষ প্রেম বর্ধিত করেছিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণ অমৃতবৎ তাঁদের স্তনদুগ্ধ পান করেছিলেন। এইভাবে ব্রহ্মাকে বিমোহিত করার সময় তিনি যোগমায়ার প্রভাবে অন্যান্য গোপবালকদের মাতাদের সঙ্গে এক বিশেষ চিন্ময় আনন্দ উপভোগ করেছিলেন।

শ্লোক ২৩

ততো নৃপোন্মর্দনমজ্জলেপনা-
লঙ্কাররক্ষাতিলকাশনাদিভিঃ ।
সংলালিতঃ স্বাচরিতৈঃ প্রহর্ষয়ন্
সায়ং গতো যামযমেন মাধবঃ ॥ ২৩ ॥

ততঃ—তারপর; **নৃপ**—হে রাজন্ (মহারাজ পরীক্ষিৎ); **উন্মর্দন**—তাদের শরীরে তৈলমর্দন করে; **মজ্জ**—স্নান করিয়ে; **লেপনা**—চন্দন আদি লেপন করে; **অলঙ্কার**—অলঙ্কারে বিভূষিত করে; **রক্ষা**—রক্ষামন্ত্র জপ করে; **তিলক**—দ্বাদশ অঙ্গে তিলক কেটে; **অশন-আদিভিঃ**—এবং তাঁদের তৃপ্তি সহকারে ভোজন করিয়ে; **সংলালিতঃ**—এইভাবে তাঁদের মায়েরা তাঁদের লালন করেছিলেন; **স্ব-আচরিতৈঃ**—তাঁদের স্বভাবোচিত আচরণের দ্বারা; **প্রহর্ষয়ন্**—তাঁদের মায়েদের প্রসন্নতা বিধান করে; **সায়ম্**—সন্ধ্যাবেলায়; **গতঃ**—ফিরে গিয়ে; **যাম-যমেন**—প্রতিটি কার্যের উপযুক্ত সময় অতিবাহিত হলে; **মাধবঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, তারপর যে যে সময় যে যে লীলা তা সমাধানপূর্বক শ্রীকৃষ্ণ সন্ধ্যাবেলা ব্রজে প্রত্যাবর্তন করে, প্রতিটি গোপবালকের গৃহে প্রবেশ করেছিলেন এবং ঠিক পূর্বের বালকটির মতো আচরণ করেছিলেন। এইভাবে তিনি তাঁদের মাতাদের আনন্দ প্রদান করেছিলেন। মায়েরা তৈলমর্দন, স্নান, চন্দন আদি লেপন, অলঙ্কার, রক্ষামন্ত্র উচ্চারণ, তিলক, ভোজন প্রভৃতির দ্বারা তাদের লালন করেছিলেন। এইভাবে মায়েরা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেছিলেন।

শ্লোক ২৪

গাবস্ততো গোষ্ঠমুপেত্য সত্বরং
হুঙ্কারঘোষৈঃ পরিহূতসঙ্গতান্ ।
স্বকান্ স্বকান্ বৎসতরানপায়য়ন্
মুহুর্লিহন্ত্যঃ স্রবদৌধসং পয়ঃ ॥ ২৪ ॥

গাবঃ—গাভীগণ; ততঃ—তারপর; **গোষ্ঠম্**—গোশালায়; **উপেত্য**—উপনীত হয়ে; সত্বরম্—অতি শীঘ্র; **হুঙ্কার-ঘোষৈঃ**—আনন্দ সহকারে হাম্বা রবে; **পরিহূত-সঙ্গতান্**—বৎসদের আহ্বান করার জন্য; **স্বকান্ স্বকান্**—তাদের মাতাদের অনুসরণ করে; **বৎসতরান্**—নিজ নিজ বৎসদের; **অপায়য়ন্**—পান করিয়েছিলেন; **মুহুঃ**—বার বার; **লিহন্ত্যঃ**—বৎসদের লেহন করে; **স্রবৎ ঔধসম্ পয়ঃ**—তাদের স্তন থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে দুগ্ধ ক্ষরিত হত।

অনুবাদ

তারপর, সমস্ত গাভীগণ গোশালায় উপনীত হয়ে উচ্চ হাম্বা রবে তাঁদের নিজ নিজ বৎসদের আহ্বান করত। বৎসগণ তাদের কাছে এলে, তাদের মায়েরা বার বার তাদের দেহ লেহন করত এবং তাদের স্তন থেকে ক্ষরিত দুধ প্রচুর পরিমাণে তাদের পান করাত।

তাৎপর্য

গোবৎস এবং তাদের জননীদের মধ্যে এই প্রেম বিনিময় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

শ্লোক ২৫

গোগোপীনাং মাতৃতাস্মিন্নাসীৎ স্নেহর্ধিকাং বিনা ।
পুরোবদাস্বপি হরেস্তোকতা মায়য়া বিনা ॥ ২৫ ॥

গো-গোপীনাম্—গাভী এবং গোপী উভয়েরই; **মাতৃতা**—মাতৃস্নেহ; **অস্মিন্**—শ্রীকৃষ্ণকে; **আসীৎ**—সাধারণভাবে ছিল; **স্নেহ**—স্নেহের; **ঋধিকাম্**—ঋদ্ধিকাম; **বিনা**—ব্যতীত; **পুরঃ-বৎ**—পূর্বের মতো; **আসু**—গাভী এবং গোপীদের মধ্যে ছিল; **অপি**—যদিও; **হরেঃ**—শ্রীকৃষ্ণের; **তোকতা**—কৃষ্ণ আমার পুত্র; **মায়য়া বিনা**—মায়া ব্যতীত।

অনুবাদ

পূর্বে, শুরু থেকেই গোপীদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মাতৃস্নেহ বর্তমান ছিল। বস্তুতপক্ষে কৃষ্ণের প্রতি তাঁদের স্নেহ তাঁদের নিজেদের পুত্রদের থেকেও অধিক ছিল। এইভাবে তাঁদের স্নেহ প্রদর্শনে কৃষ্ণ এবং তাঁদের পুত্রদের মধ্যে পার্থক্য ছিল, কিন্তু এখন সেই পার্থক্য দূর হয়ে গেল।

তাৎপর্য

নিজের পুত্রের সঙ্গে অন্যের পুত্রের ভেদভাব দর্শন অস্বাভাবিক নয়। বহু রমণী অন্যের পুত্রদের প্রতি মাতৃবৎ স্নেহ করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের নিজদের পুত্র এবং অন্যের পুত্রদের মধ্যে তাঁরা ভেদভাব দর্শন করেন। কিন্তু এখন গোপীরা তাঁদের পুত্র এবং কৃষ্ণের মধ্যে কোন ভেদভাব দর্শন করেননি, কারণ ব্রহ্মা তাঁদের পুত্রদের হরণ করলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের পুত্ররূপে নিজেকে বিস্তার করেছিলেন। তাই তাঁদের পুত্রদের প্রতি এই অত্যধিক স্নেহ ব্রহ্মারই মতো মোহিত হওয়ার ফল। পূর্বে শ্রীদামা, সুদামা, সুবল আদি কৃষ্ণের সখাদের মায়েরা তাঁদের পুত্রদের প্রতি এত স্নেহশীল ছিলেন না, কিন্তু এখন যেন তাঁদের আরও বেশি আপন বলে মনে হয়েছিল। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এই স্নেহাধিক্য ব্রহ্মা, গোপী, গাভী প্রভৃতির মোহরূপে বর্ণনা করতে চেয়েছেন।

শ্লোক ২৬

ব্রজৌকসাং স্বতোকেষু স্নেহবল্ল্যাব্দমন্বহম্ ।
শনৈর্নিঃসীম ববৃধে যথা কৃষ্ণে ত্বপূর্ববৎ ॥ ২৬ ॥

ব্রজ-ওকসাম্—সমস্ত ব্রজবাসীদের; **স্ব-তোকেষু**—তাঁদের নিজেদের পুত্রদের জন্য; **স্নেহ-বল্লী**—স্নেহরূপ লতা; **আ-অব্দম্**—এক বছর পর্যন্ত; **অনু-অহম্**—প্রতিদিন; **শনৈঃ**—ধীরে ধীরে; **নিঃসীম্**—অসীম; **ববৃধে**—বর্ধিত হয়েছিল; **যথা কৃষ্ণে**—শ্রীকৃষ্ণকে তাঁদের পুত্ররূপে প্রাপ্ত হয়ে; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **অপূর্ববৎ**—যা পূর্বে ছিল না।

অনুবাদ

ব্রজবাসী গোপ ও গোপীদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পূর্বেই তাঁদের নিজেদের পুত্রদের থেকেও অধিক স্নেহ ছিল, কিন্তু এখন, এক বছর ধরে তাঁদের নিজেদের পুত্রদের প্রতি তাঁদের স্নেহ ক্রমশ বর্ধিত হয়েছিল, কারণ শ্রীকৃষ্ণ এখন তাঁদের পুত্র হয়েছেন। তাঁদের পুত্ররূপী কৃষ্ণের প্রতি তাঁদের স্নেহ অপরিমিতভাবে বৃদ্ধিলাভ করেছিল। প্রতিদিন তাঁদের পুত্রদের প্রতি তাঁরা নব নব স্নেহের অনুপ্রেরণা লাভ করতেন, ঠিক যেভাবে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসতেন।

শ্লোক ২৭

ইত্থমাত্মাত্মনাত্মানং বৎসপালমিষেণ সঃ।
পালয়ন্ বৎসপো বর্ষং চিক্রীড়ে বনগোষ্ঠয়োঃ ॥ ২৭ ॥

ইত্থম্—এইভাবে; **আত্মা**—পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ; **আত্মনা**—নিজের দ্বারা; **আত্মানম্**—পুনরায় নিজেকে; **বৎসপাল-মিষেণ**—গোপবালক এবং গোবৎসরূপে; **সঃ**—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং; **পালয়ন্**—পালন করে; **বৎস-পঃ**—গোবৎসপালক; **বর্ষম্**—এক বছর; **চিক্রীড়ে**—লীলাবিলাস করেছিলেন; **বন-গোষ্ঠয়োঃ**—বৃন্দাবনের বনে এবং গোষ্ঠে।

অনুবাদ

এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপবালক এবং গোবৎসরূপে নিজেকে বিস্তার করে নিজেই নিজেকে পালন করেছিলেন। এইভাবে তিনি বৃন্দাবনের বনে এবং গোষ্ঠে এক বছর ধরে লীলাবিলাস করেছিলেন।

তাৎপর্য

সবই ছিল কৃষ্ণ। গোবৎস, গোপবালক এবং তাদের পালক স্বয়ং সকলেই ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ এক বছর ধরে নিজেকে বিভিন্ন গোবৎস এবং গোপবালকে বিস্তার করে অপ্রতিহতভাবে লীলাবিলাস করেছিলেন। *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণের বিস্তার সকলের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজ করেন। তেমনই, পরমাত্মারূপে নিজেকে বিস্তার না করে, তিনি গোবৎস এবং গোপবালকরূপে নিজেকে বিস্তার করে এক বছর ধরে লীলাবিলাস করেছিলেন।

শ্লোক ২৮

একদা চারয়ন্ বৎসান্ সরামো বনমাবিশৎ ।
পঞ্চষাসু ত্রিযামাসু হায়নাপূরণীষ্বজঃ ॥ ২৮ ॥

একদা—একদিন; **চারয়ন্ বৎসান্**—গোবৎস চারণ করার সময়; **স-রামঃ**—বলরাম সহ; **বনম্**—বনে; **আবিশৎ**—প্রবেশ করেছিলেন; **পঞ্চ-ষাসু**—পাঁচটি অথবা ছটি; **ত্রি-যামাসু**—রাত্রি; **হায়ন**—পূর্ণ এক বছর; **অপূরণীষু**—পূর্ণ না হওয়ায় (এক বৎসর পূর্ণ হওয়ার পাঁচ-ছয় দিন পূর্বে); **অজঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

এইভাবে বছর পূর্ণ হওয়ার পাঁচ-ছয় রাত্রি পূর্বে, একদিন বলরাম সহ শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ করতে করতে বনে প্রবেশ করেছিলেন।

তাৎপর্য

তখন পর্যন্ত বলরামও ব্রহ্মার মতো মোহাচ্ছন্ন ছিলেন। বলরামও বুঝতে পারেননি যে, সমস্ত গোবৎস এবং গোপবালকেরা ছিল শ্রীকৃষ্ণেরই বিস্তার অথবা তিনি নিজেও শ্রীকৃষ্ণের বিস্তার। সেই কথা বলরামের কাছে প্রকাশ করা হয়েছিল এক বছর পূর্ণ হওয়ার পাঁচ-ছয় দিন পূর্বে।

শ্লোক ২৯

ততো বিদূরাচ্চরতো গাবো বৎসানুপব্রজম্ ।
গোবর্ধনাদ্রিশিরসি চরন্ত্যো দদৃশুস্তৃণম্ ॥ ২৯ ॥

ততঃ—তারপর; **বিদূরাৎ**—অনতিদূরে; **চরতঃ**—বিচরণ করার সময়; **গাবঃ**—সমস্ত গাভীগণ; **বৎসান্**—এবং তাদের নিজ নিজ বৎসগণ; **উপব্রজম্**—বৃন্দাবনের নিকটে বিচরণশীল; **গোবর্ধন-অদ্রি-শিরসি**—গোবর্ধন পর্বতের শিখরে; **চরন্ত্যঃ**—যখন চারণ করছিল; **দদৃশুঃ**—দেখতে পেয়েছিল; **তৃণম্**—নিকটবর্তী কোমল ঘাস।

অনুবাদ

তারপর, গোবর্ধন পর্বতের উপরে তৃণভক্ষণ করতে করতে গাভীগণ সবুজ ঘাসের অন্বেষণে যখন নীচের দিকে তাকিয়েছিল, তখন তারা ব্রজের অনতিদূরে বিচরণশীল বৎসদের দেখতে পেয়েছিল।

শ্লোক ৩০

দৃষ্ট্বাথ তৎস্নেহবশোঽস্মৃতাত্মা
স গোব্রজোঽত্যাত্মপদুর্গমার্গঃ ।
দ্বিপাৎ ককুদ্গ্রীব উদাস্যপুচ্ছো-
ঽগাদ্ধুঙ্কৃতৈরাস্রুপয়া জবেন ॥ ৩০ ॥

দৃষ্ট্বা—গাভীরা যখন তাদের বৎসদের দেখেছিল; **অথ**—তারপর; **তৎ-স্নেহ-বশঃ**—তাদের বৎসদের প্রতি স্নেহ বর্ধিত হওয়ার ফলে; **অস্মৃত-আত্মা**—তারা যেন আত্মবিস্মৃত হয়েছিল; **সঃ**—সেই; **গো-ব্রজঃ**—গাভীর পাল; **অতি-আত্ম-প-দুর্গ-মার্গঃ**—সেই পথ অত্যন্ত দুর্গম হলেও তারা তাদের বৎসদের প্রতি বর্ধিত স্নেহের ফলে, তাদের পালকদের অতিক্রম করে, ছুটে গিয়েছিল; **দ্বি-পাৎ**—দু-পা একত্র করে; **ককুৎ-গ্রীবঃ**—তাদের গ্রীবার সঙ্গে ককুদ আন্দোলিত হচ্ছিল; **উদাস্য-পুচ্ছঃ**—তাদের মুখ এবং পুচ্ছ উঁচু করে; **অগাৎ**—এসেছিল; **হুঙ্কৃতৈঃ**—হুঙ্কার করতে করতে; **আস্রুপয়াঃ**—তাদের স্তন থেকে দুধ ক্ষরিত হচ্ছিল; **জবেন**—অতিবেগে।

অনুবাদ

গাভীগণ যখন গোবর্ধন পর্বতের উপর থেকে তাদের বৎসদের দর্শন করেছিল, তখন বৎসদের প্রতি বর্ধিত স্নেহবশত তারা আত্মবিস্মৃত হয়েছিল এবং তাদের পালকদের অতিক্রম করে সেই পথ অত্যন্ত দুর্গম হলেও পদযুগল একত্র করে হুঙ্কার করতে করতে তাদের বৎসদের প্রতি ধাবিত হয়েছিল। তাদের স্তন থেকে তখন দুধ ক্ষরিত হচ্ছিল, তাদের মস্তক এবং পুচ্ছ উন্নত হয়েছিল, এবং তাদের গ্রীবার সঙ্গে ককুদ আন্দোলিত হচ্ছিল। এইভাবে তারা অতি বেগে তাদের বৎসদের দুধপান করাবার জন্য ছুটে গিয়েছিল।

তাৎপর্য

সাধারণত গোবৎস এবং গাভীদের আলাদাভাবে চরানো হয়। বয়স্ক গোপেরা গাভীদের চারণ করেন এবং শিশুরা বৎসদের দেখাশোনা করে, কিন্তু এখন গোবর্ধন পর্বতের নীচে বৎসদের দেখা মাত্রই গাভীরা আত্মবিস্মৃত হয়েছিল, এবং তারা ঊর্ধ্বপুচ্ছ হয়ে এবং তাদের সামনের পা ও পিছনের পা একত্রে অত্যন্ত দ্রুতবেগে তাদের বৎসদের অভিমুখে ধাবিত হয়েছিল।

শ্লোক ৩১

সমেত্য গাবোঽধো বৎসান্ বৎসবত্যোঽপ্যপায়য়ন্ ।
গিলন্ত্য ইব চাঙ্গানি লিহন্ত্যঃ স্বৌধসং পয়ঃ ॥ ৩১ ॥

সমেত্য—সমবেত হয়ে; **গাবঃ**—সমস্ত গাভীগণ; **অধঃ**—গোবর্ধন পর্বতের পাদদেশে; **বৎসান্**—তাদের বৎসদের; **বৎস-বত্যঃ**—যেন নতুন বৎসের জন্ম হয়েছে; **অপি**—নবজাত বৎস উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও; **অপায়য়ন্**—তাদের পান করিয়েছিল; **গিলন্ত্যঃ**—তাদের গিলে ফেলে; **ইব**—যেন; **চ**—ও; **অঙ্গানি**—তাদের দেহ; **লিহন্ত্যঃ**—নবজাত বৎসদের দেহ যেভাবে তারা লেহন করে; **স্ব-ওধসম্ পয়ঃ**—তাদের স্তন থেকে ক্ষরিত দুগ্ধ।

অনুবাদ

গাভীরা যদিও পুনরায় সন্তান প্রসব করেছিল, তবুও পূর্ব বৎসদের প্রতি স্নেহাধিক্যবশত গোবর্ধন পর্বত থেকে ছুটে এসে তারা স্তন থেকে ক্ষরিত দুধ তাদের পান করিয়েছিল এবং এমনভাবে তাদের দেহ লেহন করছিল, যেন মনে হচ্ছিল যে তারা তাদের গিলে ফেলতে চাইছে।

শ্লোক ৩২

গোপাস্তদ্রোধনায়াসমৌঘ্যলজ্জোরুমন্যুনা ।
দুর্গাধ্বকৃচ্ছ্রতোঽভ্যেত্য গোবৎসৈর্দদৃশুঃ সুতান্ ॥ ৩২ ॥

গোপাঃ—গোপেরা; **তৎ-রোধন-আয়াস**—গাভীদের বৎসদের কাছে যেতে বাধা দেওয়ার প্রচেষ্টা; **মৌঘ্য**—ব্যর্থ হওয়ার ফলে; **লজ্জা**—লজ্জিত হয়ে; **উরু-মন্যুনা**—এবং অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে; **দুর্গ-অধ্ব-কৃচ্ছ্রতঃ**—অতিকষ্টে সেই দুর্গম পথ অতিক্রম করে; **অভ্যেত্য**—সেখানে পৌঁছে; **গো-বৎসৈঃ**—গোবৎসগণ সহ; **দদৃশুঃ**—দেখেছিলেন; **সুতান্**—তাঁদের পুত্রদের।

অনুবাদ

গোপেরা গোবৎসদের কাছে যাওয়ার সময় গাভীদের গতি রোধ করতে অক্ষম হওয়ার ফলে লজ্জিত এবং ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁরা অতিকষ্টে সেই দুর্গম পথ অতিক্রম করে, সেখানে পৌঁছে গোবৎসদের সঙ্গে তাঁদের পুত্রদের দেখতে পেয়েছিলেন, এবং গভীর স্নেহে অভিভূত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণের প্রতি সকলেরই স্নেহ বর্ধিত হচ্ছিল। গোপেরা যখন পর্বত থেকে নেমে এসে তাঁদের পুত্রদের দর্শন করেছিলেন, যাঁরা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন, তখন পুত্রদের প্রতি তাঁদের স্নেহ বর্ধিত হয়েছিল।

শ্লোক ৩৩

তদীক্ষণোৎপ্রেমরসাপ্লুতাশয়া
জাতানুরাগা গতমন্যবোঽর্ভকান্ ।
উদুহ্য দোর্ভিঃ পরিরভ্য মূর্ধনি
ঘ্রাণৈরবাপুঃ পরমাং মুদং তে ॥ ৩৩ ॥

তৎ-ঈক্ষণ-উৎপ্রেম-রস-আপ্লুত-আশয়াঃ—তাঁদের পুত্রদের দেখে, গোপদের সমস্ত মনোভাব বাৎসল্য প্রেমে আপ্লুত হয়েছিল; **জাত-অনুরাগাঃ**—গভীর অনুরাগ বা আকর্ষণ অনুভব করে; **গত-মন্যবঃ**—তাঁদের ক্রোধ দূর হয়ে গিয়েছিল; **অর্ভকান্**—তাঁদের শিশুপুত্রদের; **উদুহ্য**—তুলে নিয়ে; **দোর্ভিঃ**—তাঁদের বাহুর দ্বারা; **পরিরভ্য**—আলিঙ্গন করে; **মূর্ধনি**—মস্তক; **ঘ্রাণৈঃ**—আঘ্রাণ করে; **অবাপুঃ**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **পরমাম্**—সর্বোচ্চ; **মুদম্**—আনন্দ; **তে**—সেই গোপেরা।

অনুবাদ

তখন গোপেরা তাদের পুত্রদের দর্শন করে বাৎসল্য প্রেমে আপ্লুত হয়েছিলেন। তাদের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করায়, তখন তাঁদের ক্রোধ সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে গিয়েছিল, এবং তাঁরা তাঁদের পুত্রদের কোলে তুলে নিয়ে, বাহুর দ্বারা আলিঙ্গনপূর্বক মস্তক আঘ্রাণ করে পরম আনন্দ লাভ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা গোপবালক এবং গোবৎসদের হরণ করলে, শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে বিস্তার করে সেই সমস্ত গোপবালক এবং গোবৎস হয়েছিলেন। যেহেতু সেই সমস্ত গোপবালকেরা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের বিস্তার, তাই গোপেরা তাঁদের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। পর্বতের উপরে যে সমস্ত গোপেরা ছিলেন, তাঁরা প্রথমে ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু যেহেতু তাঁদের পুত্রেরা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ, তাই তাঁরা ছিলেন পরম আকর্ষণীয়, এবং তাই গোপেরা পর্বত থেকে নেমে এসে তাঁদের দর্শন করে, বিশেষ স্নেহ অনুভব করেছিলেন।

শ্লোক ৩৪

ততঃ প্রবয়সো গোপাস্তোকাশ্লেষসুনির্বৃতাঃ ।
কৃচ্ছ্রাচ্ছনৈরপগতাস্তদনুস্মৃত্যুদশ্রবঃ ॥ ৩৪ ॥

ততঃ—তারপর; **প্রবয়সঃ**—প্রবীণ; **গোপাঃ**—গোপগণ; **তোক-আশ্লেষ-সুনির্বৃতাঃ**—তাঁদের পুত্রদের আলিঙ্গন করে পরম আনন্দ লাভ করেছিলেন; **কৃচ্ছ্রাৎ**—অতি কষ্টে; **শনৈঃ**—ক্রমশ; **অপগতাঃ**—সেই আলিঙ্গন থেকে বিরত হয়েছিলেন এবং গোচারণে ফিরে গিয়েছিলেন; **তৎ-অনুস্মৃতি-উদশ্রবঃ**—তাঁদের পুত্রদের কথা স্মরণ করে, তাঁদের নয়ন অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

অনুবাদ

বয়স্ক গোপেরা তাঁদের পুত্রদের আলিঙ্গন করে গভীর আনন্দ অনুভব করার পর, অতি কষ্টে ক্রমশ আলিঙ্গন থেকে নিবৃত্ত হয়ে গোচারণে ফিরে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের পুত্রদের কথা স্মরণ করে তাঁদের নয়ন অশ্রুপূর্ণ হয়েছিল।

তাৎপর্য

গাভীরা গোবৎসদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার ফলে গোপেরা প্রথমে ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরা যখন পর্বত থেকে নীচে নেমে এসেছিলেন, তখন তাঁরাও তাঁদের পুত্রদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং গভীর প্রেমে তাদের আলিঙ্গন করেছিলেন। পুত্রকে আলিঙ্গন করা এবং মস্তক আঘ্রাণ করা স্নেহের লক্ষণ।

শ্লোক ৩৫

ব্রজস্য রামঃ প্রেমর্ধেবীক্ষ্যৌৎকণ্ঠ্যমনুক্ষণম্ ।
মুক্তস্তনেষ্বপত্যেষ্বপ্যহেতুবিদচিন্তয়ৎ ॥ ৩৫ ॥

ব্রজস্য—গাভীসমূহের; **রামঃ**—বলরাম; **প্রেম-ঋধেঃ**—স্নেহাধিক্যের ফলে; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **ঔৎকণ্ঠ্যম্**—আসক্তি; **অনুক্ষণম্**—নিরন্তর; **মুক্ত-স্তনেষু**—বড় হয়ে যাওয়ার ফলে, যারা মাতৃস্তন পান থেকে বিরত হয়েছিল; **অপত্যেষু**—সেই বৎসদের; **অপি**—ও; **অহেতুবিৎ**—কারণ জানতে না পেরে; **অচিন্তয়ৎ**—এইভাবে চিন্তা করতে লাগলেন।

অনুবাদ

বয়সাধিক্যের ফলে স্তনপান থেকে বিরত বৎসদের প্রতি গাভীদের এই প্রকার নিরন্তর স্নেহাধিক্য দর্শন করে, বলরাম তার কারণ জানতে না পেরে, এইভাবে চিন্তা করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

গাভীদের ছোট বাছুর ছিল যারা সবে স্তনপান করতে শুরু করেছে, এবং কিছু গাভী সম্প্রতি বৎস প্রসব করেছিল, কিন্তু যে সমস্ত বড় বাছুর স্তন্যপান ছেড়ে দিয়েছিল, গাভীগণ এখন প্রেমবশত পরম উৎসাহে তাদের প্রতিও স্নেহ প্রদর্শন করেছিল। এই সমস্ত বাছুরেরা বড় হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের জননীরা তাদের স্তনদুগ্ধ পান করাতে চেয়েছিল। তাই বলরাম বিস্মিত হয়েছিলেন, এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণের কাছে তার কারণ জানতে চেয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে নবজাত বাছুরেরা উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও জননীরা বড় বাছুরদের দুধপান করাতে অত্যন্ত আকুল হয়েছিল, কারণ সেই সমস্ত বড় বাছুরগুলি ছিল শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ। এই আশ্চর্যজনক ঘটনাটি ঘটেছিল যোগমায়ার আয়োজনে। শ্রীকৃষ্ণের অধীনে দুটি মায়া কার্য করে—মহামায়া এবং যোগমায়া। এই সমস্ত অসাধারণ ঘটনাগুলি ঘটছিল যোগমায়ার প্রভাবে। যেদিন ব্রহ্মা গোবৎস এবং গোপবালকদের হরণ করেছিলেন, সেইদিন থেকে যোগমায়া এমনভাবে আচরণ করেছিলেন যে, ব্রজবাসীগণ, এমন কি বলরাম পর্যন্ত বুঝতে পারেননি যোগমায়ার প্রভাবে এই প্রকার অসাধারণ ঘটনাগুলি ঘটছে কি করে। কিন্তু বলরাম ক্রমশ যোগমায়ার কার্যকলাপ বুঝতে পেরেছিলেন এবং তাই তিনি কৃষ্ণের কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

শ্লোক ৩৬

কিমেতদদ্ভুতমিব বাসুদেবেঽখিলাত্মনি।
ব্রজস্য সাত্মনস্তোকেষ্বপূর্বং প্রেম বর্ধতে ॥ ৩৬ ॥

কিম্—কি; **এতৎ**—এই; **অদ্ভুতম্**—আশ্চর্যজনক; **ইব**—যেমন; **বাসুদেবে**—বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণে; **অখিল-আত্মনি**—সমস্ত জীবের পরমাত্মা; **ব্রজস্য**—সমস্ত ব্রজবাসীদের; **স-আত্মনঃ**—আমি সহ; **তোকেষু**—এই সমস্ত বালকে; **অপূর্বম্**—অপূর্ব; **প্রেম**—প্রেম; **বর্ধতে**—বর্ধিত হচ্ছে।

অনুবাদ

কি আশ্চর্যের বিষয়? এই সমস্ত গোপবালক এবং গোবৎসদের প্রতি সমস্ত ব্রজবাসীদের, এমনকি আমারও অনুরাগ অপূর্বভাবে বর্ধিত হচ্ছে, ঠিক যেমন সমস্ত জীবের পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমাদের প্রেম বর্ধিত হয়।

তাৎপর্য

প্রেমের এই বৃদ্ধি মায়া ছিল না; পক্ষান্তরে, কৃষ্ণ যেহেতু নিজেকে প্রত্যেক বস্তুরূপে বিস্তার করেছিলেন এবং যেহেতু প্রতিটি ব্রজবাসীর জীবন কেবল শ্রীকৃষ্ণেরই জন্য, তাই গাভীগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাদের স্নেহবশত নতুন বাছুরদের থেকে বড় বাছুরদের প্রতি অধিক স্নেহপরায়ণ ছিল, এবং গোপদের তাঁদের পুত্রদের প্রতি স্নেহ বর্ধিত হয়েছিল। সমস্ত ব্রজবাসীদের তাঁদের পুত্রদেরও প্রতি কৃষ্ণের মতো স্নেহপরায়ণ হতে দেখে বলরাম বিস্মিত হয়েছিলেন। তেমনই গাভীরা তাদের বৎসদের প্রতি স্নেহশীল হয়েছিল—ঠিক যেভাবে তারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্নেহশীল ছিল। বলরাম যোগমায়ার কার্য দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। তাই তিনি কৃষ্ণের কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "এখানে কি হচ্ছে? এই রহস্যটি কি?"

শ্লোক ৩৭

কেয়ং বা কুত আয়াতা দৈবী বা নার্যুতাসুরী ।
প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্তুর্নান্যা মেঽপি বিমোহিনী ॥ ৩৭ ॥

কা—কে; **ইয়ম্**—এই; **বা**—অথবা; **কুতঃ**—কোথা থেকে; **আয়াতা**—এসেছে; **দৈবী**—দেবী; **বা**—অথবা; **নারী**—মানবী; **উত**—অথবা; **আসুরী**—আসুরী; **প্রায়ঃ**—অধিকাংশ ক্ষেত্রে; **মায়া**—মায়া; **অস্তু**—অবশ্যই; **মে**—আমার; **ভর্তুঃ**—প্রভু শ্রীকৃষ্ণের; **ন**—না; **অন্যা**—অন্য কোন; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **বিমোহিনী**—বিমোহিনী।

অনুবাদ

এই মায়া কি প্রকার? তা কি দৈবী, মানবী না আসুরী? তা কোথা থেকেই বা এল? তা নিশ্চয়ই আমার প্রভু কৃষ্ণেরই মায়া। তা না হলে তা আমাকে মোহাচ্ছন্ন করল কি করে?

তাৎপর্য

বলরাম বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন প্রেমের এই অসাধারণ প্রদর্শন ছিল অলৌকিক। তিনি ভেবেছিলেন তা কি দৈবী না মানবী। তা না হলে এই অদ্ভুত পরিবর্তন সম্ভব হল কি করে? তিনি মনে করেছিলেন, "এই মায়া কি রাক্ষসী মায়া? কিন্তু রাক্ষসী মায়া আমাকে প্রভাবিত করবে কি করে? তা তো কখনই সম্ভব নয়। তা হলে তা নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের মায়া।" এইভাবে তিনি স্থির করেছিলেন যে, সেই অলৌকিক পরিবর্তন অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণেরই দ্বারা সম্পাদিত হয়েছিল, যাঁকে বলরাম তাঁর আরাধ্য ভগবান বলে মনে করেন। তিনি বিচার করেছিলেন, "এটি নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণেরই দ্বারা আয়োজিত হয়েছে, এবং তাই এই অলৌকিক শক্তি আমিও প্রতিহত করতে পারি না।" এইভাবে বলরাম বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেই সমস্ত বালক এবং বৎসরা ছিল শ্রীকৃষ্ণেরই অংশ।

শ্লোক ৩৮

ইতি সঞ্চিন্ত্য দাশার্হো বৎসান্ সবয়সানপি ।
সর্বানাচষ্ট বৈকুণ্ঠং চক্ষুষা বয়ুনেন সঃ ॥ ৩৮ ॥

ইতি সঞ্চিন্ত্য—এইভাবে চিন্তা করে; **দাশার্হঃ**—বলদেব; **বৎসান্**—গোবৎসদের; **স-বয়সান্**—তাঁর সহচরগণ সহ; **অপি**—ও; **সর্বান্**—সমস্ত; **আচষ্ট**—দেখেছিলেন; **বৈকুণ্ঠম্**—কেবল শ্রীকৃষ্ণরূপে; **চক্ষুষা বয়ুনেন**—দিব্য জ্ঞানের চক্ষুর দ্বারা; **সঃ**—তিনি (বলদেব)।

অনুবাদ

এইভাবে চিন্তা করে বলরাম জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা দেখতে পেলেন যে, সমস্ত গোবৎস এবং কৃষ্ণের সখারা শ্রীকৃষ্ণরূপেই প্রকাশ পাচ্ছেন।

তাৎপর্য

প্রতিটি ব্যক্তিই ভিন্ন। এমন কি যমজ ভাইদের মধ্যেও পার্থক্য থাকে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন নিজেকে গোপবালক এবং গোবৎসরূপে বিস্তার করেছিলেন তখন প্রতিটি বালক এবং প্রতিটি বৎস তাদের আদি রূপেই প্রকাশিত হয়েছিলেন—তাঁদের আচরণ, প্রবণতা, বর্ণ, বসন ইত্যাদি অবিকল সেই সমস্ত বালক এবং গোবৎসদের মতো ছিল, কারণ শ্রীকৃষ্ণ এই সমস্ত বৈচিত্র্য সহ নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন। এটিই শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য।

শ্লোক ৩৯

নৈতে সুরেশা ঋষয়ো ন চৈতে
ত্বমেব ভাসীশ ভিতাশ্রয়েঽপি ।
সর্বং পৃথক্ত্বং নিগমাৎ কথং বদে-
ত্যুক্তেন বৃত্তং প্রভুণা বলোঽবৈৎ ॥ ৩৯ ॥

ন—না; **এতে**—এই সমস্ত বালকেরা; **সুর-ঈশাঃ**—দেবশ্রেষ্ঠ; **ঋষয়ঃ**—মহর্ষিগণ; **ন**—না; **চ**—এবং; **এতে**—এই সমস্ত বৎসগণ; **ত্বম্**—তুমি (কৃষ্ণ); **এব**—কেবল; **ভাসি**—প্রকাশিত; **ঈশ**—হে পরমেশ্বর; **ভিত-আশ্রয়ে**—পৃথকরূপে প্রতীয়মান; **অপি**—সত্ত্বেও; **সর্বম্**—সব কিছু; **পৃথক্**—বিদ্যমান; **ত্বম্**—তুমি (কৃষ্ণ); **নিগমাৎ**—সংক্ষেপে; **কথম্**—কিভাবে; **বদ**—বল; **ইতি**—এইভাবে; **উক্তেন**—(বলরামের দ্বারা) প্রার্থিত হয়ে; **বৃত্তম্**—স্থিতি; **প্রভুণা**—শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা (বিশ্লেষণ করা হলে); **বলঃ**—বলদেব; **অবৈৎ**—বুঝতে পেরেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীবলদেব বলেছিলেন, "হে পরমেশ্বর! আমি পূর্বে মনে করেছিলাম যে, এই সমস্ত বালকেরা শ্রেষ্ঠ দেবতা এবং এই সমস্ত গোবৎসরা নারদ আদি মহর্ষি, কিন্তু এখন আমি দেখতে পাচ্ছি যে, প্রকৃতপক্ষে আমার সেই ধারণা সত্য নয়। পরন্তু পৃথকরূপে প্রতীয়মান এদের মধ্যে তোমাকেই প্রকাশিত দেখছি। এক এবং অদ্বিতীয় হওয়া সত্ত্বেও তুমিই গোবৎস এবং বালকদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিরাজমান। এ বিষয়ে বিশ্লেষণ করে সমস্ত কথা তুমি আমার কাছে সংক্ষেপে প্রকাশ কর।" বলদেব এইভাবে অনুরোধ করলে শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁকে বলেছিলেন, এবং বলদেব তখন তা বুঝতে পেরেছিলেন।

তাৎপর্য

প্রকৃত বৃত্তান্ত সম্বন্ধে অবগত হওয়ার মানসে বলরাম শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "হে কৃষ্ণ, প্রথমে আমি ভেবেছিলাম যে, এই সমস্ত গাভী, গোবৎস এবং গোপবালকেরা মহান ঋষি অথবা দেবতা, কিন্তু এখন আমি দেখছি যে, এরা প্রকৃতপক্ষে তোমারই প্রকাশ। এরা সকলেই তুমি; তুমিই গোবৎস, গাভী এবং বালকরূপে লীলাবিলাস করছ। এর রহস্য কি? সেই সমস্ত গোবৎস, গাভী এবং বালকেরা কোথায় গেছে? আর কেনই তুমি নিজেকে গাভী, বৎস এবং বালকরূপে

বিস্তার করেছ? তুমি কি আমাকে বলবে তার কারণ কি?" বলরামের অনুরোধে কৃষ্ণ সংক্ষেপে সমস্ত বৃত্তান্ত বলেছিলেন—কিভাবে গোবৎস এবং বালকেরা ব্রহ্মা কর্তৃক অপহৃত হয়েছিল এবং কিভাবে তিনি সেই ঘটনা গোপন রাখার জন্য নিজেকে বিস্তার করেছিলেন, যাতে কেউই বুঝতে না পারে যে, সেই গাভী, বৎস এবং বালকেরা হারিয়ে গিয়েছিল। তাই বলরাম বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেটি মায়া ছিল না, তা ছিল শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব ঐশ্বর্যপূর্ণ এবং এটি শ্রীকৃষ্ণের আর একটি ঐশ্বর্য।

বলরাম বলেছিলেন, "প্রথমে আমি মনে করেছিলাম যে, এই সমস্ত বালক এবং বৎসরা নারদ আদি মহান ঋষিদের শক্তির প্রদর্শন, কিন্তু এখন আমি দেখছি যে, এই সমস্ত বালক এবং বৎসরা তুমিই।" কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করার পর বলরাম বুঝতে পেরেছিলেন যে, কৃষ্ণই স্বয়ং বহু হয়েছেন। ভগবান যে তা করতে পারেন, সেই কথা *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৩) উল্লেখ করা হয়েছে। *অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপম্*—যদিও তিনি এক, তবুও তিনি অনন্তরূপে নিজেকে বিস্তার করতে পারেন। বেদের বর্ণনা অনুসারে, *একং বহু স্যাম্*—তিনি কোটি কোটি রূপে নিজেকে বিস্তার করতে পারেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি একই থাকেন। এই সূত্রে সব কিছু চিন্ময়, কারণ সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের বিস্তার; অর্থাৎ, সব কিছুই স্বয়ং কৃষ্ণ অথবা তাঁর শক্তির বিস্তার। যেহেতু শক্তি শক্তিমান থেকে অভিন্ন, তাই শক্তি এবং শক্তিমান এক (*শক্তিশক্তিমতোরভেদঃ*)। মায়াবাদীরা কিন্তু বলে, *চিদচিৎসমন্বয়ঃ*—চেতন এবং জড় এক। এই ধারণাটি ভ্রান্ত। চিৎ অচিৎ থেকে ভিন্ন, যে কথা কৃষ্ণ স্বয়ং *ভগবদ্‌গীতায়* বিশ্লেষণ করেছেন (৭/৪-৫)—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥

"ভূমি, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার—এই অষ্ট প্রকারে আমার ভিন্না জড়া প্রকৃতি বিভক্ত। হে মহাবাহো, এই নিকৃষ্টা প্রকৃতি ব্যতীত আমার আর একটি উৎকৃষ্টা প্রকৃতি রয়েছে। সেই প্রকৃতি চৈতন্যস্বরূপা ও জীবভূতা; সেই শক্তি থেকে সমস্ত জীব নিঃসৃত হয়ে এই জড় জগৎকে ধারণ করে আছে।" চেতন এবং জড়কে এক করা যায় না, কারণ প্রকৃতপক্ষে একটি হচ্ছে পরা প্রকৃতি এবং অন্যটি অপরা প্রকৃতি, তবুও মায়াবাদী বা অদ্বৈতবাদীরা তাদের একাকার করার চেষ্টা করে। সেটি ভুল। যদিও চিৎ এবং অচিৎ চরমে একই উৎস থেকে আসছে,

তবুও তারা এক নয়। যেমন আমাদের দেহ থেকে অনেক কিছু উৎপন্ন হচ্ছে, কিন্তু যদিও সেগুলি একই উৎস থেকে আসছে, তবুও তাদের এক বলা যায় না। আমাদের সাবধানতার সঙ্গে বিচার করা উচিত যে, চরম উৎস যদিও এক, তবুও তাদের উৎকৃষ্টতা এবং নিকৃষ্টতার বিচার করতে হবে। মায়াবাদ এবং বৈষ্ণব-দর্শনের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, বৈষ্ণব-দর্শনে এই তথ্যটি স্বীকার করা হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শনকে তাই বলা হয় *অচিন্ত্য-ভেদাভেদ দর্শন*—যুগপৎ এক এবং ভিন্ন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আগুন এবং তাপকে পৃথক করা যায় না, কারণ যেখানে আগুন রয়েছে সেখানে তাপ রয়েছে এবং যেখানে তাপ রয়েছে সেখানে আগুন রয়েছে। তা সত্ত্বেও আমরা যদিও আগুনকে স্পর্শ করতে পারি না, তার তাপ আমরা সহ্য করতে পারি। তাই, তারা এক হলেও তারা ভিন্ন।

শ্লোক ৪০

তাবদেত্যাত্মভূরাত্মমানেন ত্রুট্যনেহসা ।
পুরোবদাব্দং ক্রীড়ন্তং দদৃশে সকলং হরিম্ ॥ ৪০ ॥

তাবৎ—যতক্ষণ পর্যন্ত; **এত্য**—ফিরে এসে; **আত্মভূঃ**—ব্রহ্মা; **আত্ম-মানেন**—তাঁর (ব্রহ্মার) স্বীয় মাপ অনুসারে; **ত্রুটি-অনেহসা**—ত্রুটিমাত্র সময়; **পুরঃ বৎ**—ঠিক পূর্বের মতো; **আ-অব্দম্**—(মানুষের গণনা অনুসারে) এক বছর; **ক্রীড়ন্তম্**—খেলা করে; **দদৃশে**—তিনি দেখেছিলেন; **সকলম্**—তাঁর অংশ সহ; **হরিম্**—ভগবান শ্রীহরি (শ্রীকৃষ্ণ)।

অনুবাদ

ব্রহ্মা যখন (তাঁর গণনা অনুসারে) এক ত্রুটিমাত্র কাল পরে ফিরে এলেন, তখন তিনি দেখলেন যে, যদিও মানুষের গণনা অনুসারে এক বছর অতীত হয়েছে, তবুও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঠিক পূর্বের মতো তাঁর অংশরূপী বালক ও গোবৎসদের সঙ্গে খেলা করছেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা তাঁর সময়ের পরিমাণ অনুসারে কেবল এক পলকের জন্য চলে গিয়েছিলেন, কিন্তু যখন তিনি ফিরে এলেন, তখন মানুষের সময়ের পরিমাণ অনুসারে এক বছর অতীত হয়েছিল। বিভিন্ন লোকে কালের গণনা ভিন্ন ভিন্ন হয়। যেমন মানুষের তৈরি অন্তরীক্ষ যান এক ঘণ্টা পঁচিশ মিনিটে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে পারে এবং

এইভাবে একদিন পূর্ণ হতে পারে, যদিও পৃথিবীর মানুষদের কাছে এক দিন হচ্ছে চব্বিশ ঘণ্টা। তাই, ব্রহ্মার কাছে যা ছিল কেবল এক পলক, পৃথিবীতে তা এক বছর। কৃষ্ণ নিজেকে এক বছর ধরে এতগুলি রূপে বিস্তার করেছিলেন, কিন্তু যোগমায়ার প্রভাবে বলরাম ছাড়া কেউই তা বুঝতে পারেনি।

ব্রহ্মার গণনা অনুসারে এক পলকের পর, ব্রহ্মা দেখতে এসেছিলেন গোপবালক এবং গোবৎসদের হরণ করার ফলে কি হয়েছে। কিন্তু তাঁর মনে ভয় হচ্ছিল যে, তিনি আগুনের সঙ্গে খেলা করছেন। কৃষ্ণ তাঁর প্রভু, এবং কৃষ্ণের গোবৎস এবং গোপসখাদের হরণ করে তিনি অন্যায় করেছেন। তিনি যথার্থই উৎকণ্ঠিত হয়েছিলেন, তাই তিনি দেরি করেননি; তিনি (তাঁর গণনা অনুসারে) এক পলক পর ফিরে এসেছিলেন। ব্রহ্মা যখন ফিরে এলেন, তখন তিনি দেখলেন যে, সমস্ত বালক, গোবৎস এবং গাভীরা কৃষ্ণের সঙ্গে ঠিক আগেরই মতো খেলা করছে। কৃষ্ণের যোগমায়ার দ্বারা সেই লীলা অপরিবর্তিতভাবে চলছিল।

যে দিন ব্রহ্মা প্রথম এসেছিলেন, সেই দিন বলরাম কৃষ্ণ এবং অন্যান্য গোপবালকদের সঙ্গে যেতে পারেননি, কারণ সেই দিনটি ছিল তাঁর জন্মদিন, এবং তাঁর মা তাঁকে শান্তিক-স্নান করাবার জন্য তাকে গৃহে রেখেছিলেন। তাই ব্রহ্মা বলদেবকে হরণ করতে পারেননি। এখন, এক বছর পর, ঠিক সেই দিনটিতে ব্রহ্মা ফিরে এসেছিলেন বলে সেই দিনও ছিল বলরামের জন্মদিন এবং তিনি গৃহে ছিলেন। তাই, এই শ্লোকে যদিও উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্রহ্মা কৃষ্ণ এবং অন্যান্য গোপবালকদের দর্শন করেছিলেন, কিন্তু বলরামের উল্লেখ করা হয়নি। তার পাঁচ-ছয় দিন পূর্বে বলদেব গাভী এবং গোবৎসদের অস্বাভাবিক স্নেহ সম্বন্ধে কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কিন্তু এখন, ব্রহ্মা ফিরে এসে দেখলেন যে, সমস্ত গোবৎস এবং গোপবালকেরা কৃষ্ণের অংশরূপে কৃষ্ণের সঙ্গে খেলা করছেন, কিন্তু তিনি বলরামকে দেখতে পাননি। পূর্ববর্তী বছরের মতো ব্রহ্মা যখন সেখানে এসেছিলেন, বলরাম সেই দিন বনে যাননি।

শ্লোক ৪১

যাবন্তো গোকুলে বালাঃ সবৎসাঃ সর্ব এব হি।
মায়াশয়ে শয়ানা মে নাদ্যাপি পুনরুত্থিতাঃ ॥ ৪১ ॥

যাবন্তঃ—যতগুলি; **গোকুলে**—গোকুলে; **বালাঃ**—বালক; **স-বৎসাঃ**—তাঁদের গোবৎস সহ; **সর্বে**—সমস্ত; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **হি**—যেহেতু; **মায়া-আশয়ে**—মায়ার

শয্যায়; **শয়ানাঃ**—শায়িত; **মে**—আমার; **ন**—না; **অদ্য**—আজ; **অপি**—ও; **পুনঃ**—পুনরায়; **উত্থিতাঃ**—জেগে উঠেছে।

অনুবাদ

ব্রহ্মা চিন্তা করতে লাগলেন—গোকুলে যত বালক এবং গোবৎস ছিল, আমি তাদের আমার মায়াশয্যায় শায়িত রেখেছি, এবং তারা আজ পর্যন্ত জেগে ওঠেনি।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা তাঁর মায়ার দ্বারা সমস্ত গোবৎস এবং বালকদের একটি গুহায় এক বছর ধরে শায়িত রেখেছিলেন। তাই ব্রহ্মা যখন দেখলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত গাভী এবং বৎসদের সঙ্গে খেলা করছেন, তখন তিনি তার কারণ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেন। তিনি চিন্তা করতে থাকেন, "এটি কি? হয়ত যে সমস্ত গোবৎস এবং গোপবালকদের আমি হরণ করে নিয়ে গিয়েছিলাম, তাদের গুহা থেকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। সত্যিই কি তাই হয়েছে? কৃষ্ণ কি সত্যি-সত্যিই তাদের ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে?" কিন্তু তারপর ব্রহ্মা দেখলেন যে, তিনি যে সমস্ত গোবৎস এবং বালকদের হরণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন, তারা তখনও তাঁর মায়ার প্রভাবে আচ্ছন্ন। তাই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, কৃষ্ণের সঙ্গে খেলা করছে যে সমস্ত গোবৎস এবং গোপবালক, তারা গুহার গোবৎস এবং গোপবালক থেকে ভিন্ন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, প্রকৃত গোবৎস এবং বালকেরা এখনও সেখানে রয়েছে, যে গুহায় তিনি তাদের রেখেছিলেন। কৃষ্ণ নিজেকে বিস্তার করেছিলেন এবং তাই বর্তমান গোবৎস এবং গোপবালকেরা কৃষ্ণেরই অংশপ্রকাশ। তাদের আকৃতি, মনোভাব এবং প্রবৃত্তি ঠিক আগেরই মতো, কিন্তু তাঁরা সকলেই ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ।

শ্লোক ৪২

ইত এতেঽত্র কুত্রত্যা মন্মায়ামোহিতেতরে ।
তাবন্ত এব তত্রাব্দং ক্রীড়ন্তো বিষ্ণুনা সমম্ ॥ ৪২ ॥

ইতঃ—এই কারণে; **এতে**—এই সমস্ত বালক এবং তাদের গোবৎসরা; **অত্র**—এখানে; **কুত্রত্যাঃ**—তারা কোথা থেকে এসেছে; **মৎ-মায়া-মোহিত-ইতরে**—যারা আমার মায়ার দ্বারা মোহিত, তাদের থেকে ভিন্ন; **তাবন্তঃ**—সমসংখ্যক বালক; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **তত্র**—সেখানে; **আ-অব্দম্**—এক বৎসর; **ক্রীড়ন্তঃ**—খেলা করছে; **বিষ্ণুনা সমম্**—শ্রীকৃষ্ণ সহ।

অনুবাদ

সমসংখ্যক বালক এবং গোবৎস এক বছর ধরে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে খেলা করছে, তবুও তারা আমার মায়ায় মোহিত বালকদের থেকে ভিন্ন। তারা কারা? তারা এল কোথা থেকে?

তাৎপর্য

গোবৎস, গাভী এবং গোপবালক রূপে প্রতীয়মান হলেও তাঁরা সকলেই বিষ্ণু। প্রকৃতপক্ষে, তাঁরা জীবতত্ত্ব ছিলেন না, তাঁরা সকলেই ছিলেন বিষ্ণুতত্ত্ব। ব্রহ্মা বিস্ময়ান্বিত হয়ে ভেবেছিলেন, "প্রকৃত গোপবালক এবং গাভীরা আমি এক বছর আগে তাদের যেখানে রেখেছিলাম সেখানেই রয়েছে। তা হলে ঠিক পূর্বের মতো যারা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রয়েছে তারা কারা? তারা কোথা থেকে এল?" ব্রহ্মা তাঁর মায়া উপেক্ষিত হয়েছে দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। ব্রহ্মা কর্তৃক অপহৃত গোবৎস এবং গোপবালকদের স্পর্শ পর্যন্ত না করে, কৃষ্ণ আর এক দল গোবৎস এবং গোপবালক সৃষ্টি করেছিলেন, যাঁরা সকলেই ছিলেন বিষ্ণুতত্ত্ব। এইভাবে ব্রহ্মার মায়া পরাভূত হয়েছিল।

শ্লোক ৪৩

এবমেতেষু ভেদেষু চিরং ধ্যাত্বা স আত্মভূঃ ।
সত্যাঃ কে কতরে নেতি জ্ঞাতুং নেষ্টে কথঞ্চন ॥ ৪৩ ॥

এবম্—এইভাবে; **এতেষু ভেদেষু**—এই সমস্ত বালকদের মধ্যে, যাঁরা ভিন্নরূপে বর্তমান ছিল; **চিরম্**—দীর্ঘকাল; **ধ্যাত্বা**—চিন্তা করে; **সঃ**—তিনি; **আত্ম-ভূঃ**—ব্রহ্মা; **সত্যাঃ**—প্রকৃত; **কে**—কারা; **কতরে**—কারা; **ন**—নয়; **ইতি**—এইভাবে; **জ্ঞাতুম্**—জানার জন্য; **ন**—না; **ইষ্টে**—সক্ষম হয়েছিলেন; **কথঞ্চন**—কোন ভাবেই।

অনুবাদ

এইভাবে ব্রহ্মা দীর্ঘকাল ধরে চিন্তা করেও ভিন্নভাবে বর্তমান দুই দল বালকের পার্থক্য নিরূপণ করতে পারলেন না। তিনি জানতে চেষ্টা করেছিলেন কারা আসল এবং কারা নকল, কিন্তু তিনি তা বুঝতে পারলেন না।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েছিলেন। তিনি চিন্তা করেছিলেন, "প্রকৃত বালক এবং গোবৎসদের আমি যেভাবে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এসেছিলাম, তারা সেইভাবেই ঘুমিয়ে

রয়েছে, কিন্তু আর এক দল বালক এবং গোবৎস এখানে কৃষ্ণের সঙ্গে খেলা করছে। তা সম্ভব হল কি করে?" ব্রহ্মা বুঝতে পারেননি কি হয়েছিল। কোন্ বালকেরা ছিল সত্য এবং কোন বালকেরা ছিল অসত্য? ব্রহ্মা কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন নি। তিনি দীর্ঘকাল ধরে সে বিষয়ে চিন্তা করেছিলেন। "একই সময় দুই দল গোবৎস এবং বালক থাকতে পারে কিভাবে? কৃষ্ণ কি এই বালক এবং বৎসদের সৃষ্টি করেছেন, না কি যারা ঘুমিয়ে রয়েছে তাদের সৃষ্টি করেছেন? না কি উভয়ই কৃষ্ণেরই সৃষ্টি?" ব্রহ্মা নানাভাবে সেই বিষয়ে চিন্তা করেছিলেন। "যদি আমি গুহায় গিয়ে দেখি যে, বালক এবং বৎসরা এখনও সেখানে রয়েছে, তা হলে কি কৃষ্ণ বালক এবং বৎসদের সেখানে রেখে আসে, আর আমি যখন এখানে আসি তখন কৃষ্ণ সেখান থেকে তাদের আবার নিয়ে আসে, যাতে আমি যখন এখানে আসি তখন দেখি যে, তারা এখানে রয়েছে, তারপর কৃষ্ণ আবার এখান থেকে তাদের সেখানে রেখে আসে?" ব্রহ্মা বুঝতে পারেননি কিভাবে একই সময়ে দুইদল গোবৎস এবং গোপবালক ঠিক একই রকম হতে পারে। যদিও তিনি এইভাবে চিন্তা করছিলেন, তবুও তিনি কিছুই বুঝতে পারেননি।

শ্লোক ৪৪

এবং সম্মোহয়ন্ বিষ্ণুং বিমোহং বিশ্বমোহনম্ ।
স্বয়ৈব মায়য়াজোঽপি স্বয়মেব বিমোহিতঃ ॥ ৪৪ ॥

এবম্—এইভাবে; **সম্মোহয়ন্**—সম্মোহিত করতে চেয়ে; **বিষ্ণুম্**—সর্বব্যাপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে; **বিমোহম্**—যাকে কখনও মোহিত করা যায় না; **বিশ্ব-মোহনম্**—কিন্তু যিনি সমগ্র জগৎকে মোহিত করেন; **স্বয়া**—নিজের দ্বারা; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **মায়য়া**—মায়াশক্তির দ্বারা; **অজঃ**—ব্রহ্মা; **অপি**—ও; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **বিমোহিতঃ**—মোহিত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

এইভাবে ব্রহ্মা যখন সর্বব্যাপী, মোহমুক্ত অথচ বিশ্বের মোহজনক ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে মোহিত করতে চেষ্টা করেছিলেন, তখন ব্রহ্মা স্বয়ং তাঁর নিজেরই মায়ার দ্বারা মোহিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

সমগ্র জগৎকে যিনি মোহিত করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্মা মোহিত করতে চেয়েছিলেন। সমগ্র জগৎ কৃষ্ণের মায়ার অধীন (*মম মায়া দুরত্যয়া*), কিন্তু ব্রহ্মা

তাঁকে মোহিত করতে চেয়েছিলেন। তার ফলে ব্রহ্মা স্বয়ং মোহিত হয়েছিলেন, ঠিক যেমন কেউ যখন কাউকে হত্যা করতে যায়, তখন তারও নিহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, ব্রহ্মা তাঁর নিজেরই প্রচেষ্টায় পরাজিত হয়েছিলেন। যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক কৃষ্ণের মায়াকে পরাভূত করতে চায়, তাদের অবস্থাও তেমনই। তারা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বলে, "ভগবান কে? আমরা এটা করতে পারি, আমরা ওটা করতে পারি।" কিন্তু তারা এইভাবে যতই কৃষ্ণের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, ততই তারা দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত হয়। এখানে আমরা এই শিক্ষা লাভ করি যে, কখনও শ্রীকৃষ্ণকে অতিক্রম করার চেষ্টা করা উচিত নয়। পক্ষান্তরে, তাঁকে অতিক্রম করার চেষ্টা করার পরিবর্তে আমাদের তাঁর শরণাগত হওয়া উচিত (*সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*)।

শ্রীকৃষ্ণকে পরাস্ত করার পরিবর্তে ব্রহ্মা স্বয়ং পরাস্ত হয়েছিলেন, কারণ কৃষ্ণ যে কি করছেন তা তিনি বুঝতে পারেননি। এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রধান পুরুষ ব্রহ্মা যখন এইভাবে মোহিত হয়েছিলেন, তখন তথাকথিত বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকদের কথা আর কি বলার আছে? *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*। শ্রীকৃষ্ণের আয়োজন অবজ্ঞা করার সমস্ত ক্ষুদ্র প্রয়াসগুলি আমাদের পরিত্যাগ করা কর্তব্য এবং তার পরিবর্তে, তিনি যে আয়োজন করেছেন সেগুলি স্বীকার করা। তা সর্বদাই শ্রেয়স্কর, কারণ তার ফলে আমরা সুখী হতে পারব। শ্রীকৃষ্ণের আয়োজন পরাস্ত করার চেষ্টা যতই আমরা করি, ততই আমরা কৃষ্ণের মায়ায় জড়িয়ে পড়ি (*দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া*)। কিন্তু যিনি শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়ার স্তর প্রাপ্ত হয়েছেন (*মামেব যে প্রপদ্যন্তে*), তিনি কৃষ্ণমায়া থেকে মুক্ত (*মায়ামেতাং তরন্তি তে*)। শ্রীকৃষ্ণের শক্তি রাষ্ট্রশক্তির মতো যা অতিক্রম করা যায় না। সর্বপ্রথমে রাষ্ট্রের আইন রয়েছে, তারপর পুলিশ ব্যবস্থা রয়েছে এবং তারপর রয়েছে সামরিক শক্তি। অতএব রাষ্ট্রশক্তিকে পরাস্ত করার চেষ্টা করে কি লাভ? তেমনই শ্রীকৃষ্ণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কি লাভ?

পরবর্তী শ্লোক থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে যে, শ্রীকৃষ্ণ কোন প্রকার মায়ার দ্বারা পরাস্ত হতে পারেন না। কেউ যদি অল্প একটু বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের শক্তিও লাভ করে, তা হলে সে ভগবানকে অবজ্ঞা করার চেষ্টা করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কেউই কৃষ্ণকে মোহিত করতে পারে না। এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রধান ব্যক্তি ব্রহ্মা যখন শ্রীকৃষ্ণকে মোহিত করার চেষ্টা করেছিলেন, তখন তিনি স্বয়ং বিমোহিত এবং আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। এটিই বদ্ধ জীবের স্থিতি। ব্রহ্মা কৃষ্ণকে মোহিত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি স্বয়ং বিমোহিত হয়েছিলেন।

এই শ্লোকে *বিষ্ণুম্* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। বিষ্ণু সমগ্র জড় জগৎ জুড়ে ব্যাপ্ত, কিন্তু ব্রহ্মা কেবল তাঁর অধীনস্থ একটি নগণ্য পদে নিযুক্ত।

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ ।

(*ব্রহ্মসংহিতা* ৫/৪৮)

নাথাঃ শব্দটি ব্রহ্মাকে ইঙ্গিত করেছে এবং তা বহুবচন, কারণ অগণিত ব্রহ্মাসহ অগণিত ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে। ব্রহ্মা কেবল এক ক্ষুদ্র শক্তি মাত্র। শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকালীলায় তা প্রদর্শিত হয়েছিল। যখন শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে ডেকেছিলেন। একদিন ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের দর্শনের জন্য যখন দ্বারকায় আসেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের অনুরোধে দ্বারপাল তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি কোন্ ব্রহ্মা?" তারপর ব্রহ্মা যখন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তার অর্থ কি একাধিক ব্রহ্মা রয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন হেসে তৎক্ষণাৎ বহু ব্রহ্মাণ্ড থেকে বহু ব্রহ্মাকে ডেকেছিলেন। এই ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্মুখ ব্রহ্মা তখন দেখলেন যে, অসংখ্য ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করে তাঁকে তাঁদের শাশ্বত প্রণতি নিবেদন করার জন্য আসছেন। তাঁদের কারও দশটি মস্তক, কারও বিশটি মস্তক, কারও একশটি মস্তক এবং কারও লক্ষ লক্ষ মস্তক। সেই আশ্চর্যজনক দৃশ্যটি দেখে চতুর্মুখ ব্রহ্মা ভীত হন এবং নিজেকে হাতির পালের মধ্যে একটি নগণ্য মশার মতো মনে করতে লাগলেন। অতএব ব্রহ্মা কিভাবে শ্রীকৃষ্ণকে মোহিত করতে পারেন?

শ্লোক ৪৫

তম্যাং তমোবন্নৈহারং খদ্যোতার্চিরিবাহনি ।
মহতীতরমায়ৈশ্যং নিহন্ত্যাত্মনি যুঞ্জতঃ ॥ ৪৫ ॥

তম্যাম্—গভীর রাত্রে; **তমঃ-বৎ**—অন্ধকারের মতো; **নৈহারম্**—তুষারের দ্বারা উৎপন্ন; **খদ্যোত-অর্চিঃ**—জোনাকি পোকার আলো; **ইব**—সদৃশ; **অহনি**—দিনের বেলা, সূর্যের আলোকে; **মহতি**—মহাপুরুষে; **ইতর-মায়া**—নিকৃষ্টতর মায়া; **ঐশ্যম্**—যোগ্যতা; **নিহন্তি**—নাশ করে; **আত্মনি**—নিজেরই; **যুঞ্জতঃ**—প্রয়োগকারী ব্যক্তির।

অনুবাদ

হিমজনিত অন্ধকার যেভাবে তামসী রাত্রির অন্ধকার বিনাশ করতে পারে না এবং দিনের বেলা জোনাকির আলোর যেমন কোন মূল্যই থাকে না, তেমনই

মহাপুরুষের প্রতি প্রযুক্ত নিকৃষ্ট ব্যক্তির মায়া কিছুই করতে পারে না; পক্ষান্তরে, সেই নিকৃষ্ট ব্যক্তির সামর্থ্যই কেবল নষ্ট হয়।

তাৎপর্য

কেউ যখন মহত্তর শক্তিকে অতিক্রম করতে চায়, তখন তার নিকৃষ্ট শক্তি উপহাসাস্পদ হয়ে ওঠে। দিনের বেলায় জোনাকি পোকার এবং রাত্রে তুষারের যেমন কোন মূল্য নেই, তেমনই শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতিতে ব্রহ্মার মায়া ব্যর্থ হয়েছিল, কারণ মহত্তর মায়াশক্তির কাছে নিকৃষ্ট মায়াশক্তি তিরস্কৃত হয়। অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রে তুষারের দ্বারা উৎপন্ন অন্ধকার নিরর্থক। রাত্রে জোনাকি পোকাকে অত্যন্ত উজ্জ্বল বলে মনে হতে পারে, কিন্তু দিনের বেলা তার আলোকের কোনই মূল্য নেই; অল্প যেটুকু আলো তার রয়েছে তা হারিয়ে যায়। তেমনই, শ্রীকৃষ্ণের মায়ার কাছে ব্রহ্মা সম্পূর্ণরূপে নগণ্য হয়ে গিয়েছিলেন। কৃষ্ণের মায়ার মহত্ত্ব হ্রাস পায়নি, কিন্তু ব্রহ্মার মায়া তিরস্কৃত হয়েছিল। তাই মহাশক্তির কাছে নিজের ক্ষুদ্র ঐশ্বর্য প্রদর্শন করার প্রয়াস করা উচিত নয়।

শ্লোক ৪৬

তাবৎ সর্বে বৎসপালাঃ পশ্যতোঽজস্য তৎক্ষণাৎ ।
ব্যদৃশ্যন্ত ঘনশ্যামাঃ পীতকৌশেয়বাসসঃ ॥ ৪৬ ॥

তাবৎ—যতক্ষণ পর্যন্ত; **সর্বে**—সমস্ত; **বৎস-পালাঃ**—গোবৎস এবং তাদের পালক গোপবালকেরা; **পশ্যতঃ**—তিনি যখন দেখছিলেন; **অজস্য**—ব্রহ্মার; **তৎক্ষণাৎ**—তখনই; **ব্যদৃশ্যন্ত**—দৃষ্ট হয়েছিলেন; **ঘনশ্যামাঃ**—বর্ষার জলভরা মেঘের মতো শ্যামল বর্ণ; **পীত-কৌশেয়-বাসসঃ**—পীতবর্ণ রেশমী বস্ত্র পরিহিত।

অনুবাদ

ব্রহ্মা যখন এইভাবে দেখছিলেন, তখন তাঁর সম্মুখেই সমস্ত গোবৎস এবং গোপবালকেরা জলধর শ্যামবিগ্রহ এবং পীতবর্ণ রেশমের বস্ত্র পরিহিতরূপে দৃষ্ট হলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা যখন এইভাবে চিন্তা করছিলেন, তখন সমস্ত গোবৎস এবং গোপবালকেরা ঘন শ্যামবর্ণ এবং পীতবসন পরিহিত বিষ্ণুমূর্তিতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। ব্রহ্মা তাঁর নিজের শক্তি এবং কৃষ্ণের অসীম শক্তির কথা চিন্তা করছিলেন, কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পূর্বেই তিনি এই রূপান্তর দর্শন করেছিলেন।

শ্লোক ৪৭-৪৮

চতুর্ভুজাঃ শঙ্খচক্রগদারাজীবপাণয়ঃ ।
কিরীটিনঃ কুণ্ডলিনো হারিণো বনমালিনঃ ॥ ৪৭ ॥
শ্রীবৎসাঙ্গদদোরত্নকম্বুকঙ্কণপাণয়ঃ ।
নূপুরৈঃ কটকৈর্ভাতাঃ কটিসূত্রাঙ্গুলীয়কৈঃ ॥ ৪৮ ॥

চতুঃ-ভুজাঃ—চতুর্ভুজ; **শঙ্খ-চক্র-গদা-রাজীব-পাণয়ঃ**—তাঁদের হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্ম; **কিরীটিনঃ**—তাদের মাথায় মুকুট; **কুণ্ডলিনঃ**—কর্ণে কুণ্ডল; **হারিণঃ**—বক্ষঃস্থলে মুক্তার হার; **বন-মালিনঃ**—গলদেশে বনফুলের মালা; **শ্রীবৎস-অঙ্গদ-দো-রত্ন-কম্বু-কঙ্কণ-পাণয়ঃ**—তাঁদের বক্ষে শ্রীবৎস চিহ্ন, বাহুতে অঙ্গদ, ত্রিরেখাঙ্কিত কম্বুকণ্ঠে কৌস্তভ মণি এবং হস্তে কঙ্কণ; **নূপুরৈঃ**—পায়ে নূপুর; **কটকৈঃ**—পাদবলয়; **ভাতাঃ**—শোভা পাচ্ছিল; **কটি-সূত্র-অঙ্গুলীয়কৈঃ**—তাঁদের কটিদেশে পবিত্র সূত্র এবং আঙ্গুলে আংটি।

অনুবাদ

তাঁরা সকলেই চতুর্ভুজ। তাঁদের চার হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্ম। তাঁদের মাথায় মুকুট, কানে কুণ্ডল, বক্ষঃস্থলে হার এবং গলদেশে বনফুলের মালা। তাঁদের দক্ষিণ বক্ষের উপরিভাগে শ্রীবৎস চিহ্ন, বাহুতে অঙ্গদ, ত্রিরেখাঙ্কিত কম্বুকণ্ঠে কৌস্তভ মণি এবং হাতে কঙ্কন। তাঁদের পায়ে পাদবলয় এবং কটিতে পবিত্র সূত্র। এইভাবে তাঁরা শোভা পাচ্ছিলেন।

তাৎপর্য

সমস্ত বিষ্ণুমূর্তি ছিলেন শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ। কিন্তু বৈকুণ্ঠে যাঁরা সারূপ্য-মুক্তি লাভ করার ফলে ভগবানেরই মতো রূপ প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁরাও শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ। কিন্তু ব্রহ্মার সম্মুখে প্রকাশিত এই সমস্ত বিষ্ণুমূর্তি শ্রীবৎস চিহ্ন এবং কৌস্তভ মণি সমন্বিত ছিলেন, যা কেবল ভগবানেরই বিশেষ লক্ষণ। তার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এই সমস্ত বালক এবং বৎসরা ভগবানের বৈকুণ্ঠ-পার্ষদ ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন স্বয়ং ভগবান শ্রীবিষ্ণু। শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে বিষ্ণুও রয়েছেন। বিষ্ণুর সমস্ত ঐশ্বর্য শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে বর্তমান, এবং তাই শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে এতগুলি বিষ্ণুরূপে প্রকাশিত হওয়া মোটেই আশ্চর্যজনক ছিল না।

*বৈষ্ণব-তোষণী*তে শ্রীবৎস চিহ্নের বর্ণনা করে বলা হয়েছে, ভগবান শ্রীবিষ্ণুর দক্ষিণ বক্ষের উপরিভাবে সূক্ষ্ম কুঞ্চিত রোমাবলী। এই চিহ্ন সাধারণ ভক্তদের জন্য নয়। এটি বিষ্ণু বা কৃষ্ণের এক বিশেষ চিহ্ন।

শ্লোক ৪৯

আঙ্ঘ্রিমস্তকমাপূর্ণাস্তুলসীনবদামভিঃ ।
কোমলৈঃ সর্বগাত্রেষু ভূরিপুণ্যবদর্পিতৈঃ ॥ ৪৯ ॥

আ-অঙ্ঘ্রি-মস্তকম্—পা থেকে মাথা পর্যন্ত; **আপূর্ণাঃ**—পূর্ণরূপে সজ্জিত; **তুলসী-নব-দামভিঃ**—নবীন তুলসী-পত্রের মালার দ্বারা; **কোমলৈঃ**—কোমল; **সর্ব-গাত্রেষু**—শরীরের সমস্ত অঙ্গে; **ভূরি-পুণ্যবৎ-অর্পিতৈঃ**—শ্রবণ, কীর্তন আদি সেবার দ্বারা ভগবানের আরাধনায় রত মহা পুণ্যবান ভক্তদের দ্বারা নিবেদিত।

অনুবাদ

শ্রবণ, কীর্তন আদি পরম পবিত্র কার্যকলাপের মাধ্যমে ভগবানের আরাধনায় রত ভক্তদের দ্বারা নিবেদিত সুকোমল, নবীন তুলসী-পত্রের মালার দ্বারা তাঁদের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেহের প্রতিটি অঙ্গ পূর্ণরূপে সজ্জিত ছিল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *ভূরিপুণ্যবদর্পিতৈঃ* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রীবিষ্ণুর এই রূপের পূজা তাঁরাই করেন, যাঁরা জন্ম জন্মান্তরে বহু পুণ্যকর্ম (*সুকৃতিভিঃ*) করেছেন এবং যাঁরা নিরন্তর ভগবানের সেবায় যুক্ত (*শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ*)। ভক্তি তাঁরাই অনুষ্ঠান করেন, যাঁরা অত্যন্ত উচ্চস্তরে পুণ্যকর্ম করেছেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* অন্যত্রও (১০/১২/১১) পুণ্যকর্ম অর্জনের উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলেছেন—

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা
দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন ।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ
সাকং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥

"এইভাবে সমস্ত গোপবালকেরা ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষী জ্ঞানীদের ব্রহ্মানন্দের উৎসস্বরূপ, দাস্যভাবাপন্ন ভক্তদের পরম প্রভু এবং মায়াশ্রিত ব্যক্তিদের কাছে নরশিশুরূপে প্রতীয়মান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে খেলা করতেন। সেই সমস্ত গোপবালকেরা তাঁদের জন্ম-জন্মান্তরের পুঞ্জীভূত পুণ্যকর্মের ফলে এইভাবে ভগবানের সঙ্গ লাভ করার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। তাঁদের সৌভাগ্য কে বিশ্লেষণ করতে পারে?"

বৃন্দাবনে আমাদের কৃষ্ণ-বলরাম মন্দিরে একটি তমাল বৃক্ষ রয়েছে, যা মন্দিরের অঙ্গনের এক প্রান্তভাগ সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত করে রেখেছে। মন্দির হওয়ার আগে সেই বৃক্ষটি অবহেলিত অবস্থায় ছিল, কিন্তু এখন সেটি প্রচুরভাবে বর্ধিত হয়ে অঙ্গনের একটি দিক পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত করেছে। এটি *ভূরিপুণ্যের* লক্ষণ।

শ্লোক ৫০

চন্দ্রিকাবিশদস্মেরৈঃ সারুণাপাঙ্গবীক্ষিতৈঃ ।
স্বকার্থানামিব রজঃসত্ত্বাভ্যাং স্রষ্টৃপালকাঃ ॥ ৫০ ॥

চন্দ্রিকা-বিশদ-স্মেরৈঃ—জ্যোৎস্নার মতো নির্মল হাসির দ্বারা; **স-অরুণ-অপাঙ্গ-বীক্ষিতৈঃ**—তাঁর অরুণবর্ণ নেত্রের স্বচ্ছ দৃষ্টিপাতের দ্বারা; **স্বক-অর্থানাম্**—তাঁর নিজের ভক্তদের মনোবাসনার; **ইব**—যেমন; **রজঃ-সত্ত্বাভ্যাম্**—সত্ত্ব এবং রজোগুণের দ্বারা; **স্রষ্টৃ-পালকাঃ**—স্রষ্টা এবং পালনকর্তা।

অনুবাদ

সেই বিষ্ণুমূর্তিগণ জ্যোৎস্নার মতো নির্মল হাসির দ্বারা এবং অরুণবর্ণ নেত্রের দৃষ্টিপাতের দ্বারা, যেন সত্ত্ব এবং রজোগুণের মাধ্যমে তাঁদের ভক্তদের বাসনা সৃষ্টি করছিলেন এবং পালন করছিলেন।

তাৎপর্য

সেই বিষ্ণুমূর্তিগণ তাঁদের পূর্ণচন্দ্রের ক্রমবর্ধমান জ্যোৎস্নার মতো (*শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণম্*) নির্মল দৃষ্টিপাত এবং হাস্যের দ্বারা ভক্তদের আশীর্বাদ করছিলেন। পালনকর্তারূপে তাঁরা তাঁদের ভক্তদের প্রতি দৃষ্টিপাত করছিলেন, আলিঙ্গন করছিলেন এবং তাঁদের হাসির দ্বারা পালন করছিলেন। তাঁদের সত্ত্বগুণ সদৃশ হাসি ভক্তদের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করছিল, এবং রজোগুণ সদৃশ তাঁদের দৃষ্টিপাত তাঁদের বাসনা সৃষ্টি করছিল। প্রকৃতপক্ষে এই শ্লোকে *রজঃ* শব্দের অর্থ 'কাম' নয় 'প্রেম'। জড় জগতে রজোগুণ হচ্ছে কাম, কিন্তু চিৎ-জগতে তা প্রেম। জড় জগতের প্রেম রজ এবং তমোগুণের দ্বারা কলুষিত, কিন্তু শুদ্ধ সত্ত্বে ভক্তদের পালন করে যে প্রেম তা চিন্ময়।

স্বকার্থানাম্ শব্দটির অর্থ মহৎ বাসনা। এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণুর দৃষ্টিপাত ভক্তদের বাসনা সৃষ্টি করে। শুদ্ধ ভক্তের কিন্তু কোন

বাসনা নেই। তাই সনাতন গোস্বামী মন্তব্য করেছেন, যার চেতনা শ্রীকৃষ্ণে স্থির হয়েছে, তাঁর সমস্ত বাসনা ইতিমধ্যেই পূর্ণ হয়ে গেছে। ভগবানের তির্যক দৃষ্টিপাত ভক্তের হৃদয়ে ভগবান এবং ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধীয় বিচিত্র বাসনা উৎপন্ন করে। জড় জগতে বাসনা রজ এবং তমোগুণ থেকে উৎপন্ন হয়, কিন্তু চিৎ-জগতের বাসনা থেকে বিবিধ নিত্য চিন্ময় সেবার উদয় হয়। *তাই স্বকার্থীনাম্* শব্দটির অর্থ শ্রীকৃষ্ণের সেবার আগ্রহ।

বৃন্দাবনে একটি জায়গায় কোন মন্দির ছিল না, কিন্তু এক ভক্ত চেয়েছিলেন, "এখানে ভগবানের একটি মন্দির হোক এবং তাঁর প্রেমময়ী সেবা হোক।" তাই এক সময় যা ছিল একটি শূন্য স্থান, তা আজ এক তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে। ভক্তের বাসনার প্রভাব এমনই।

শ্লোক ৫১

আত্মাদিস্তম্বপর্যন্তৈর্মূর্তিমদ্ভিশ্চরাচরৈঃ ।
নৃত্যগীতাদ্যনেকার্হৈঃ পৃথক্ পৃথগুপাসিতাঃ ॥ ৫১ ॥

আত্ম-আদি-স্তম্ব-পর্যন্তৈঃ—ব্রহ্মা থেকে নগণ্য জীব পর্যন্ত; **মূর্তি-মদ্ভিঃ**—মূর্তিমান হয়ে; **চর-অচরৈঃ**—স্থাবর এবং জঙ্গম; **নৃত্য-গীত-আদি-অনেক-অর্হৈঃ**—নৃত্য, গীত আদি পূজার বিবিধ উপচারের দ্বারা; **পৃথক্ পৃথক্**—পৃথক পৃথকভাবে; **উপাসিতাঃ**—পূজিত হয়ে।

অনুবাদ

চতুর্মুখ ব্রহ্মা থেকে নগণ্য জীব পর্যন্ত স্থাবর এবং জঙ্গম সকলেই মূর্তিমান হয়ে, নৃত্য-গীত প্রভৃতি বিবিধ উপচারের দ্বারা তাদের ক্ষমতা অনুসারে, পৃথক পৃথকভাবে সেই সমস্ত বিষ্ণুমূর্তিদের আরাধনা করছিলেন।

তাৎপর্য

অসংখ্য জীব তাদের যোগ্যতা এবং কর্ম অনুসারে ভগবানের বিভিন্ন প্রকার সেবায় যুক্ত (*জীবের 'স্বরূপ' হয়—কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'*); সকলেই ভগবানের সেবা করছে, এমন কেউ নেই যে সেবা করে না। তাই মহাভাগবত দেখেন যে, সকলেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত, কেবল তিনি ভগবানের সেবা করছেন না। আমাদের নিম্নপদ থেকে উচ্চপদে উন্নীত হতে হবে, এবং সর্বোচ্চ পদ হচ্ছে বৃন্দাবনে ভগবানের সাক্ষাৎ সেবা। কিন্তু সকলেই ভগবানের সেবায় যুক্ত। ভগবানের সেবা অস্বীকার করাই হচ্ছে মায়া।

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য ।
যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য ॥

"শ্রীকৃষ্ণই কেবল পরমেশ্বর এবং অন্য সকলে তাঁর ভৃত্য। শ্রীকৃষ্ণ যেভাবে নাচান, সেইভাবে সকলে নৃত্য করেন।" (*চৈঃ চঃ আদি ৫/১৪২*)

দুই প্রকার জীব রয়েছে—স্থাবর এবং জঙ্গম। যেমন গাছেরা এক জাগয়ায় দাঁড়িয়ে থাকে, কিন্তু পিপীলিকারা গতিশীল। ব্রহ্মা দেখেছিলেন যে, নিকৃষ্টতম জীব পর্যন্ত বিভিন্ন রূপ ধারণ করে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সেবায় যুক্ত।

জীব যেভাবে ভগবানের আরাধনা করে, সেই অনুসারে তার রূপ প্রাপ্ত হয়। জড় জগতে জীব যে শরীর প্রাপ্ত হয়, তা দেবতাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাকে কখনও কখনও গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব বলা হয়। *ভগবদ্‌গীতায়* (৩/২৭) সেই সম্পর্কে বলা হয়েছে, *প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি*—প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে জীব দেবতাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

সমস্ত জীবই বিভিন্ন ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করছে, কিন্তু তারা যখন কৃষ্ণভাবনাময় হয়, তখন তাদের সেবা পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়। একটি ফুল যেমন কুড়ি থেকে ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে তার সৌরভ এবং সৌন্দর্য প্রকাশ করে, তেমনই জীব যখন কৃষ্ণভক্তি স্তরে আসে, তখন তার প্রকৃত স্বরূপের সৌন্দর্য পূর্ণরূপে বিকশিত হয়। সেটিই হচ্ছে চরম সৌন্দর্য এবং বাসনার চরম চরিতার্থতা।

শ্লোক ৫২

অণিমাদ্যৈর্মহিমভিরজাদ্যাভির্বিভূতিভিঃ ।
চতুর্বিংশতিভিস্তত্ত্বৈঃ পরীতা মহদাদিভিঃ ॥ ৫২ ॥

অণিমা-আদ্যৈঃ—অণিমা আদি; **মহিমভিঃ**—ঐশ্বর্যের দ্বারা; **অজা-আদ্যাভিঃ**—অজা আদি; **বিভূতিভিঃ**—শক্তির দ্বারা; **চতুঃ-বিংশতিভিঃ**—চতুর্বিংশতি; **তত্ত্বৈঃ**—জড় জগতের সৃষ্টির উপাদানগুলির দ্বারা; **পরীতাঃ**—(সমস্ত বিষ্ণুমূর্তিরা) পরিবেষ্টিত ছিলেন; **মহৎ-আদিভিঃ**—মহত্তত্ত্ব আদি।

অনুবাদ

সেই সমস্ত বিষ্ণুমূর্তি অণিমা আদি সিদ্ধি, অজা প্রভৃতি শক্তি এবং মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি চতুর্বিংশতি তত্ত্বের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *মহিমভিঃ* শব্দটির অর্থ ঐশ্বর্য। ভগবান যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। সেটি তাঁর ঐশ্বর্য। কেউই তাঁকে আদেশ দিতে পারে না, কিন্তু তিনি সকলকে আদেশ দিতে পারেন। ভগবান ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ। অণিমা, মহিমা আদি যোগসিদ্ধি ভগবান শ্রীবিষ্ণুতে বর্তমান। *ষড়ৈশ্বর্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্* (*চৈঃ চঃ আদি* ১/৩)। *অজা* শব্দের অর্থ মায়া বা যোগশক্তি। সমস্ত মায়াময় বস্তু বিষ্ণুর পূর্ণশক্তিতে বর্তমান।

চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হচ্ছে পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চমহাভূত, পঞ্চতন্মাত্র, মন, অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব এবং প্রকৃতি। এই জড় জগৎকে প্রকাশ করার জন্য এই চতুর্বিংশতি তত্ত্বের প্রয়োগ হয়েছে। মহত্তত্ত্বকে বিভিন্ন সূক্ষ্ম স্তরে বিভক্ত করা যায়, কিন্তু মূলত তাকে বলা হয় মহত্তত্ত্ব।

শ্লোক ৫৩

কালস্বভাবসংস্কারকামকর্মগুণাদিভিঃ ।
স্বমহিধ্বস্তমহিভির্মূর্তিমদ্ভিরুপাসিতাঃ ॥ ৫৩ ॥

কাল—কাল; **স্বভাব**—স্বভাব; **সংস্কার**—সংস্কার; **কাম**—বাসনা; **কর্ম**—সকাম কর্ম; **গুণ**—প্রকৃতির তিন গুণ; **আদিভিঃ**—ইত্যাদির দ্বারা; **স্ব-মহি-ধ্বস্ত-মহিভিঃ**—যার স্বাতন্ত্র্য ভগবানের শক্তির অধীন ছিল; **মূর্তি-মদ্ভিঃ**—মূর্তিমান; **উপাসিতাঃ**—পূজিত হচ্ছিলেন।

অনুবাদ

তখন ব্রহ্মা দেখলেন কাল, স্বভাব, সংস্কার, কাম, কর্ম এবং গুণ প্রভৃতি সর্বতোভাবে তাদের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ভগবানের শক্তির অধীন হয়ে এবং মূর্তিমান হয়ে, সেই সমস্ত বিষ্ণুমূর্তিদের উপাসনা করছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীবিষ্ণু ব্যতীত অন্য কারোরই স্বাতন্ত্র্য নেই। আমরা যদি সেই সত্য সম্পর্কে সচেতন হতে পারি, তা হলেই আমরা যথাযথভাবে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হতে পারি। আমাদের সব সময় স্মরণ রাখা উচিত যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরম ঈশ্বর আর সকলেই তাঁর ভৃত্য (*একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য*)। এমন কি নারায়ণ অথবা

শিবও শ্রীকৃষ্ণের অধীন (*শিববিরিঞ্চিনুতম্*)। এমন কি বলদেবও শ্রীকৃষ্ণের অধীন। সেই কথা বাস্তব সত্য।

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য ॥

(*চৈঃ চঃ আদি* ৫/১৪২)

মানুষের বোঝা উচিত যে, কেউই স্বাধীন নয়, কারণ সব কিছুই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অংশ এবং তাই সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের পরম ইচ্ছার দ্বারা কার্য করে এবং চলাফেরা করে। এই জ্ঞান, এই চেতনা হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত।

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥

"যে ব্যক্তি ব্রহ্মা, শিব আদি দেবতাদের নারায়ণের সমকক্ষ বলে মনে করে, সে অবশ্যই একটি পাষণ্ডী।" কেউই নারায়ণ বা কৃষ্ণের সমকক্ষ নয়। কৃষ্ণ হচ্ছেন নারায়ণ এবং নারায়ণও হচ্ছেন কৃষ্ণ, কারণ শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদি নারায়ণ। ব্রহ্মা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করে বলেছেন, *নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্বদেহিনাম্*—"আপনিও নারায়ণ। বস্তুতপক্ষে আপনি আদি নারায়ণ।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/১৪/১৪)

কালের বহু সহকারী রয়েছে, যেমন—স্বভাব, সংস্কার, কাম, কর্ম, গুণ প্রভৃতি। জড়া প্রকৃতির গুণের সঙ্গ অনুসারে স্বভাব গড়ে ওঠে। *কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু* (*ভগবদ্গীতা* ১৩/২২)। কারও সৎ এবং অসৎ স্বভাব—সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের সঙ্গ প্রভাবে গঠিত হয়। আমাদের ক্রমশ সত্ত্বগুণের স্তরে উন্নীত হওয়া উচিত, যাতে আমরা নিম্নতর গুণগুলির প্রভাব এড়াতে পারি। নিয়মিতভাবে *শ্রীমদ্ভাগবত* আলোচনা এবং শ্রীকৃষ্ণের লীলা শ্রবণ করার ফলে তা সম্ভব। *নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/২/১৮)। পূতনা বধ থেকে শুরু করে *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত লীলাই দিব্য। তাই *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণ এবং আলোচনা করার ফলে রজোগুণ এবং তমোগুণ দমন হয় এবং কেবল সত্ত্বগুণ অবশিষ্ট থাকে। তখন আর রজোগুণ এবং তমোগুণ আমাদের কোন অনিষ্ট করতে পারে না।

তাই বর্ণাশ্রম-ধর্ম অত্যাবশ্যক, কারণ তা মানুষকে সত্ত্বগুণে উন্নীত করে। *তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/২/১৯)। তমোগুণ এবং রজোগুণ কাম এবং লোভ বৃদ্ধি করে, যার ফলে জীব এমনভাবে জড়িয়ে পড়ে যে, তাকে এই জড় জগতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ গ্রহণ করতে হয়। এটি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর

পরিস্থিতি। তাই বর্ণাশ্রম-ধর্ম প্রতিষ্ঠা করার দ্বারা মানুষকে সত্ত্বগুণের স্তরে উন্নীত করা কর্তব্য এবং খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে মঙ্গল-আরাত্রিক দর্শন ইত্যাদি অনুষ্ঠানের দ্বারা পবিত্র এবং নির্মল হয়ে ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী বিকশিত করা কর্তব্য। এইভাবে সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত থাকা উচিত, এবং তা হলে আর তমোগুণ এবং রজোগুণের দ্বারা মানুষ প্রভাবিত হবে না।

তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে ।
চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি ॥

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/২/১৯)

এইভাবে পবিত্র হওয়ার সুযোগ মানব-জীবনের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য, যা অন্যান্য জীবনে সম্ভব নয়। রাধা-কৃষ্ণ ভজনের দ্বারা, রাধা এবং কৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবার দ্বারা অনায়াসে এই প্রকার পবিত্রতা লাভ করা সম্ভব। তাই নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন—*হরি হরি! বিফলে জনম গোঙাইনু*। অর্থাৎ, রাধা-কৃষ্ণের আরাধনা না করলে মানব-জীবন ব্যর্থ হয়। *বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ / জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যম্* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/২/৭)। বাসুদেবের সেবায় যুক্ত হওয়ার ফলে, জড় জগতের বন্ধন থেকে অতি শীঘ্র বিরক্ত হওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সদস্যারা বাসুদেব ভক্তিতে যুক্ত হয়ে অতি শীঘ্রই এমনভাবে অতি নির্মল বৈষ্ণবতার স্তর প্রাপ্ত হচ্ছেন যে, মানুষেরা ম্লেচ্ছ এবং যবনদের এইভাবে বৈষ্ণব হতে দেখে আশ্চর্যান্বিত হচ্ছেন। তা সম্ভব হয়েছে কেবল বাসুদেব ভক্তির দ্বারা। কিন্তু আমরা যদি মনুষ্য-জীবনে সত্ত্বগুণের স্তরে উন্নীত না হই, যে সম্বন্ধে শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন—*হরি হরি! বিফলে জনম গোঙাইনু*—তা হলে এই মনুষ্য-জীবন লাভ করা সত্ত্বেও আমাদের জীবন ব্যর্থ হবে।

শ্রীবীররাঘব আচার্য তাঁর টীকায় মন্তব্য করেছেন যে, এই শ্লোকের প্রথম পদে যে সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে, তা জড় জগতের বন্ধনের কারণ। *কাল* প্রকৃতির গুণকে ক্ষোভিত করে, এবং স্বভাব এই সমস্ত গুণের সঙ্গের ফল। তাই নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন—*ভক্তসনে বাস*। কেউ যদি ভক্তদের সঙ্গে বাস করেন, তা হলে তাঁর *স্বভাব* পরিবর্তিত হবে। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে সৎসঙ্গ প্রদান করা, যাতে এই পরিবর্তন সম্ভব হয়। আমরা বাস্তবিকভাবে দেখছি যে, এই পন্থার দ্বারা সারা পৃথিবীর মানুষ ক্রমশ ভগবদ্ভক্তে পরিণত হচ্ছেন।

সংস্কার সম্ভব হয় সৎসঙ্গের প্রভাবে। কারণ সৎসঙ্গের প্রভাবে সৎস্বভাব বিকশিত হবে, এবং স্বভাব হচ্ছে দ্বিতীয় প্রকৃতি। তাই *ভক্তসনে বাস*—মানুষদের ভক্তদের সঙ্গে বাস করার সুযোগ দেওয়া হোক। তা হলে তাদের স্বভাব পরিবর্তিত হবে। মনুষ্যজীবনে এই সুযোগ পাওয়া যায়, কিন্তু নরোত্তম দাস ঠাকুর যেমন গেয়েছেন, *হরি হরি! বিফলে জনম গোঙাইনু*—কেউ যদি এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে না পারে, তা হলে তার মনুষ্যজীবন ব্যর্থ হবে। তাই আমরা মানব-সমাজকে অধঃপতন থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করছি এবং মানুষকে বাস্তবিকভাবে উচ্চতর প্রকৃতিতে উন্নীত করার চেষ্টা করছি।

কেউ যদি *কাম* এবং *কর্ম* ভগবানের সেবায় যুক্ত করেন, তা হলে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের উদ্দেশ্যে যুক্ত হওয়া থেকে তা এক ভিন্ন রূপ ধারণ করে, এবং অবশ্যই তার ফলও ভিন্ন হয়। বিভিন্ন প্রকৃতির সঙ্গ অনুসারে জীব বিশেষ প্রকার শরীর প্রাপ্ত হয়। *কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু* (*ভগবদ্‌গীতা* ১৩/২২)। তাই আমাদের সর্বদাই সৎসঙ্গের, ভক্তসঙ্গের অন্বেষণ করা উচিত। তা হলে আমাদের জীবন সার্থক হবে। মানুষের সঙ্গ থেকে তাঁর প্রকৃতি চেনা যায়। কেউ যদি ভগবদ্ভক্তের সৎসঙ্গে বাস করার সুযোগ পান, তা হলে তিনি জ্ঞানের অনুশীলন করতে সমর্থ হন, এবং স্বাভাবিকভাবে তাঁর চরিত্র ও স্বভাব পরিবর্তিত হয় এবং তিনি চিরকালের জন্য লাভবান হন।

শ্লোক ৫৪

সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈকরসমূর্তয়ঃ ।
অস্পৃষ্টভূরিমাহাত্ম্যা অপি হ্যুপনিষদ্দৃশাম্ ॥ ৫৪ ॥

সত্য—শাশ্বত; **জ্ঞান**—পূর্ণজ্ঞানময়; **অনন্ত**—অসীম; **আনন্দ**—আনন্দময়; **মাত্র**—কেবল; **এক-রস**—সর্বদা অবস্থিত; **মূর্তয়ঃ**—বিগ্রহ; **অস্পৃষ্ট-ভূরি-মাহাত্ম্যাঃ**—যাঁর মাহাত্ম্য স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারেন না; **অপি**—ও; **হি**—যেহেতু; **উপনিষৎ-দৃশাম্**—উপনিষদ অধ্যয়নরত জ্ঞানীদের দ্বারা।

অনুবাদ

সেই সমস্ত বিষ্ণুমূর্তি সত্ত্ব, জ্ঞান, অনন্ত ও আনন্দময় এবং তাঁরা কালের প্রভাবের অতীত। উপনিষদ অধ্যয়নরত জ্ঞানীরা তাঁদের মাহাত্ম্য স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারেন না।

তাৎপর্য

কেবল শাস্ত্রজ্ঞান বা বৈদিক জ্ঞানের দ্বারা ভগবানকে জানা যায় না। ভগবান যাকে কৃপা করেন, তিনিই কেবল তাঁকে জানতে পারেন। সেই কথা *উপনিষদে*ও (*মুণ্ডক উপনিষদ্* ৩/২/৩) বিশ্লেষণ করা হয়েছে—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধসা ন বহুনা শ্রুতেন ।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥

"সুদক্ষ বিশ্লেষণের দ্বারা, বিশাল বুদ্ধিমত্তার দ্বারা, এমন কি বহু শ্রবণের দ্বারাও ভগবানকে লাভ করা যায় না। ভগবানকে তিনিই লাভ করতে পারেন, যাঁকে ভগবান কৃপা করেন। তাঁর কাছে তিনি তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করেন।"

ব্রহ্মের একটি বর্ণনা হচ্ছে *সত্যং ব্রহ্ম, আনন্দরূপম্*—"ব্রহ্ম পরম সত্য এবং পূর্ণ আনন্দ।" যদিও পরমব্রহ্ম বিষ্ণু হচ্ছেন এক, তবুও তিনি বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত। *উপনিষদের* অনুগামীরা কিন্তু ব্রহ্মের বিচিত্র রূপ বুঝতে পারে না। তা প্রমাণ করে যে, ব্রহ্ম এবং পরমাত্মাকে প্রকৃতপক্ষে কেবল ভক্তির দ্বারাই জানা যায়, যে কথা ভগবান স্বয়ং *শ্রীমদ্ভাগবতে* প্রতিপন্ন করেছেন (*ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ, শ্রীমদ্ভাগবত* ১১/১৪/২১)। বস্তুতপক্ষে ব্রহ্মের যে চিন্ময় রূপ রয়েছে, তা প্রতিপন্ন করার জন্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর শাস্ত্র থেকে বিভিন্ন উদ্ধৃতি দিয়েছেন। *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে* (৩/৮) সেই পরমতত্ত্বের বর্ণনা করে বলা হয়েছে, *আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ*—"তাঁর স্বয়ং প্রকাশিত রূপ সূর্যের মতো উজ্জ্বল এবং জড় জগতের অজ্ঞান-অন্ধকারের অতীত।" *আনন্দমাত্রমজরং পুরাণমেকং সন্তং বহুধা দৃশ্যমানম্*—"ব্রহ্ম আনন্দময় এবং তাঁর মধ্যে নিরানন্দের লেশমাত্র নেই। যদিও তিনি প্রবীণতম তবুও তিনি নবযৌবন, এবং তিনি এক হলেও বহু রূপে প্রকাশিত হন।" *সর্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ*—"ভগবানের সমস্ত রূপই নিত্য।" (*মহাবরাহ পুরাণ*) ভগবানের হাত, পা আদি অঙ্গ সমন্বিত রূপ রয়েছে, কিন্তু তাঁর হাত এবং পা জড় নয়। ভক্তেরা জানেন যে, কৃষ্ণ বা ব্রহ্মের রূপ কখনই জড় নয়। পক্ষান্তরে, ব্রহ্মের রূপ চিন্ময় এবং কেউ যখন পূর্ণরূপে ভক্তিপরায়ণ হয়ে সেই রূপে মগ্ন হন, তখন তিনি তাঁকে জানতে পারেন (*প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন*)। মায়াবাদীরা কিন্তু এই চিন্ময় রূপ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, কারণ তারা মনে করে যে তা জড়।

ভগবানের সবিশেষ চিন্ময় রূপ এতই মাহাত্ম্যপূর্ণ যে, *উপনিষদের* নির্বিশেষ অনুগামীরা তা হৃদয়ঙ্গম করার জ্ঞানের স্তরে পৌঁছাতে পারে না। বাস্তবিকপক্ষে, *উপনিষদ* অধ্যয়নের মাধ্যমে যারা কেবল এটুকুই বুঝতে পেরেছে যে, ব্রহ্ম জড় নয় এবং সীমিত শক্তির দ্বারা তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না, ভগবান সেই সমস্ত নির্বিশেষবাদীদের জ্ঞানের গণ্ডীর অতীত।

শ্রীকৃষ্ণকে যদিও *উপনিষদের* মাধ্যমে দর্শন করা যায় না, তবুও *উপনিষদের* কোন কোন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই উপায়ের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে জানা যেতে পারে। *ঔপনিষদং পুরুষম্*—"উপনিষদের মাধ্যমে তাঁকে জানা যায়।" এই উক্তিটির অর্থ হচ্ছে যে, কেউ যখন বৈদিক জ্ঞানের দ্বারা পবিত্র হন, তখন তিনি ভক্তির জ্ঞানের জগতে প্রবেশ করার অনুমতি প্রাপ্ত হন (*মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্*)।

তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া ।
পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া ॥

"অপ্রাকৃত বস্তুতে সুদৃঢ় ও নিশ্চয় বিশ্বাসযুক্ত মুনিগণ জ্ঞান এবং বৈরাগ্যযুক্ত হয়ে শাস্ত্র শ্রবণজনিত উপলব্ধি অনুসারে ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবার দ্বারা তাঁদের শুদ্ধ হৃদয়ে পরমাত্মারূপে সেই তত্ত্ববস্তুকে দর্শন করেন।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/২/১২) *শ্রুতগৃহীতয়া* শব্দটির অর্থ হচ্ছে বেদান্ত জ্ঞান, মানসিক আবেগ-প্রবণতা নয়। শ্রুতগৃহীত হচ্ছে গভীর জ্ঞান।

এইভাবে ব্রহ্মা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন সমস্ত সত্য, জ্ঞান এবং আনন্দের উৎস। তিনি এই তিনটি চিন্ময় তত্ত্বের সমন্বয়, এবং তিনি *উপনিষদের* অনুগামীদের আরাধ্য। ব্রহ্মা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে, গাভী, গোপবালক এবং গোবৎসরা যে বিষ্ণুরূপে রূপান্তরিত হয়েছিলেন তা যোগী অথবা দেবতাদের যোগশক্তির দ্বারা হয়নি। গাভী, গোবৎস এবং গোপবালকেরা যে বিষ্ণুমূর্তিতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন, তা বিষ্ণুমায়ার প্রদর্শন ছিল না, তাঁরা ছিলেন সাক্ষাৎ বিষ্ণু। বিষ্ণু এবং বিষ্ণুমায়ার গুণ ঠিক অগ্নি এবং তাপের মতো। তাপে আগুনের গুণ রয়েছে, যথা উষ্ণতা; কিন্তু তা হলেও তাপ আগুন নয়। গোপবালক, গাভী এবং গোবৎসদের বিষ্ণুরূপ প্রদর্শন তাপের মতো ছিল না, তা ছিল অগ্নির মতো। তাঁরা সকলেই ছিলেন বিষ্ণু। প্রকৃতপক্ষে বিষ্ণুর গুণ হচ্ছে পূর্ণ সত্য, পূর্ণ জ্ঞান এবং পূর্ণ আনন্দ। আর একটি উদাহরণ জড় পদার্থের মাধ্যমে দেওয়া যায়, যা বহুরূপে প্রতিবিম্বিত হয়। যেমন, সূর্য বহু জলের পাত্রে প্রতিবিম্বিত হয়, কিন্তু বহু পাত্রে সূর্যের প্রতিবিম্ব প্রকৃতপক্ষে সূর্য নয়। এই সমস্ত প্রতিবিম্বে প্রকৃত তাপ এবং আলোক নেই, যদিও তাদের দেখতে ঠিক সূর্যের মতো। কিন্তু কৃষ্ণ যে রূপ ধারণ করেছিলেন তাঁর প্রতিটিই ছিল পূর্ণ শ্রীবিষ্ণু।

আমাদের কর্তব্য প্রতিদিন যতক্ষণ সম্ভব *শ্রীমদ্ভাগবত* আলোচনা করা। তা হলে সব কিছুই পরিষ্কার হয়ে যাবে, কারণ *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের সারাতিসার (*নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলম্*)। শ্রীল ব্যাসদেব (*মহামুনিকৃতে*) আত্মজ্ঞান লাভ করার পর তা রচনা করেছিলেন। আমরা যতই *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠ করব, ততই আমাদের জ্ঞান স্বচ্ছ হবে। *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রতিটি শ্লোকই চিন্ময়।

শ্লোক ৫৫

এবং সকৃদ্ দদর্শাজঃ পরব্রহ্মাত্মনোঽখিলান্ ।
যস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি সচরাচরম্ ॥ ৫৫ ॥

এবম্—এইভাবে; **সকৃৎ**—একবার; **দদর্শ**—দেখেছিলেন; **অজঃ**—ব্রহ্মা; **পরব্রহ্ম**—পরমব্রহ্মের; **আত্মনঃ**—বিস্তার; **অখিলান্**—সমস্ত গোবৎস, গোপবালক ইত্যাদি; **যস্য**—যাঁর; **ভাসা**—প্রকাশের দ্বারা; **সর্বম্**—সমস্ত; **ইদম্**—এই; **বিভাতি**—প্রকাশিত; **স-চর-অচরম্**—স্থাবর এবং জঙ্গম সব কিছু।

অনুবাদ

এইভাবে ব্রহ্মা পরব্রহ্মকে দর্শন করলেন, যাঁর শক্তির দ্বারা চরাচর সমগ্র বিশ্ব প্রকাশিত হয়েছে। তিনি তখন সমস্ত গোবৎস এবং গোপবালকদেরও ভগবানের বিস্তাররূপে দর্শন করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই ঘটনা থেকে ব্রহ্মা দেখেছিলেন কিভাবে কৃষ্ণ নানাভাবে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড পালন করেন। যেহেতু কৃষ্ণ সমস্ত বস্তু প্রকাশ করেন, তাই সব কিছু প্রকাশিত হয়।

শ্লোক ৫৬

ততোঽতিকুতুকোদ্বৃত্যস্তিমিতৈকাদশেন্দ্রিয়ঃ ।
তদ্ধাম্নাভূদজস্তূষ্ণীং পূর্দেব্যন্তীব পুত্রিকা ॥ ৫৬ ॥

ততঃ—তখন; **অতিকুতুক-উদ্বৃত্য-স্তিমিত-একাদশ-ইন্দ্রিয়ঃ**—যাঁর একাদশ ইন্দ্রিয় মহাবিস্ময়ে আলোড়িত হয়েছিল এবং তারপর চিন্ময় আনন্দে স্তম্ভিত হয়েছিল; **তদ্-ধাম্না**—সেই সমস্ত বিষ্ণুমূর্তিদের জ্যোতির দ্বারা; **অভূৎ**—হয়েছিল; **অজঃ**—ব্রহ্মা; **তূষ্ণীম্**—মৌন; **পূঃ-দেবী-অন্তি**—গ্রাম্যদেবতার উপস্থিতিতে; **ইব**—যে প্রকার; **পুত্রিকা**—শিশুর খেলার পুতুল।

অনুবাদ

তারপর সেই সমস্ত বিষ্ণুমূর্তিদের জ্যোতির প্রভাবে ব্রহ্মার একাদশ ইন্দ্রিয় বিস্ময়ে আলোড়িত হয়েছিল এবং চিন্ময় আনন্দে স্তম্ভিত হয়েছিল। তিনি তখন বহু লোকের পূজনীয় গ্রাম্যদেবতার সম্মুখে শিশুর খেলার পুতুলের মতো মৌনভাবে অবস্থান করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা চিন্ময় আনন্দে স্তম্ভিত হয়েছিলেন (*মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ*)। বিস্ময়ে তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয় তখন স্তব্ধীভূত হয়েছিল, এবং তিনি কিছুই বলতে পারেননি অথবা করতে পারেননি। ব্রহ্মা নিজেকে একমাত্র শক্তিমান বিগ্রহ বলে মনে করে পরম শক্তিমান বলে বিবেচনা করেছিলেন, কিন্তু এখন তাঁর গর্ব চূর্ণ হয়েছিল এবং তিনি পুনরায় কেবলমাত্র একজন দেবতায় পরিণত হয়েছিলেন। তিনি অবশ্যই একজন গুরুত্বপূর্ণ দেবতা, কিন্তু তা সত্ত্বেও একজন দেবতা মাত্র। তাই ভগবান—কৃষ্ণ বা নারায়ণের সঙ্গে ব্রহ্মার তুলনা করা যায় না। নারায়ণের সঙ্গে ব্রহ্মা, শিব আদি দেবতাদেরও তুলনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। অতএব অন্যদের আর কি কথা।

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥

"যে ব্যক্তি ব্রহ্মা, শিব আদি দেবতাদের নারায়ণের সমকক্ষ বলে মনে করে, সে অবশ্যই একটি পাষণ্ডী।" দেবতাদেরও নারায়ণের সমকক্ষ বলে মনে করা উচিত নয়। এমন কি শঙ্করাচার্য পর্যন্ত তা নিষেধ করেছেন, (*নারায়ণ পরোঽব্যক্তাৎ*)। *বেদেও* ইঙ্গিত করা হয়েছে, *একো নারায়ণঃ আসীন্ন ব্রহ্মা নেশানঃ*—"সৃষ্টির আদিতে কেবল পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ ছিলেন। তখন ব্রহ্মা অথবা শিবের অস্তিত্ব ছিল না।" তাই জীবনের অন্তিম সময়ে যে ব্যক্তি নারায়ণকে স্মরণ করেন, তিনি পরম সিদ্ধি লাভ করেন (*অন্তে নারায়ণস্মৃতিঃ*)।

শ্লোক ৫৭

ইতীরেশেঽতর্ক্যে নিজমহিমনি স্বপ্রমিতিকে
পরত্রাজাতোঽতন্নিরসনমুখব্রহ্মকমিতৌ ।
অনীশেঽপি দ্রষ্টুং কিমিদমিতি বা মুহ্যতি সতি
চচ্ছাদাজো জ্ঞাত্বা সপদি পরমোঽজাজবনিকাম্ ॥ ৫৭ ॥

ইতি—এইভাবে; **ইরা-ঈশে**—ইরা বা সরস্বতীর পতি ব্রহ্মাকে; **অতর্ক্যে**—অতীত; **নিজ-মহিমনি**—যাঁর মহিমা; **স্ব-প্রমিতিকে**—স্বয়ং প্রকাশিত এবং আনন্দময়; **পরত্র**—অতীত; **অজাতঃ**—প্রকৃতি; **অতৎ**—অপ্রাসঙ্গিক; **নিরসন-মুখ**—যা অপ্রাসঙ্গিক তা পরিত্যাগের দ্বারা; **ব্রহ্মক**—বেদের চরম সিদ্ধান্তের দ্বারা; **মিতৌ**—জ্ঞানবান; **অনীশে**—অক্ষম হয়ে; **অপি**—ও; **দ্রষ্টুম্**—দর্শন করার জন্য; **কিম্**—কি; **ইদম্**—এই; **ইতি**—এই প্রকার; **বা**—অথবা; **মুহ্যতি সতি**—মোহিত হয়ে; **চচ্ছাদ**—উন্মোচন করেছিলেন; **অজঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **জ্ঞাত্বা**—জানতে পেরে; **সপদি**—তৎক্ষণাৎ; **পরমঃ**—সর্বশ্রেষ্ঠ; **অজা-জবনিকাম্**—মায়া যবনিকা।

অনুবাদ

পরমব্রহ্ম তর্কের অগোচর, তিনি স্বয়ং প্রকাশ, আনন্দময় এবং জড়া প্রকৃতির অতীত। বেদান্তের দ্বারা অবান্তর জ্ঞান নিরস্ত হলে তাঁকে জানা যায়। যে ভগবানের মহিমা সমস্ত চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তির প্রকাশের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার দ্বারা সরস্বতীর ঈশ্বর ব্রহ্মা মোহিত হয়েছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন, "এটি কি?" এবং তারপর তিনি আর দর্শন পর্যন্ত করতে পারেননি। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার অবস্থা বুঝতে পেরে যোগমায়ার যবনিকা উন্মোচন করেছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা সম্পূর্ণরূপে মোহিত হয়েছিলেন। তিনি যে কি দেখছিলেন তা তিনি কিছুই বুঝতে পারছিলেন না, এবং তারপর তিনি আর কিছু দেখতেও পারেননি। ব্রহ্মার অবস্থা বুঝতে পেরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন যোগমায়ার যবনিকা সংবরণ করেছিলেন। এই শ্লোকে ব্রহ্মাকে *ইরেশ* বলে সম্বোধন করা হয়েছে। ইরা সরস্বতীর একটি নাম, এবং ইরেশ হচ্ছেন তাঁর পতি ব্রহ্মা। তাই ব্রহ্মা হচ্ছেন সব চাইতে বুদ্ধিমান। কিন্তু সরস্বতীর পতি ব্রহ্মা পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে মোহাচ্ছন্ন হয়েছিলেন। তিনি বহু চেষ্টা করা সত্ত্বেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বুঝতে পারেননি। প্রথমে গোপবালক, গোবৎস এবং শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যোগমায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত হয়েছিলেন। এই যোগমায়া পরে গোবৎস এবং গোপবালকদের দ্বিতীয় দলটি প্রকাশ করেছিলেন, যাঁরা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণেরই বিস্তার, এবং তারপর তাঁরা বহু চতুর্ভুজ রূপ প্রদর্শন করেছিলেন। এখন ব্রহ্মার মোহাচ্ছন্ন অবস্থা দর্শন করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই যোগমায়াকে অপসারিত করেছিলেন। কেউ মনে করতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণ যে মায়াকে সংবরণ করেছিলেন তা হচ্ছে মহামায়া, কিন্তু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, তা ছিল যোগমায়া, যাঁর দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ কখনও প্রকাশিত হন এবং কখনও অপ্রকাশিত

হন। যে শক্তি বাস্তবকে আচ্ছাদিত করে কোন অবাস্তব বস্তু প্রদর্শন করে তা মহামায়া, কিন্তু যে শক্তির দ্বারা পরম সত্য কখনও প্রকাশিত হন এবং কখনও অপ্রকাশিত হন তা হচ্ছে যোগমায়া। তাই এই শ্লোকে *অজা* শব্দে যোগমায়াকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণের শক্তি—মায়াশক্তি বা স্বরূপ শক্তি এক, কিন্তু তা বিচিত্ররূপে প্রকাশিত হয়। *পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে* (*শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ* ৬/৮)। বৈষ্ণব এবং মায়াবাদীর মধ্যে পার্থক্য এই যে, মায়াবাদীরা বলে মায়া এক, কিন্তু বৈষ্ণবেরা তার বৈচিত্র্য দর্শন করেন। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য রয়েছে। যেমন, একটি গাছে অনেক পাতা, ফুল, ফল রয়েছে। সৃষ্টিতে নানা প্রকার কার্য করার জন্য নানা প্রকার শক্তির আবশ্যকতা হয়। আর একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায় যে, একটি যন্ত্রে তার সমস্ত অংশগুলি লোহার হতে পারে, কিন্তু তাদের মধ্যে বিভিন্নতা রয়েছে এবং সে যন্ত্রটি নানা প্রকার কার্য করতে পারে। সমস্ত যন্ত্রটি লোহার হলেও তার একটি অংশ একভাবে কাজ করে, এবং অন্য অংশগুলি অন্যভাবে কাজ করে। যন্ত্রটি যে কিভাবে কার্য করে তা যে জানে না, সে বলতে পারে যে সবই লোহা; কিন্তু তা সত্ত্বেও, সব কিছু লোহা হলেও, যন্ত্রটির বিভিন্ন উপাদান রয়েছে এবং যে উদ্দেশ্যে সেই যন্ত্রটি তৈরি করা হয়েছিল, সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিভিন্ন অংশগুলি বিভিন্নভাবে কার্য করে। একটি চাকা এইভাবে ঘোরে এবং অন্যটি ঐভাবে, এইভাবে প্রতিটি অংশ তার স্ব-স্ব কার্য সম্পাদন করার ফলে যন্ত্রটির কার্য চলতে থাকে। তার ফলে যন্ত্রটির বিভিন্ন অংশগুলির বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়, "এটি চাকা", "এটি একটি স্ক্রু", "একটি একটি চক্রনাভি", "এটি তেল ঢালার লুব্রিকেটর," ইত্যাদি। তেমনই *বেদে* বিশ্লেষণ করা হয়েছে—

পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ।

কৃষ্ণের শক্তি বিচিত্র এবং তাই একই শক্তি বিভিন্নভাবে কার্য করে। *বিবিধা* শব্দে সেই কথাই ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাই এখানে বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। এইভাবে যোগমায়া এবং মহামায়া একই শক্তির দুটি অঙ্গ এবং এই দুটি শক্তি বিভিন্নভাবে কার্য করে। সন্ধিনী, সম্বিৎ এবং হ্লাদিনী শক্তি—কৃষ্ণের সৎ, চিৎ এবং আনন্দ শক্তি যোগমায়া থেকে পৃথক। তাদের প্রতিটি স্বতন্ত্র শক্তি। আহ্লাদিনী শক্তি হচ্ছেন শ্রীমতী রাধারাণী। শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী সেই তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে বলেছেন, *রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মাৎ* (*চৈঃ চঃ*

আদি ১/৫)। আহ্লাদিনী শক্তি শ্রীমতী রাধারাণীরূপে মূর্ত হয়েছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীমতী রাধারাণী এক, যদিও একজন হচ্ছেন শক্তিমান এবং অন্যজন শক্তি।

শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য (*নিজমহিমনি*) দর্শন করে ব্রহ্মা মোহিত হয়েছিলেন, কারণ এই ঐশ্বর্য অতর্ক্য বা অচিন্ত্য। যা অচিন্ত্য সে-সম্বন্ধে কখনও সীমিত ইন্দ্রিয়ের ভিত্তিতে তর্ক করা যায় না। যা চিন্তার অতীত, আমাদের ধারণা এবং তর্কের অতীত, তাকে বলা হয় অচিন্ত্য। অচিন্ত্য হচ্ছে তা যে সম্বন্ধে আমরা চিন্তা করতে পারি না, কিন্তু যা স্বীকার করতে আমরা বাধ্য। শ্রীল জীব গোস্বামী বলেছেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা পরমতত্ত্বকে অচিন্ত্য বলে স্বীকার না করি, ততক্ষণ আমরা ভগবান সম্বন্ধে কোন ধারণাই করতে পারব না। সেই কথা বোঝা অবশ্য কর্তব্য। তাই আমরা বলি যে, শাস্ত্রের বাক্য কোন রকম পরিবর্তন না করে আমাদের গ্রহণ করতে হবে; কারণ তা তর্কের অতীত। *অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ*—"যা অচিন্ত্য তা তর্কের দ্বারা কখনও প্রতিষ্ঠা করা যায় না।" মানুষ সাধারণত তর্ক করে, কিন্তু আমাদের পন্থাটি হচ্ছে, কোন রকম তর্ক না করে যথাযথ বৈদিক জ্ঞান গ্রহণ করা। শ্রীকৃষ্ণ যখন বলেন, "এটি উৎকৃষ্ট এবং ওটি নিকৃষ্ট," তখন আমরা তাঁর বাণী স্বীকার করে নিই। এমন নয়, যে আমাদের তর্ক করতে হবে, "এটি উৎকৃষ্ট এবং ওটি নিকৃষ্ট কেন?" কেউ যদি তর্ক করে, তা হলে সে এই জ্ঞান লাভ করতে পারবে না।

বিশ্বাস সহকারে মেনে নেওয়ার এই পন্থাকে বলা হয় *অবরোহ-পন্থা*। *অবরোহ* শব্দটি *অবতার* শব্দটির সঙ্গে সম্পর্কিত, যার অর্থ 'যা অবতরণ করে'। জড়বাদীরা সব কিছুই *আরোহ-পন্থার* দ্বারা—তর্ক এবং বিচারের দ্বারা—জানতে চায়। কিন্তু চিন্ময় বিষয় সেইভাবে জানা যায় না। পক্ষান্তরে, *অবরোহ-পন্থা* বা জ্ঞানের অবতরণের পন্থা গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য। তাই পরম্পরার ধারা স্বীকার করা অবশ্য কর্তব্য। এবং শ্রেষ্ঠ পরম্পরা হচ্ছে সেই পরম্পরা, যা শ্রীকৃষ্ণ থেকে শুরু হয়েছে (*এবং পরম্পরাপ্রাপ্তম্*)। শ্রীকৃষ্ণ যখন বলেন যে, আমাদের গ্রহণ করা কর্তব্য (*ইমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ*)। তাকে বলা হয় *অবরোহ-পন্থা*।

ব্রহ্মা কিন্তু আরোহ পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। তিনি তাঁর সীমিত শক্তির দ্বারা ভগবানকে জানতে চেয়েছিলেন, এবং তাই তিনি মোহিত হয়েছিলেন। সকলেই তার জ্ঞানের আনন্দ উপভোগ করতে চায়। সকলেই মনে করে, "আমি কিছু জানি।" কিন্তু কৃষ্ণের উপস্থিতিতে এই ধারণা বজায় থাকতে পারে না, কারণ শ্রীকৃষ্ণকে কখনও প্রকৃতির সীমার মধ্যে নিয়ে আসা যায় না। অবশ্যই ভগবানের শরণাগত হতে হবে। এ ছাড়া আর অন্য কোন গতি নেই।

ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ। এই শরণাগতিই কৃষ্ণভক্তি এবং মায়াবাদীদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে।

অতন্নিরসন শব্দটি অবান্তর বস্তুর নিরাকরণ ইঙ্গিত করে। (*অতৎ* শব্দটির অর্থ "যা সত্য নয়")। ব্রহ্মকে কখনও কখনও *অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘম্* বলে বর্ণনা করা হয়, অর্থাৎ 'যা বৃহৎ নয় এবং ক্ষুদ্র নয়, যা হ্রস্ব নয় এবং দীর্ঘ নয়।' (*বৃহদারণ্যক উপনিষদ্* ৫/৮/৮) নেতি নেতি—"এটি নয়, ওটি নয়।" কিন্তু এটি কি? একটি কলমের বর্ণনা করে কেউ বলতে পারে, "এটি নয়, ওটি নয়" কিন্তু সেটি যে প্রকৃতপক্ষে কি তার বর্ণনা পাওয়া যায় না। এটিকে বলা নিষেধাত্মক সংজ্ঞা। *ভগবদ্গীতায়* শ্রীকৃষ্ণও নিষেধাত্মক সংজ্ঞার দ্বারা আত্মাকে বিশ্লেষণ করেছেন। *ন জায়তে ম্রিয়তে বা*—"তার জন্ম হয় না এবং কখনও তার মৃত্যুও হয় না। এর বেশি আর কিছু জানা যায় না।" কিন্তু সেটি কি? তা নিত্য। *অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে*—"আত্মা অজ, নিত্য, শাশ্বত, অমর এবং চিরপুরাতন। দেহটিকে হত্যা করা হলেও আত্মাকে হত্যা করা যায় না।" (*ভগবদ্গীতা* ২/২০) শুরুতে আত্মাকে বোঝা অত্যন্ত কঠিন, এবং তাই শ্রীকৃষ্ণ নিষেধাত্মক সংজ্ঞা প্রদান করেছেন—

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥

"আত্মাকে অস্ত্রের দ্বারা কাটা যায় না, আগুনে পোড়ানো যায় না, জলে ভেজানো যায় না, অথবা হাওয়াতে শুকানোও যায় না।" (*ভগবদ্গীতা* ২/২৩) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "তাকে আগুন দিয়ে দহন করা যায় না।" অতএব কল্পনা করতে হয়, এটি কি, যা আগুন দিয়ে জ্বালানো যায় না। এটি একটি নিষেধাত্মক সংজ্ঞা।

শ্লোক ৫৮

ততোঽর্বাক্ প্রতিলব্ধাক্ষঃ কঃ পরেতবদুত্থিতঃ ।
কৃচ্ছ্রাদুন্মীল্য বৈ দৃষ্টীরাচষ্টেদং সহাত্মনা ॥ ৫৮ ॥

ততঃ—তখন; **অর্বাক্**—বাহ্য; **প্রতিলব্ধ-অক্ষঃ**—চেতনা লাভ করে; **কঃ**—ব্রহ্মা; **পরেত-বৎ**—মৃত ব্যক্তির মতো; **উত্থিতঃ**—উঠে দাঁড়িয়েছিলেন; **কৃচ্ছ্রাৎ**—অতি কষ্টে; **উন্মীল্য**—উন্মীলিত করে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **দৃষ্টীঃ**—তাঁর চক্ষু; **আচষ্ট**—তিনি দেখেছিলেন; **ইদম্**—এই ব্রহ্মাণ্ড; **সহ-আত্মনা**—তিনি সহ।

অনুবাদ

তখন ব্রহ্মা বাহ্যচেতনা লাভ করে, মৃত ব্যক্তির বেঁচে ওঠার মতো উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। অতি কষ্টে তাঁর চক্ষু উন্মীলিত করে, তিনি নিজেকে সহ এই ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করেছিলেন।

তাৎপর্য

প্রকৃতপক্ষে আমাদের মৃত্যু হয় না। মৃত্যুর সময় কিছু কালের জন্য আমরা কেবল নিদ্রিত অবস্থায় মতো নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকি। রাত্রে আমরা ঘুমিয়ে পড়ি, এবং তখন আমাদের সমস্ত কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু জেগে ওঠা মাত্রই আমাদের স্মৃতিশক্তি ফিরে আসে এবং আমরা চিন্তা করতে শুরু করি, "ওঃ আমি কোথায়"? আমাকে কি করতে হবে? একে বলা হয় *সুপ্তোত্থিত-ন্যায়*। মনে করা হোক আমাদের মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর অর্থ কিছু সময়ের জন্য নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়া এবং তারপর আবার আমরা আমাদের কার্যকলাপ শুরু করি। আমাদের কর্ম এবং স্বভাব অনুসারে, এইভাবে জন্ম-জন্মান্তরে চলতে থাকে। এখন, এই মনুষ্যজীবনে আমরা যদি আধ্যাত্মিক কার্যকলাপ শুরু করার দ্বারা নিজেদের প্রস্তুত করি, তা হলে আমরা চরম সিদ্ধি লাভ করে আমাদের প্রকৃত জীবনে ফিরে যেতে পারব। তা না হলে কর্ম, স্বভাব, প্রকৃতি ইত্যাদি অনুসারে আমাদের বিভিন্ন প্রকার জীবন এবং কার্যকলাপ ক্রমান্বয়ে চলতে থাকবে, এবং সেই অনুসারে আমাদের জন্ম এবং মৃত্যুও হবে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন, *মায়ার বশে যাচ্ছ ভেসে, খাচ্ছ হাবুডুবু ভাই*। আমাদের আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত হওয়া কর্তব্য। তা হলে আমাদের যা কিছু কার্যকলাপ তা নিত্যত্ব লাভ করবে। *কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ*—বহু জন্ম-জন্মান্তরের পুঞ্জীভূত পুণ্যকর্মের ফলে এই স্তর লাভ হয়। *জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে* (*চৈঃ চঃ মধ্য* ৮/৭০)। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন কোটি জন্ম জন্ম-মৃত্যুর চক্র বন্ধ করতে চায়। এক জন্মে সব কিছু সংশোধন করে নিত্যজীবন লাভ করা প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য। এটিই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনার অমৃত।

শ্লোক ৫৯

সপদ্যেবাভিতঃ পশ্যন্ দিশোঽপশ্যৎ পুরঃস্থিতম্ ।
বৃন্দাবনং জনাজীব্যদ্রুমাকীর্ণং সমাপ্রিয়ম্ ॥ ৫৯ ॥

সপদি—তৎক্ষণাৎ; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **অভিতঃ**—চতুর্দিকে; **পশ্যন্**—দৃষ্টিপাত করে; **দিশাঃ**—দিকে; **অপশ্যৎ**—ব্রহ্মা দেখেছিলেন; **পুরঃ-স্থিতম্**—তাঁর সম্মুখে অবস্থিত;

বৃন্দাবনম্—বৃন্দাবন; **জন-আজীব্য-দ্রুম-আকীর্ণম্**—বৃক্ষে পরিপূর্ণ, যা ছিল সেখানকার অধিবাসীদের জীবিকার উপায়; **সমা-প্রিয়ম্**—এবং যা ছিল সর্ব ঋতুতে সমান সুখদায়ক।

অনুবাদ

তারপর, চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করে ব্রহ্মা তাঁর সম্মুখে সেখানকার অধিবাসীদের জীবিকার উপায়স্বরূপ বৃক্ষে পরিপূর্ণ সর্ব ঋতুতে সমান সুখদায়ক বৃন্দাবন ধাম দর্শন করলেন।

তাৎপর্য

জনাজীব্যদ্রুমাকীর্ণম্—বৃক্ষ এবং বনস্পতি অপরিহার্য, এবং তারা সারা বছর, সর্ব ঋতুতে সুখদায়ক। বৃন্দাবনে সেই ব্যবস্থা রয়েছে। এমন নয় যে, বৃক্ষগুলি এক ঋতুতে সুখদায়ক এবং অন্য ঋতুতে সুখদায়ক নয়; পক্ষান্তরে তারা ঋতুর পরিবর্তনেও সমান সুখদায়ক। বৃক্ষ এবং বনস্পতি সকলেরই জীবিকা নির্বাহের উপায়স্বরূপ নির্ধারিত হয়েছে। *সর্বকামদুঘা মহী* (ভাগবত ১/১০/৪)। কলকারখানা নয়, বৃক্ষ এবং বনস্পতিই জীবিকা নির্বাহের প্রকৃত উপায়।

শ্লোক ৬০

যত্র নৈসর্গদুর্বৈরাঃ সহাসন্ নৃমৃগাদয়ঃ ।
মিত্রাণীবাজিতাবাসদ্রুতরুট্‌তর্ষকাদিকম্ ॥ ৬০ ॥

যত্র—যেখানে; **নৈসর্গ**—প্রকৃতির দ্বারা; **দুর্বৈরাঃ**—শত্রুভাবাপন্ন; **সহ আসন্**—একত্রে বাস করে; **নৃ**—মানুষ; **মৃগ-আদয়ঃ**—এবং পশু; **মিত্রাণি**—বন্ধু; **ইব**—সদৃশ; **অজিত**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; **আবাস**—বাসস্থান; **দ্রুত**—পলায়ন করেছে; **রুট্**—ক্রোধ; **তর্ষক-আদিকম্**—তৃষ্ণা প্রভৃতি।

অনুবাদ

বৃন্দাবন ভগবানের চিন্ময় ধাম, যেখানে ক্ষুধা, তৃষ্ণা অথবা ক্রোধ নেই। সেখানে স্বাভাবিক শত্রুভাবাপন্ন মানুষ এবং হিংস্র পশুরা পরস্পরের প্রতি চিন্ময় বন্ধুত্ব সহকারে একত্রে বাস করে।

তাৎপর্য

বন শব্দটির অর্থ 'অরণ্য'। আমরা সাধারণত অরণ্যকে ভয় করি এবং সেখানে যেতে চাই না। কিন্তু বৃন্দাবনের পশুরা দেবতাদের মতো, কারণ তাদের মধ্যে হিংসা নেই। এমন কি জড় জগতেও বনে পশুরা একত্রে বাস করে, এবং তারা যখন জলপান করতে যায়, তখন তারা কাউকে আক্রমণ করে না। হিংসার উদয় হয় ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বাসনা থেকে, কিন্তু বৃন্দাবনে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনা নেই, কারণ সেখানে সকলেরই একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধান করা। এমন কি এই জড় জগতেও, বৃন্দাবনের পশুরা সেখানে যে সমস্ত সাধুরা বাস করেন, তাঁদের প্রতি হিংসা করে না। সাধুরা গো পালন করেন, এবং "এখানে এসে একটু দুধ খেয়ে যাও" বলে বাঘদের দুধ দেন। এইভাবে বৃন্দাবনে হিংসা এবং মাৎসর্য নেই। বৃন্দাবন এবং সাধারণ জগতের মধ্যে এটিই পার্থক্য। আমরা সাধারণত বন-জঙ্গলের কথা শোনামাত্রই ভয় পাই, কিন্তু বৃন্দাবনে সে রকম কোন ভয় নেই। সেখানে সকলেই শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিসাধন করে সুখী। *কৃষ্ণোৎকীর্তনগাননর্তনপরৌ*। গোস্বামী হোন, অথবা সিংহ অথবা অন্য কোন হিংস্র পশু হোক, সকলেরই একমাত্র কার্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা বিধান করা। এমন কি সেখানে বাঘেরাও ভক্ত। এটিই বৃন্দাবনের বিশেষ গুণ। বৃন্দাবনে সকলেই সুখী। গোবৎসরা সুখী, বিড়ালেরা সুখী, কুকুরেরা সুখী, মানুষেরা সুখী—সকলেই সুখী। সকলেই চান তাঁর ক্ষমতা অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করতে, এবং তাই হিংসা নেই। কেউ কখনও মনে করতে পারে যে, বৃন্দাবনের বানরেরা মাৎসর্য পরায়ণ, কারণ তারা কখনও কখনও খাবার চুরি করে উৎপাত করে, কিন্তু বৃন্দাবনে আমরা দেখতে পাই যে, বানরদেরও মাখন দেওয়া হয়, যা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বিতরণ করতেন। কৃষ্ণ স্বয়ং দেখিয়ে গেছেন যে, সকলেরই বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। সেটিই বৃন্দাবনের জীবন। আমরা কেন মনে করব যে, আমি বেঁচে থাকব আর তুমি মরে যাবে? না, সেটি জড়-জাগতিক জীবন। বৃন্দাবনের অধিবাসীরা মনে করেন, "শ্রীকৃষ্ণ যা কিছু দিয়েছেন, আমরা তাঁর প্রসাদরূপে তা ভাগ করে খাব।" এই ধরনের মনোভাব হঠাৎ উৎপন্ন হয় না, কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃতের ফলে তা ধীরে ধীরে বিকশিত হয়। সাধনার দ্বারা এই স্তরে উন্নীত হওয়া যায়।

এই জড় জগতে বিনামূল্যে আহার বিতরণ করার জন্য পৃথিবীর সর্বত্র অর্থ সংগ্রহ করা যেতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও যাদের খাবার দেওয়া হচ্ছে, তারা মর্ম উপলব্ধি না করতেও পারে। কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃতের মহিমা হচ্ছে, তার মর্ম মানুষ ক্রমশ উপলব্ধি করতে পারবে। যেমন সাউথ আফ্রিকার ডারবান শহরে

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের একটি মন্দির সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে ডারবান পোস্টে লেখা হয়েছে—"এখানকার সমস্ত ভক্তরাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে যুক্ত, এবং তার ফলস্বরূপ স্পষ্টভাবে দেখা যায়—সুখ, সুন্দর স্বাস্থ্য, মনের শান্তি এবং সমস্ত সদ্‌গুণের বিকাশ।" এটিই বৃন্দাবনের প্রকৃতি। *হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণাঃ*—কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত সুখলাভ করা অসম্ভব। মানুষ সুখের জন্য বিভিন্নভাবে সংগ্রাম করে যেতে পারে, কিন্তু তারা সুখলাভ করতে পারবে না। আমরা তাই মানব-সমাজকে ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে সুখ, সুন্দর স্বাস্থ্য, মনের শান্তি এবং সমস্ত সদ্‌গুণ সমন্বিত জীবন লাভের সুযোগ প্রদান করার চেষ্টা করছি।

শ্লোক ৬১

তত্রোদ্বহৎ পশুপবংশশিশুত্বনাট্যং
ব্রহ্মাদ্বয়ং পরমনন্তমগাধবোধম্ ।
বৎসান্ সখীনিব পুরা পরিতো বিচিন্ব-
দেকং সপাণিকবলং পরমেষ্ঠ্যচষ্ট ॥ ৬১ ॥

তত্র—সেখানে (বৃন্দাবনে); **উদ্বহৎ**—ধারণ করে; **পশুপ-বংশ-শিশুত্ব-নাট্যম্**—গোপ-বংশে শিশুর লীলা অভিনয় (শ্রীকৃষ্ণের অন্য একটি নাম গোপাল অর্থাৎ তিনি গাভীদের পালন করেন); **ব্রহ্ম**—ব্রহ্ম; **অদ্বয়ম্**—অদ্বিতীয়; **পরম্**—পরম; **অনন্তম্**—অসীম; **অগাধ-বোধম্**—অনন্ত জ্ঞান সমন্বিত; **বৎসান্**—গোবৎসগণ; **সখীন্**—এবং তাঁর সখা গোপবালকগণ; **ইব পুরা**—পূর্বের মতো; **পরিতঃ**—সর্বত্র; **বিচিন্বৎ**—অন্বেষণ করে; **একম্**—একা; **স-পাণি-কবলম্**—তার হাতে অন্নগ্রাস গ্রহণ করে; **পরমেষ্ঠী**—ব্রহ্মা; **অচষ্ট**—দেখেছিলেন।

অনুবাদ

তারপর ব্রহ্মা দেখলেন যে, অদ্বিতীয়, পূর্ণ জ্ঞানময়, অসীম পরমব্রহ্ম গোপবংশে একটি শিশুর ভূমিকা অবলম্বন করে একাকী, তাঁর হাতে অন্নগ্রাস ধারণ করে, ঠিক পূর্বের মতো সর্বত্র গোবৎস এবং তাঁর সখা গোপবালকদের অন্বেষণ করছেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *অগাধবোধম্* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, যার অর্থ 'পূর্ণ জ্ঞানময়'। ভগবানের জ্ঞান অসীম, এবং তাই সেই জ্ঞানের অবধি কেউ স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারে না, ঠিক যেভাবে সমুদ্রকে মাপা যায় না। সমুদ্রের বিশাল জলরাশির তুলনায় আমাদের

জ্ঞানের অবধি কতটুকু? আমেরিকায় যাওয়ার সময় আমি দেখেছি আমাদের জাহাজটি কত নগণ্য। বিশাল সমুদ্রের বুকে তাকে একটি দেশলাইয়ের বাক্সের মতো মনে হচ্ছিল। শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধি সমুদ্রের মতো। কেউ কল্পনা পর্যন্ত করতে পারে না তা কত বিশাল। তাই সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়া। কখনই শ্রীকৃষ্ণকে মাপার চেষ্টা করা উচিত নয়।

অদ্বয়ম্ শব্দটিও মহত্ত্বপূর্ণ, যার অর্থ হচ্ছে, 'অদ্বিতীয়'। ব্রহ্মা যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের মায়ার দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়েছিলেন, তাই তিনি নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করেছিলেন। এই জড় জগতে সকলেই মনে করে, "আমি এই পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। আমি সব কিছু জানি।" মানুষ মনে করে, "আমি কেন *ভগবদ্গীতা* পাঠ করব? আমি সব কিছু জানি। আমার নিজের সিদ্ধান্ত রয়েছে।" ব্রহ্মা কিন্তু জানতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। *ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ*। তাই শ্রীকৃষ্ণের আর এক নাম পরমেশ্বর।

এখন ব্রহ্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবনে গোপবালক রূপে দর্শন করছিলেন। কৃষ্ণ তাঁর ঐশ্বর্য প্রদর্শন না করে, একটি অবোধ বালকের মতো হাতে অন্নগ্রাস নিয়ে ইতস্তত তাঁর গোপসখা এবং গোবৎসদের অন্বেষণ করছিলেন। ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে ঐশ্বর্যপর চতুর্ভুজ নারায়ণ রূপে দর্শন করেননি, তিনি তাঁকে এক অবোধ বালকরূপে দর্শন করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, যদিও কৃষ্ণ তাঁর ঐশ্বর্য প্রদর্শন করছিলেন না, তবুও তিনি হচ্ছেন পরমপুরুষ। যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ আশ্চর্যজনক কোন কিছু প্রদর্শন না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ তাদের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারে না, কিন্তু এখানে, কৃষ্ণ আশ্চর্যজনক কোন কিছু প্রদর্শন না করলেও, ব্রহ্মা বুঝতে পেরেছিলেন যে, সমগ্র সৃষ্টির ঈশ্বর হলেও, সেই আশ্চর্যজনক পুরুষটি এখানে একজন সাধারণ শিশুর মতো বিরাজ করছেন। তাই ব্রহ্মা প্রার্থনা করেছিলেন, *গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি*—"আপনি আদি পুরুষ, আপনি সর্বকারণের পরম কারণ। আমি আপনাকে আমার প্রণতি নিবেদন করি।" এটিই ছিল তাঁর উপলব্ধি। *তমহং ভজামি*। এটিরই প্রয়োজন। *বেদেষু দুর্লভম্*—কেবল বৈদিক জ্ঞানের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের কাছে পৌঁছানো যায় না। *অদুর্লভমাত্মভক্তৌ*—কিন্তু কেউ যখন তাঁর ভক্ত হন, তখন তিনি তাঁকে উপলব্ধি করতে পারেন। ব্রহ্মা তাই ভক্ত হয়েছিলেন। প্রথমে তিনি ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর ব্রহ্মা হওয়ার গর্বে গর্বিত হয়েছিলেন, কিন্তু এখন তিনি বুঝতে পেরেছেন, "ইনিই হচ্ছেন ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর। আমি একটি ক্ষুদ্র পিপীলিকার মতো নগণ্য। *গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি*।"

শ্রীকৃষ্ণ একজন নাটকের অভিনেতার মতো অভিনয় করছিলেন। যেহেতু ব্রহ্মার এই মনে করে অহঙ্কার হয়েছিল যে, তাঁর কিছু শক্তি রয়েছে, তাই শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে তাঁর প্রকৃত স্থিতি প্রদর্শন করেছিলেন। এমনই একটি ঘটনা ঘটেছিল, যখন ব্রহ্মা দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতে গিয়েছিলেন। দ্বারপাল যখন শ্রীকৃষ্ণকে জানিয়েছিলেন যে, ব্রহ্মা এসেছেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "কোন ব্রহ্মা? তাঁকে জিজ্ঞাসা কর কোন্ ব্রহ্মা।" দ্বারপাল যখন ব্রহ্মাকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তখন ব্রহ্মা আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন, "আমি ছাড়া কি অন্য আর কোন ব্রহ্মা রয়েছে?" দ্বারপাল যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানিয়েছিলেন যে, চতুর্মুখ ব্রহ্মা এসেছেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, "ওঃ চতুর্মুখ। অন্যদেরও ডাক। ওকে দেখাও।" এইটিই কৃষ্ণের স্থিতি। শ্রীকৃষ্ণের কাছে চতুর্মুখ ব্রহ্মা নগণ্য, সুতরাং 'চতুর্মুখ বৈজ্ঞানিকদের' আর কি কথা। জড় বৈজ্ঞানিকেরা মনে করে যে, এই পৃথিবী যদিও ঐশ্বর্যে পূর্ণ, অন্য সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্রগুলি শূন্য। যেহেতু তারা কেবল মনোধর্মপ্রসূত জল্পনা-কল্পনা করে, তাই এটিই হচ্ছে তাদের বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত। কিন্তু *শ্রীমদ্ভাগবত* থেকে আমরা জানতে পারি যে, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র জীবে পূর্ণ। তাই এটি হচ্ছে বৈজ্ঞানিকদের মূর্খতা—যদিও তারা কিছুই জানে না, তবুও তারা নিজেদের বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এবং জ্ঞানী বলে প্রতিষ্ঠা করে মানুষদের বিপথে পরিচালিত করে।

শ্লোক ৬২

দৃষ্ট্বা ত্বরেণ নিজধোরণতোঽবতীর্য
পৃথ্ব্যাং বপুঃ কনকদণ্ডমিবাভিপাত্য ।
স্পৃষ্ট্বা চতুর্মুকুটকোটিভিরঙ্ঘ্রিযুগ্মং
নত্বা মুদশ্রুসুজলৈরকৃতাভিষেকম্ ॥ ৬২ ॥

দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; **ত্বরেণ**—শীঘ্র, দ্রুতবেগে; **নিজ-ধোরণতঃ**—তাঁর হংসবাহন থেকে; **অবতীর্য**—নেমে এসেছিলেন; **পৃথ্ব্যাম্**—ভূমিতে; **বপুঃ**—তাঁর দেহ; **কনক-দণ্ডম্ ইব**—স্বর্ণ দণ্ডের মতো; **অভিপাত্য**—পতিত হয়েছিলেন; **স্পৃষ্ট্বা**—স্পর্শ করে; **চতুঃ-মুকুট-কোটিভিঃ**—তাঁর চারটি মুকুটের অগ্রভাগের দ্বারা; **অঙ্ঘ্রি-যুগ্মম্**—দুটি চরণকমল; **নত্বা**—প্রণতি নিবেদন করে; **মুৎ-অশ্রু-সুজলৈঃ**—আনন্দাশ্রুর দ্বারা; **অকৃত**—অনুষ্ঠান করেছিলেন; **অভিষেকম্**—তাঁর চরণকমল বিধৌত করার উৎসব।

অনুবাদ

তা দর্শন করে ব্রহ্মা দ্রুত তাঁর হংসবাহন থেকে নেমে এসে, স্বর্ণদণ্ডের মতো ভূমিতে পতিত হয়ে তাঁর মস্তকের চারটি মুকুটের অগ্রভাগের দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে প্রণতি নিবেদন করে, তিনি তাঁর আনন্দাশ্রু জলে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের অভিষেক করেছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা একটি দণ্ডের মতো প্রণতি নিবেদন করেছিলেন, এবং যেহেতু তাঁর অঙ্গকান্তি স্বর্ণবর্ণ, তাই তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে পতিত একটি স্বর্ণদণ্ডের মতো মনে হচ্ছিল। কেউ যখন তাঁর গুরুজনের সমক্ষে ভূপতিত হয়ে প্রণতি নিবেদন করেন, তাকে বলা হয় দণ্ডবৎ। অর্থাৎ দণ্ডসদৃশ। এমন নয় যে, কেবল মুখেই বলা হবে 'দণ্ডবৎ'। বরং, ভূপতিত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। এইভাবে ভূপতিত হয়ে ব্রহ্মা তাঁর মস্তকের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করেছিলেন, এবং তাঁর আনন্দাশ্রুর দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের অভিষেক করেছিলেন।

ব্রহ্মার সম্মুখে যিনি একজন নরশিশুর মতো প্রকট হয়েছিলেন, তিনি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে পরব্রহ্ম (*ব্রহ্মেতি, পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে*)। ভগবান নরাকৃতি; অর্থাৎ তাঁর রূপ একটি মানুষের মতো, তিনি চতুর্ভুজ নন। নারায়ণ চতুর্ভুজ, কিন্তু স্বয়ং ভগবানের রূপ একটি মানুষের মতো। সেই কথা বাইবেলেও প্রতিপন্ন হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, ভগবানের রূপ অনুসারে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

ব্রহ্মা দেখেছিলেন যে, গোপবালকরূপী শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমব্রহ্ম, সর্বকারণের পরম কারণ, কিন্তু তিনি এখন এক সাধারণ নরশিশুর মতো হাতে অন্নগ্রাস নিয়ে বৃন্দাবনে বিচরণ করছেন। আশ্চর্যান্বিত হয়ে ব্রহ্মা তখন তাঁর হংসবাহন থেকে নেমে এসে ভূমিতে দণ্ডবৎ করেছিলেন। সাধারণত দেবতারা ভূমি স্পর্শ করেন না, কিন্তু ব্রহ্মা স্বেচ্ছায় তাঁর দেবতার সম্মান পরিত্যাগ করে, শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে ভূপতিত হয়ে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। যদিও ব্রহ্মার চারটি মস্তক চারদিকে স্থাপিত, তবুও তিনি স্বেচ্ছায় তাঁর সব কটি মস্তক নিম্নমুখী করে, তাঁর মুকুটের অগ্রভাগের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করেছিলেন। যদিও তাঁর বুদ্ধি চতুর্দিকে কার্য করে, তবুও তিনি বালক শ্রীকৃষ্ণের কাছে সব কিছু সমর্পণ করেছিলেন।

এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্রহ্মা তাঁর অশ্রুজলে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম ধৌত করেছিলেন, এবং এখানে *সুজলৈঃ* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, তাঁর অশ্রু পবিত্র

হয়েছিল। ভক্তি উদয় হওয়া মাত্রই সব কিছু পবিত্র হয়ে যায় (*সর্বোপাধি-বিনির্মুক্তম্*)। তাই ব্রহ্মার ক্রন্দন ছিল *ভক্ত্যনুভাব* অর্থাৎ দিব্য প্রেমানন্দের এক প্রকার বিকার।

শ্লোক ৬৩

উত্থায়োত্থায় কৃষ্ণস্য চিরস্য পাদয়োঃ পতন্ ।
আস্তে মহিত্বং প্রাগ্‌দৃষ্টং স্মৃত্বা স্মৃত্বা পুনঃ পুনঃ ॥ ৬৩ ॥

উত্থায় উত্থায়—বার বার উঠে; **কৃষ্ণস্য**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; **চিরস্য**—দীর্ঘকাল; **পাদয়োঃ**—শ্রীপাদপদ্মে; **পতন্**—পতিত হয়ে; **আস্তে**—অবস্থান করছিলেন; **মহিত্বম্**—মহিমা; **প্রাক্‌-দৃষ্টম্**—যা তিনি পূর্বে দর্শন করেছিলেন; **স্মৃত্বা স্মৃত্বা**—বার বার স্মরণ করে; **পুনঃ পুনঃ**—বারংবার।

অনুবাদ

দীর্ঘকাল বার বার শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে পতিত হয়ে এবং উঠে দাঁড়িয়ে প্রণতি নিবেদন করে, ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের মহিমা যা তিনি পূর্বে দর্শন করেছিলেন, তা বার বার স্মরণ করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

একটি প্রার্থনায় বলা হয়েছে—

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে
ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম ॥

"সংসারভয়ে ভীত হয়ে অন্যেরা বেদ, স্মৃতি এবং মহাভারত পাঠ করুক, আমি কেবল নন্দ মহারাজের বন্দনা করি, যাঁর অলিন্দে পরমব্রহ্ম খেলা করেন। নন্দ মহারাজ এতই মহান যে, পরমব্রহ্ম তাঁর অঙ্গনে খেলা করেন, এবং তাই আমি তাঁকে বন্দনা করব।" (*পদ্যাবলী* ১২৬)

ব্রহ্মা আনন্দে ভূপতিত হচ্ছিলেন। ঠিক একটি নরশিশুর মতো ভগবান যেহেতু তাঁর সম্মুখে উপস্থিত ছিলেন, তাই ব্রহ্মা স্বাভাবিকভাবেই আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। তাই ভগবানকে চিনতে পেরে, তিনি গদ্‌গদ স্বরে তাঁকে প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন।

শ্লোক ৬৪

শনৈরথোত্থায় বিমৃজ্য লোচনে
মুকুন্দমুদ্বীক্ষ্য বিনম্রকন্ধরঃ ।
কৃতাঞ্জলিঃ প্রশ্রয়বান্ সমাহিতঃ
সবেপথুর্গদ্গদয়ৈলতেলয়া ॥ ৬৪ ॥

শনৈঃ—ধীরে ধীরে; **অথ**—তখন; **উত্থায়**—উঠে; **বিমৃজ্য**—মুছে; **লোচনে**—তাঁর চোখ দুটি; **মুকুন্দম্**—মুকুন্দ বা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে; **উদ্বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **বিনম্র-কন্ধরঃ**—অবনত কন্ধরে; **কৃত-অঞ্জলিঃ**—হাতজোড় করে; **প্রশ্রয়-বান্**—অত্যন্ত বিনীত; **সমাহিতঃ**—একাগ্রচিত্তে; **স-বেপথুঃ**—কম্পিত শরীরে; **গদ্গদয়া**—গদ্গদ স্বরে; **ঐলত**—ব্রহ্মা স্তব করতে শুরু করেছিলেন; **ঈলয়া**—বাক্যের দ্বারা।

অনুবাদ

তখন ধীরে ধীরে উঠে তাঁর চোখ দুটি মুছে ব্রহ্মা মুকুন্দকে দর্শন করেছিলেন। তারপর অবনত মস্তকে, একাগ্রচিত্তে, কম্পিত কলেবরে, গদ্গদ স্বরে এবং অত্যন্ত বিনীতভাবে ব্রহ্মা তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করতে শুরু করেছিলেন।

তাৎপর্য

অত্যন্ত আনন্দিত হওয়ার ফলে ব্রহ্মার চোখ থেকে তখন অশ্রু ঝরে পড়ছিল এবং সেই অশ্রুর দ্বারা তিনি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম ধৌত করেছিলেন। তিনি বার বার ভূপতিত হয়ে এবং উঠে দাঁড়িয়ে ভগবানের অদ্ভুত কার্যকলাপ স্মরণ করেছিলেন। দীর্ঘকাল এইভাবে বার বার প্রণতি নিবেদন করে ব্রহ্মা তাঁর হাত দিয়ে চোখের জল মুছেছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, *লোচনে* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, তিনি তাঁর দুই হাত দিয়ে তাঁর চার মুখের চক্ষুদ্বয় মার্জন করেছিলেন। ভগবানকে তাঁর সম্মুখে দর্শন করে ব্রহ্মা অত্যন্ত বিনীতভাবে, শ্রদ্ধা সহকারে এবং একাগ্রচিত্তে ভগবানের স্তব করতে শুরু করেছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'ব্রহ্মা কর্তৃক গোপবালক এবং গোবৎস হরণ' নামক ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।